EVIDENCES OF THE BIBLE

BRIEFLY STATED.

ধর্ম্মপুস্তকের প্রামাণ্য

অর্থাৎ

খ্রীষ্টীয়ান লোকদের স্বীকৃত ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত

ইহার প্রমাণ ও মীমাংসা।

CALCUTTA:

PRINTED BY J. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1851.

নির্ঘণ্ট।

৭ অধ্যায়।

৮ অধ্যায়।

৯ অধ্যায়।

১০ অধ্যায়।

১১ অধ্যায়।

১২ অধ্যায়।

১৩ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকের প্রামাণ্যের মীমাংসা।

আভাষ।

ধর্ম্মজ্ঞানের দুই আকর আছে, এক মনুষ্যের মন, অপর ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্য। মনুষ্যের মনহইতে যে ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, তাহা তুচ্ছনীয় নহে, তথাপি তাহা অতি অসম্পূর্ণ ও তেজরহিত। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই২। পৃথিবীর মধ্যে যত লোক আছে তাহারা প্রায় সকলে মনুষ্যের মনকে ধর্ম্মজ্ঞানের উপযুক্ত আকররূপে না মানিয়া কোন২ ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রাহ্য করে, কিম্বা কোন বিশেষ জাতিকে আপনাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যস্থরূপে জ্ঞান করে, এবং ঐ শাস্ত্রদ্বারা কিম্বা ঐ বিশেষ জাতির প্রমুখাৎ ঈশ্বরের বাক্য আপনাদের নিকটে প্রকাশিত হয়,এমত বোধ করিয়া থাকে। তথাপি যাহারা কোন শাস্ত্র মানে না, এমত কতক ব্যক্তি নানা দেশে হইয়াছে, কিন্তু তাহারা অতি বুদ্ধিমান হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে প্রায় কিছু নিশ্চয় করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ মনুষ্য অমর কি না, এবং ঈশ্বর এক কি অনেক, এবং কিরূপ সেবা তাঁহার গ্রাহ্য হয়, এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের নিয়ম কি, এবং

পাপ করিলে সেই পাপের মোচন হইতে পারে কি না, এবং যদি হইতে পারে তবে পাপমোচনের উপায় কি, ইত্যাদি অতি ভারি জিজ্ঞাসার মধ্যে একেরও উপযুক্ত উত্তর স্থির করিতে পারক হয় নাই ; অতএব ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্য ব্যতিরেকে ধর্ম্মজ্ঞান অত্যন্ত দুর্লভ, ইহা স্বীকার করা সকলের কর্ত্তব্য।

খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল যে ধর্ম্মপুস্তক গ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশিত হইয়াছে,প্রথমে ইহার প্রমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই জগতের মধ্যে অনেক শাস্ত্র আছে। হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের কথা সকলে জানে; এবং মুসলমান লোকদেরও কুরাণ নামে এক শাস্ত্র আছে, এবং অন্য ২ দেশীয় লোকদের অন্য ২ শাস্ত্র আছে। ঐ সকল শাস্ত্রের কথা যদি পরস্পর মিলিত, তবে সকলই সত্য এমন বোধ হইতে পারিত, কারণ যাহা সত্য তাহা সত্যের সহিত মিলে ; কিন্তু সকল শাস্ত্রের পরস্পর ঐক্য দূরে থাকুক, বরং তাহাদের মধ্যে যে অমেল তাহার সীমা নাই, অতএব সকলই সত্য হইতে পারে না। তথাপি সকলই মিথ্যা এমন বোধ করণের কোন কারণ নাই। যদিও এই দেশে অনেক মেকী টাকা আছে, তথাপি সকল টাকা মেকী হয় না ; তদ্রূপ যদিও জগতে অনেক মিথ্যাশাস্ত্র আছে, তথাপি সকল শাস্ত্র মিথ্যা হয় না।

এমন হইলে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের গ্রাহ্য ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের বাক্য যে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার যে ২ প্রমাণ আছে, সেই সকল প্রমাণ জ্ঞাত হওয়া আমাদের আবশ্যক বটে

সকলের মধ্যে যে প্রমাণ শ্রেষ্ঠ, তাহা অল্পকালে বুঝা যাইতে পারে। দেখ, কোন রোগগ্রস্ত লোক বৃথা নানা উপায় গ্রহণ করিয়া যদি অবশেষে কোন বিশেষ ঔষধ খাইয়া সুস্থ হয়, এবং তাহার ন্যায় রোগগ্রস্ত যত লোক সেই ঔষধ খায় তাহারাও যদি সকলে তদ্দ্বারা সুস্থ হয়, তবে অবশ্য সেই ঔষধ উত্তম বলিতে হয়। তদ্রূপ আমার যে পাপরোগ ছিল,তাহার উপশম অনেক চেষ্টা করিলেও কোন উপায়দ্বারা হয় নাই, কেবল খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মপুস্তকের কথা মনেতে গ্রহণ করিয়া আমি সুস্থ হইয়াছি, এমন সাক্ষ্য অসংখ্য ২ লোক দিতে পারে, এবং সেই সকল লোক অতি দৃঢ় মনে ধর্ম্মপুস্তককে ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান করে। আর সেই পুস্তকদ্বারা কেবল মনুষ্যের পাপরোগের প্রতিকার হয়, কিম্বা মনুষ্যের ইহকালের ও পরকালের বিষয়ে যে২ শিক্ষাতে ও সান্ত্বনাতে প্রয়োজন আছে, কেবল তাহার প্রাপ্তি হয় এমন নহে; তন্মধ্যে লিখিত সকল কথা মহিমান্বিত ও সর্ব্বজ্ঞ ও পবিত্র ও ন্যায়কারি ও দয়ালু সৃষ্টিকর্ত্তার অতি যোগ্যও আছে। তদ্ভিন্ন সেই ধর্ম্মপুস্তকের নানা গ্রন্থের পরস্পর অতি আশ্চর্য্য ঐক্য হওয়াতে সকলই যে সত্য এমন বোধ জন্মায়।

ধর্ম্মপুস্তকের এই২ প্রকার গুণ সকলের বোধগম্য হইতে পারে, এবং তাহা বিবেচনা করিলে বিশ্বাসি লোকের মন স্থির হয়, কারণ যে পারমার্থিক ঔষধদ্বারা সে সুস্থ হইয়াছে, তাহার প্রস্তুত হওনের নিয়ম যদ্যপি সে না জানে, তথাপি ঈশ্বরদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, এ

বিষয়ে তাহার মনে আর সন্দেহ হয় না। কিন্তু সকল মনুষ্য বিশ্বাসী হয় না এবং হইতে চাহেও না, আর যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ে নানা আপত্তি করিয়া থাকে, এবং তাহাদের কথার উত্তর দেওনে সমর্থ হওয়া জ্ঞানি লোকের অতি আবশ্যক। এই জন্যে আমরা ধর্ম্মপুস্তকের ঈশ্বরদত্ত হওনের যে প্রমাণ, তাহা শৃঙ্খলমতে এবং কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে লিখিব। তাহার সারকথা এই ২, ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ মথি, মার্ক, লূক, যোহন, পৌল, যাকূব, পিতর ও যিহূদা, এই কএক ব্যক্তিদ্বারা লিখিত হইয়াছে; এবং তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই আমাদের এই সময়ে বিদ্যমান আছে। এই কএক ব্যক্তিরা যে ২ ইতিহাস লিখিয়াছেন, সেই সকল ইতিহাস আমাদের বিশ্বাসের যোগ্য, বিশেষতঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক তাঁহাদের সাক্ষ্য সর্ব্বতোভাবে সত্য। সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র ও কর্ম্মদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি তিনি কোন সামান্য মানুষ না হইয়া ঈশ্বরের প্রেরিত এক শিক্ষক ছিলেন; অতএব তিনি যে ধর্ম্মকথা কহিয়াছেন তাহা সত্য, এবং তাঁহার প্রেরিতদের উপদেশ সত্য। প্রভু যীশুর কথাদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ যে সত্য ও ঈশ্বরদত্ত এমত বোধ হয়, আর তাহার অন্য২ অনেক প্রমাণ আছে। তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগও ঈশ্বরদত্ত বলিতে হয়।

প্রথম অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ কাহাদ্বারা লিখিত হইয়াছিল তাহার নির্ণয়।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের পুস্তক সকল মথি প্রভৃতি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত কিম্বা তাঁহাদের শিষ্যদ্বারা লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম প্রমাণ ভাষা। সেই পুস্তক সকল যূনানীয় অর্থাৎ গ্রীক ভাষাতে লিখিত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উপস্থিত আছে। কিন্তু সেই পুস্তকের ভাষা শুদ্ধ গ্রীক ভাষা নহে, যিহূদি লোকেরা সেই ভাষা ব্যবহার করিলে যে প্রকার কথা কহিত, সেই প্রকার কথা ঐ পুস্তকে পাওয়া যায়। এই বঙ্গদেশের উপরে সম্প্রতি ইংরাজ লোক কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, এবং বাঙ্গালি লোকদের মধ্যে অনেকে তাহাদের ভাষা শিখিয়া তাহা ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু যাহারা তাহা ব্যবহার করে, তাহারা প্রায় শুদ্ধ ইংরাজি কথা না কহিয়া বঙ্গভাষার চলিত নিয়মানুসারে কোন ২ কথা কহে; এই হেতুক যদি কোন বাঙ্গালি লোক ইংরাজি পুস্তক রচনা করে, তবে উত্তমরূপে করিলেও কোন ২ স্থানে বঙ্গভাষার নিয়ম ও চিহ্ন প্রকাশ পায়, এবং সেই পুস্তক ইংলণ্ডদেশে জাত লোকদ্বারা রচিত না হইয়া কোন বঙ্গদেশীয় লোকদ্বারা রচিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞানি লোক সকল রচকের নাম না জানিয়াও আপনারা বুঝিতে পারে। ভাল, এই দেশের অনেক লোক যেমন ইংরাজি ভাষা শিখিয়া

ব্যবহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ পূর্ব্বকালের অনেক যিহূদি লোক গ্রীক ভাষা শিখিয়া ব্যবহার করিত; বঙ্গদেশীয় লোকের রচনা যেমন শুদ্ধ ইংরাজি ভাষাতে প্রায় হয় না, তদ্রূপ যিহূদি লোকের রচনা শুদ্ধ গ্রীক ভাষাতে হইত না। যিহূদি লোকদ্বারা রচিত অনেক গ্রীক গ্রন্থ এখনও উপস্থিত আছে; তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের তর্জ্জমা এবং মিসরদেশ পুবাসি ফিলো নামক অতি জ্ঞানবান যিহূদি লোকের অনেক গ্রন্থ, এবং যোষীফস নামে যিহূদীয়দের অতি খ্যাত সেনা-পতির গ্রন্থ। এই সকল পুস্তকের যে প্রকার রচনা, ধর্ম্ম-পুস্তকের অন্তভাগেরও সেই পুকার রচনা আছে; অত-এব এই সকল পুস্তকের লেখক যেমন যিহূদি লোক ছিল, তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারাও যিহূদি লোক ছিলেন এমত দৃঢ় বোধ হয়; কারণ যিহূদি লোক ব্যতিরেকে অন্য কাহারও রচনা সেই প্রকার হইত না।

দ্বিতীয় প্রমাণ পুকরণ, অর্থাৎ তৎকালীয় নানা রাজ্য ও নানা ব্যক্তি বিষয়ক কথা। যাঁহারা ঐ পুস্তক সকল লিখিয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সময়ে উপস্থিত না হইয়া কএক বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তবে ঐ সময়ে নানা দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা প্রায় জানিতে পারিতেন না। তাহার কারণ এই। আমাদের এই বর্ত্তমান সময়ে সমুদায় ভারতবর্ষ ইংরাজ লোকদের অধীন আছে, তথাপি তাহারা প্রতি প্রদেশে আপনারা রাজত্ব করে না; কোন২ প্রদেশে

রাজা কিম্বা প্রজার লোক কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। ইহার উদাহরণ লক্ষ্নৌ গোয়ালিয়ার প্রভৃতি নানা প্রদেশ। এই সকল প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা যাবৎ ইংরাজ লোকদের পরামর্শানুসারে রাজ্যের শাসন করে, তাবৎ তাহাদের সাহায্যে সুস্থির থাকে; কিন্তু সেই পরামর্শ না মানিলে পদচ্যুত হয়, এবং তাহাদের যে২ দেশ ছিল, কি জানি তাহা একেবারে ইংরাজদের হস্তগত হয়, কিম্বা তাহাদের কর্ত্তৃক অন্য কোন২ রাজার নিকটে সমর্পিত হয়। এই প্রকারে অতি অনায়াসে সেই সকল প্রদেশের অবস্থান্তর হয়, এবং কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশের কি অবস্থা ছিল তাহা জ্ঞাত হওয়া অতি কঠিন। তাহার উদাহরণ, মারহাট্টা জাতীয় সকল রাজ্য পঞ্চাশ বৎসর হইল কি অবস্থাতে ছিল, তাহা এখন অতি বিজ্ঞ লোক বিনা আর কেহ জানে না; এবং তৎকালের ঘটনা যে২ ইতিহাসপুস্তকে লিখিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ না করিলে জানিতে পারা যায় না। রোমীয় লোকদের রাজ্য অতি বিস্তারিত হওয়াতে তাহার শাসন প্রায় ঐ প্রকারে হইত। কোন২ প্রদেশ তাহাদেরই দ্বারা, কোন২ প্রদেশ বা স্ব২ রাজার দ্বারা শাসিত হইত। এবং সেই২ রাজা যত দিন রোমীয়দের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিত, তত দিন তাহাদের সাহায্যে স্থির থাকিত; কিন্তু অন্যমত আচরণ করিলে কিম্বা পরলোক প্রাপ্ত হইলে রোমীয় লোকেরা তাহাদের রাজ্যশাসনের অন্য নিয়ম করিত। তাহার উদাহরণ। বৃদ্ধ হেরোদ রাজা অতি দুরন্ত হইলেও যাবজ্জীবন রোমীয়

লোকদের বন্ধু হওয়াতে আপন রাজত্বে সুস্থির থাকিল, কিন্তু তাহার মৃত্যুর কিঞ্চিৎ কাল পরে রোমীয় লোকেরা কোন কারণে তাহার রাজ্যের এক প্রদেশ, অর্থাৎ যিহূদা দেশ, আপনারা শাসন করিতে লাগিল, এবং অন্য সকল প্রদেশ তাহার পুত্র পৌত্রাদিকে বিভাগ করিয়া দিল, পরে ইহাদের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে অন্য কোন নিয়ম স্থির করিল। আর ইংরাজ লোক যেমন আপনাদের স্বীকৃত কথা লঙ্ঘন না করিয়া পালন করে, রোমীয় লোক তদ্রূপ না করিয়া কখনো লোভেতে, কখনো ভয়েতে, কখনো বা অনর্থক রাগেতে অতি চঞ্চলরূপে ঐ সকল কর্ম্ম করিত। তদ্ভিন্ন যে প্রদেশ তাহাদের কর্তৃত্বের অধীন ছিল, তাহার শাসনকর্ত্তা কৈসর অর্থাৎ বাদশাহ দ্বারা নিযুক্ত হইলে তাহাকে এক প্রকার উপাধি দেওয়া যাইত; কিন্তু সেনাত অর্থাৎ প্রধান রোমীয় লোকদের সভাদ্বারা নিযুক্ত হইলে তাহার অন্য প্রকার উপাধি দেওয়া যাইত। এই সকল বিবেচনা করিলে অনায়াসে বুঝা যায়, যে কেহ কোন প্রদেশের কথা লিখে, সে যদি আপনি তাহার অবস্থা দেখিয়া আপন বর্ত্তমান সময়ের কথা লিখে, তবে সত্য কথা লিখিতে পারে; কিন্তু কোন পুরাতন সময়ের কথা লিখিলে প্রায় তাহার সত্য অবস্থা জানিতে না পারাতে ভ্রান্ত হয়। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সময়ে যিহূদা ও তাহার চতুর্দ্দিক্‌স্থিত দেশ সকলের কিং অবস্থা ছিল, তাহা আমরা তৎকালীয় যোষীফস নামক গ্রন্থকর্ত্তার পুস্তকদ্বারা জানিতে পারি; এবং পুস্তকাদি নানা উপায়দ্বারা রোমীয় লোকদের অধীন অন্য২ সকল

প্রদেশের তৎকালীয় অবস্থা জানা যাইতে পারে। এ সকল বিষয়ে প্রেরিতেরা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঐ যোষীফস প্রভৃতির পুস্তকে লিখিত কথার সহিত উত্তমরূপে মিলে, এ জন্যে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি, প্রেরিতেরাও সেই সময়ের লোক ছিলেন।

গালীল ও যিহূদা নামে যে দুই দেশের বিষয়ে তাঁহারা অধিক কথা লিখিয়াছেন, সেই দুই দেশের তৎকালে যে অবস্থা ছিল তাহা চিরস্থায়ী থাকিল না, কারণ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর ৩৭ সাঁইত্রিশ বৎসর পরে তদ্দেশ নিবাসিরা রোমীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করাতে রোমীয় লোকেরা সেই দেশ এমত বিনষ্ট করিল যে তাহা নরশূন্য হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ যিরূশালম নগরকে সমূলে উৎপাটন করিল। এই আত্যন্তিক দুর্ঘটনার পরে যাহারা জন্মিল, তাহারা উক্ত নগরের ও দেশের পূর্ব্বকালীয় সুখাবস্থা প্রায় জানিতে ও বুঝিতে পারিল না। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ যাঁহাদের কর্তৃক রচিত হইয়াছে, তাঁহারা চাক্ষুষদর্শনকারিদের ন্যায় উক্ত নগরের ও দেশের বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে তাঁহারা যিরূশালমের উৎপাটিত হওনের পূর্ব্বে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় প্রমাণ নানা লোকদের সাক্ষ্য। এই প্রমাণ বিষয়ে অনায়াসে বিস্তারিত পুস্তক লেখা যাইতে পারে, কিন্তু এই স্থানে অতি সংক্ষেপরূপে সারকথা লেখা যাইবে।

যে দুই অনুলিপি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর চারি শত বৎসর পরে লিখিত হইয়াছিল, ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের

এমত অতি পুরাতন দুই অনুলিপি সেই সময়াবধি রক্ষিত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে একটা যাহার নাম ইস্কান্দরীয় অনুলিপি লণ্ডন নগরে- তে আছে, দ্বিতীয় যাহার নাম বাতিকান অনুলিপি রোমা নগরেতে আছে। উভয়ের অতি পুরাতনতা প্রযুক্ত যদ্যপি কালদোষে কিছু ২ ত্রুটি হইয়াছে, তথাপি তাহাদ্বারা আমাদের বিশ্বাসের সম্যক্ উপকার হয়।

তদ্ভিন্ন সুরিয়াক ভাষাতে অতি পূর্ব্বকালে যে তর্জ্জমা করা গিয়াছিল, তাহাও বিদ্যমান আছে। সেই ভাষা যে লোকদের মধ্যে চলিত ছিল, তাহারা প্রভু খ্রীষ্টের মৃত্যুর তিন শত বৎসর পরে ঐ তর্জ্জমার সকল শব্দের অর্থ আপনারা সূক্ষ্মরূপে নিশ্চয় করণে অসমর্থ হইয়া- ছিল, তাহার কারণ এই যে তাহাদের বর্ত্তমান সময়ের অনেক কাল পূর্ব্বে সেই তর্জ্জমা করা গিয়াছিল, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভাষা ব্যবহার করিত, সেই ভাষা তাহাদের আর সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য ছিল না। ইহা বিবেচনা করিয়া জ্ঞানি লোকেরা বোধ করে ঐ তর্জ্জমা প্রভুর মৃত্যুর অল্প কাল পরে, বোধ হয় এক শত বৎসরের মধ্যে করা গিয়াছিল। ইহার আর এক প্রমাণ এই, যিহূদার পত্র প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তকের যে কএকটি পত্র সকলের শেষে লিখিত হইয়াছিল, তাহা ঐ সুরিয়া দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের নিকটে তৎসময় পর্য্যন্ত প্রকাশ না হওয়াতে ঐ তর্জ্জমাতে পাওয়া যায় না।

আমাদের এই বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কথা ধর্ম্ম- পুস্তকের অন্তভাগে দেখা যায়, তাহার সহিত উক্ত দুই

পুরাতন অনুলিপি এবং সুরিয়াক তর্জ্জমা মিলে। কিন্তু আর ২ সাক্ষ্য আছে, তাহাও লিখিতেছি।

১। যীশু খ্রীষ্টের তিন শত বৎসর পরে ইউষীবিয় নামক এক জন খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি অতি বিজ্ঞ হওয়াতে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একের মধ্যে এই ২ কথা লিখিত আছে, যথা, "এই
" স্থানে নূতন নিয়ম বিষয়ক সপ্রমাণ যে ২ ধর্ম্মগ্রন্থ তা-
" হার নাম লেখা ভাল বুঝিতেছি। আর ইহার প্রথম
" শ্রেণীতে চারি সুসমাচার স্থাপন করা কর্ত্তব্য, পরে
" প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ, পরে পৌলের পত্র সকল,
" পরে যোহনের প্রথম পত্র, এবং পিতরের প্রথম পত্র।
" বোধ হয় তদ্ভিন্ন যোহনের প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যও
" ইহাদের সঙ্গে গণনীয়। উক্ত সকল গ্রন্থ সকলের স্বী-
" কৃত। এবং যাকূবের পত্র ও যিহূদার পত্র ও পিত-
" রের দ্বিতীয় পত্র ও যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র,
" এই পাঁচ পত্র প্রায় সকলে জানে, তথাপি তাহা
" সকলের স্বীকৃত নহে। কিন্তু কৃত্রিম পুস্তকের মধ্যে
" পৌলের ক্রিয়ার বিবরণ ও মেষপালক নামক গ্রন্থ
" ও পিতরের প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য ইত্যাদি পুস্তক
" গণনীয়।"

২। এই ইউষীবিয়ের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কেবল দুই শত বৎসর পরে ওরিজেন নামক অত্যন্ত জ্ঞানবান এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিও নিতান্ত ঐ কথানুসারে চারি সুসমাচার ও প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ ও পৌলের তেরো পত্র

ও ইব্রীয়দের প্রতি পত্র এবং পিতর ও যোহন এই দুই জনের প্রথম পত্র ও যোহনের প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যৎবাক্য, এই ২ সকল পুস্তকের বিষয়ে লিখিয়াছিলেন, "এই ২ গ্রন্থ সকলের স্বীকৃত, কিন্তু পিতরের দ্বিতীয় পত্র "ও যিহূদার ও যাকূবের পত্র ও যোহনের দ্বিতীয় ও "তৃতীয় পত্র, এই কএক গ্রন্থের বিষয়ে কেহ ২ আপত্তি "করে।"

৩। উক্ত ওরিজেন নামকের কএক বৎসর পূর্ব্বে তর্ত্তুলিয়ান নামে এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি লাটিন ভাষাতে অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহার উক্ত কতক কথা লিখিতেছি, যথা, "প্রেরিতদের মধ্যে "যোহন ও মথি আমাদের বিশ্বাস জন্মান, এবং লূক ও "মার্কদ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হয়। আমরা লূকের যে "সুসমাচার অতি মান্য করিতেছি, তাহাই প্রথমাবধি "সকল মণ্ডলীর নিকটে গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে। এবং "সেই মণ্ডলীগণের সাক্ষ্যদ্বারা যোহনের ও মথির "সুসমাচারও আমাদের বিশ্বসনীয় হয়। এবং মার্কের "যে সুসমাচার, তাহার আদেশ মার্ক পিতরের নিকটে "পাইয়াছিলেন, এবং লূকের যে সুসমাচার তাহাকেও "তদ্রূপ পৌলের আদিষ্ট বলা যায়।" অন্য স্থানে কহেন, "যোহনের শিষ্যস্বরূপ মণ্ডলীগণ এখনও আছে, তাহাতে "যদিও মার্কিয়োন নামক বিধর্ম্মাবলম্বী যোহনের প্রকা- "শিত বাক্যের বিষয়ে আপত্তি করে, তথাপি ঐ মণ্ড- "লীগণের পূর্ব্বানুক্রমিক যে অধ্যক্ষশ্রেণী তদ্দ্বারা ঐ "প্রকাশিত বাক্য যে যোহনের রচিত, ইহা নিশ্চয়রূপে

"জানা যাইতেছে।" অন্য স্থানে লিখিয়াছেন, "প্রেরিত-
"দের লিখিত যে প্রকৃত পত্র সকল, তাহা তাহাদের
"স্থাপিত মণ্ডলী সকলের নিকটে এখনও পাঠ করা যাই-
"তেছে, এবং ঐ পত্র পাঠদ্বারা তাঁহারা স্বয়ং বর্ত্তমান
"লোকদের ন্যায় আপন২ রব শুনাইতেছেন। সেই
"মণ্ডলী ভ্রমণ কর। যদি আখায়া দেশের নিকটবর্ত্তী
"হও, তবে করিন্থ নগরে যাও। যদি মাকিদনিয়া দেশের
"নিকটবর্ত্তী হও, তবে ফিলিপী নগরে যাও। যদি সমুদ্র
"পার হইতে পার, তবে ইফিষ নগরে যাও। যদি ইতা-
"লিয়া দেশে উপস্থিত হও, তবে রোমা নগরে যাও।"

যে তিন ধর্ম্মাধ্যক্ষের নাম লেখা গেল, তাঁহারা স্ব২ কথার প্রমাণার্থে আপন২ পুস্তকে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ-হইতে নীত অনেক কথা লিখিয়াছেন, কেবল তাঁহারা এমন নহে, তাঁহাদের পূর্ব্বে বর্ত্তমান হইয়াছিলেন যে ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা, তাঁহারাও তদ্রূপ বার বার আপন২ গ্রন্থে শাস্ত্রীয় প্রমাণ লিখিয়াছেন। এই প্রকার অনেক সাক্ষ্য লিখিলে সময়ের অকুলান হইবে, এ জন্যে আমরা ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল দুই জনের নাম প্রকাশ করিব।

প্রথম পলূকার্প। তিনি যোহনের এক জন শিষ্য হইয়া স্মূর্ণা নগরস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইলেন। এই ব্যক্তি ফিলিপীয় মণ্ডলীর নিকটে যে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি উপস্থিত আছে, এবং তাহার মধ্যে পৌল ও পিতর ও যোহনের লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থহইতে নীত অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ইরীনায়। তিনি উক্ত পলূকার্পের শিষ্য এবং

তাঁহার ন্যায় আশিয়া দেশজাত ছিলেন, পরে ফ্রান্স দেশের লাইয়ন্স নগরস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইলেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকের মধ্যে মথি, মার্ক, লূক, যোহন, প্রেরিতদের ক্রিয়া, পৌলের প্রায় সকল পত্র, এবং যোহনের ও পিতরের পত্র, এই সকল পুস্তকহইতে নীত অনেক২ শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই ইরীনায় আপন গ্রন্থের নানা স্থানে বলেন, যাঁহারা যোহনের শিষ্য হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, এমত অমুক২ লোকের প্রমুখাৎ আমি যৌবনকালে অমুক২ কথা শুনিয়াছিলাম।

আমরা যেমন এই দুই জনের নাম লিখিয়াছি, তদ্রূপ আর২ অনেকের নাম লিখিতে পারি, কিন্তু বোধ হয় তাহার কিছু প্রয়োজন নাই। যাকূবের ও যিহূদার পত্র, এবং পিতরের দ্বিতীয় ও যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র, এই অতি ক্ষুদ্র পাঁচ পত্র ব্যতিরেকে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের অন্য কোন গ্রন্থের বিষয়ে কেহ কখনো কোন আপত্তি করে নাই। বৈধর্ম্মাবলম্বি খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে এমত কেহ২ ছিল, যে কোন২ প্রেরিতের সাক্ষ্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিল, কিন্তু উক্ত পুস্তক সকল প্রেরিতদের লিখিত নহে, এমন মিথ্যাকথা কহিতে তাহাদেরও সাহস প্রায় হয় নাই। কেবল মার্কিয়োন নামক এক জন বৈধর্ম্মিক লূকের সুসমাচারে কথান্তর লিখিতে এবং প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের বিষয়ে সন্দেহ জন্মাইতে দুঃসাহস করিল, কিন্তু তাহার সেই মন্দ চেষ্টা সকলের নিকটে ঘৃণার্হ হওয়াতে নিষ্ফল হইল।

যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের শত্রু, এমন দেবপূজক লোকদের মধ্যে কোন২ ব্যক্তি অতি পূর্ব্বকালে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিপরীত পুস্তকাদি লিখিয়াছিল, কিন্তু উক্ত গ্রন্থ প্রেরিতদের দ্বারা লিখিত না হইয়া কৃত্রিম আছে, এমত কথা তাহাদের মধ্যে কেহ কহে নাই।

যদি ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে একটি গ্রন্থ কৃত্রিম হইত, তবে ঐ সময়ে তাহা অনায়াসে জানা যাইত। তাহার উদাহরণ। রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি যে পত্র, তাহা যদি পৌলদ্বারা লিখিত না হইয়া কৃত্রিম হইত, তবে রোমীয় মণ্ডলীর লোক সকল অতি শীঘ্র বলিত, আমাদের এই যে মণ্ডলী কেবল পঞ্চাশ কিম্বা এক শত বৎসরাবধি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার নিকটে পৌল কোন পত্র লিখিয়াছেন, এবং সেই পত্র বা কি, তাহা আমরা অবশ্য জানিতে পারি, এ বিষয়ে কেহ আমাদিগকে ভ্রান্ত করিতে পারে না। আরও বলি, ঐ পূর্ব্বসময়ের জ্ঞানি লোকেরা যে হঠাৎ সকল গ্রন্থ গ্রাহ্য করিতেন এমত নহে, তাঁহারা বরং প্রায় অনুপযুক্ত সন্দেহ করিতেন। ইহার উদাহরণ। যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের বিষয়ে কেহ২ আপত্তি করিত, কিন্তু প্রথম পত্রের সহিত অন্য দুই পত্রের তুলনা দিলে কোন জ্ঞানি পাঠক সন্দেহ করিতে পারে না। যিহূদার পত্রের বিষয়ে আপত্তি করা গেল, কিন্তু যদি কেহ কোন কৃত্রিম পত্র লিখিত, তবে অবশ্য এমন ক্ষুদ্র না করিয়া তন্মধ্যে কোন২ নূতন কথা প্রকাশ করিত। যিহূদার পত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহাই পিতরের দ্বিতীয় পত্রে আরও

বিস্তারিত রূপে পাওয়া যায়। পিতরের সেই দ্বিতীয় পত্রের বিষয়ে কেহ২ আপত্তি করিত; কিন্তু সেই পত্রের লেখক যদি পিতর নহে, তবে সেই লেখক অতিশয় মিথ্যাবাদি লোক ছিল; এমন লোক যে উক্ত পত্রের অতি ভয়ানক কথা সম্বলিত দ্বিতীয় অধ্যায় লিখিয়া আপনার দণ্ড আপনি স্থির করে, ইহা অতি অসম্ভব। আর উক্ত পত্র যিহূদার পত্রের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, ইহা প্রত্যেক পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারে। তাহার প্রমাণ এই, যিহূদার পত্রের ১৮ পদে লিখিত আছে, "শেষকালে আপনাদের কু অভিলাষানুসারে "অধর্ম্মাচারি নিন্দক লোক উপস্থিত হইবে, এই কথা "প্রেরিতেরা তোমাদিগকে কহিয়াছে।" কিন্তু এই কথা পিতরের দ্বিতীয় পত্রের ৩ অধ্যায়ের ৩ পদে পাওয়া যায়।

যাকূবের পত্র বিষয়ে যে আপত্তি তাহাও কিছুর মধ্যে গণ্য নহে। ঐ পত্র অতি পুরাতন সুরিয়াক তর্জ্জমাতে ভাষান্তরীকৃত হইয়াছিল। এবং তাহা যে কোন মিথ্যাবাদি লোকদ্বারা লিখিত না হইয়া পারমার্থিক ক্ষমতাপন্ন লোকদ্বারা রচিত হইয়াছে ইহা সকল পাঠক স্বীকার করিবে। এবং তাহা যে কোন যিহূদি বংশীয় লোকের রচিত ইহাও সপ্রমাণ, কিন্তু যিরূশালমের বিনাশের পরে যিহূদি লোকেরা গ্রীক ভাষাকে অতি ঘৃণার্হ জ্ঞান করিয়া আর অভ্যাস করিত না, অতএব ঐ পত্র যে যিহূদি লোক গ্রীক ভাষাতে লিখিয়াছেন, তিনি অবশ্য যিরূশালমের বিনাশের পূর্ব্বে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন। আর তিনি যাকূব নহেন, এমন কোন প্রমাণ না হওয়াতে প্রথমাবধি অনেকে যেমন সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে, তদনুসারে যাকূবকে তাহার রচকরূপে স্বীকার করা কর্ত্তব্য বটে।

উক্ত পাঁচ ক্ষুদ্র পত্রের বিষয়ে যেমন অতি পূর্ব্বকালে কেহ২ সন্দেহ করিয়াছিল, তদ্রূপ সন্দেহ যদি অন্য কোন গ্রন্থের বিষয়ে হইত, তবে তৎকালীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাহাও অবশ্য প্রকাশ করিতেন। এবং যে সন্দেহের কথা এখন বলিলাম তাহা নিরর্থক বটে, তথাপি ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাহা জ্ঞাত করা বিহিত বুঝিয়াছিলেন, ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি তাঁহারা প্রেরিতদের লিখিত গ্রন্থ হঠাৎ গ্রাহ্য না করিয়া অতিশয় সতর্কতা পূর্ব্বক বিচার করিয়া তাহা গ্রাহ্য করিতেন। অতএব তাঁহাদের সাক্ষ্য সত্য ও তাঁহাদের বিচার গ্রহণীয় ও আমাদের বিশ্বাসের যোগ্য।

রোমান কাথলিক মতাবলম্বিরা বলিয়া থাকে, কি২ গ্রন্থ ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে গণনীয়, তাহা আমরা মণ্ডলীর বিচার ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়দ্বারা স্থির করিতে পারি না। তাহাদের এই কথা নিতান্ত মিথ্যা, যেহেতুক ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগহইতে ভিন্ন অনেক২ গ্রন্থ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বর্ত্তমান সময়ে ও পূর্ব্বে ও পরে গ্রীক ও লাটিন ভাষাতে লিখিত হইয়া তদবধি রক্ষিত হওয়াতে এখনও উপস্থিত আছে। সেই সকল পুস্তকের রচনাকর্ত্তা কে, তাহা আমরা যেমন ভাষা ও প্রকরণ ও সাক্ষ্যদ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি, তদ্রূপ ধর্ম্মগ্রন্থের রচনা-

কর্ত্তা কে, তাহাও ঐ প্রকার প্রমাণদ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি। এবং যে প্রকার বিচার করিয়া আমরা জানি অমুক২ পুস্তক সিসেরো ও হোরেস ও তাসিতস ও প্লতার্খ প্রভৃতির দ্বারা রচিত হইয়াছিল, সেই প্রকার বিচারদ্বারাতেই ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতদের ও তাঁহাদের সঙ্গিদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল, ইহাও জানিতে পারি। এ বিষয়ে মণ্ডলীর কৃত বিচারের অপেক্ষা করা আবশ্যক নহে, উপযুক্ত বিদ্যা হইলেই সকলে ইহার বিচার করণে সমর্থ হয়। তবে যাহাদের উপযুক্ত বিদ্যা হয় না, তাহারা বিদ্বান লোকদের কথায় অবশ্য বিশ্বাস করিতে পারে। আর প্রেরিতদের রচিত গ্রন্থ সকল যে ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে গণনীয়, ইহার প্রমাণ মণ্ডলীর কিম্বা বিদ্বান লোকদের কথাতে হয় না, ঐ গ্রন্থ আপন২ প্রমাণস্বরূপ আপনারা হয়, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের মধ্যে কেবল ইব্রীয়দের প্রতি পত্র কাহার রচিত, এমত সন্দেহ হইতে পারে। সেই পত্রও প্রেরিতদের সময়ে লিখিত হইয়াছিল ইহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা পৌলের রচিত কি তাঁহার কোন সঙ্গির রচিত, এ বিষয়ে প্রথমাবধি সন্দেহ হইয়াছিল। পূর্ব্বকালীয় যত খ্রীষ্টীয়ানেরা গ্রীক ভাষাতে পুস্তক লিখিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলে একরূপে ঐ পত্র পৌলের রচিত বলে; কিন্তু যাহারা লাটিন ভাষাতে লিখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে রোমা নগরস্থ মণ্ডলীভুক্ত কএক জন বলে ঐ পত্র পৌলের নহে।

এ বিষয়ে এখনও জ্ঞানি লোকদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য হয় নাই, তথাপি প্রায় সকলে অতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বোধ করে তাহা পৌলের রচিত। যে জন ইহা লিখি- তেছে, অনেক বিবেচনার পরে তাহার বোধ হয়, ঐ পত্র এক প্রকার পৌলের বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে, অর্থাৎ তাহা পৌলের সাক্ষাতে তাঁহার আদেশানুসারে লূকদ্বারা রচিত হইয়াছিল; তাহাতে লূকের শব্দবি- ন্যাস হইলেও পত্র পৌলের হইতে পারে। রাজার লেখক কোন পত্র লিখিলে পরে যেমন তাহা রাজার সাক্ষর করণদ্বারা রাজার পত্র হয়, তদ্রূপ।

যোহনের প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের বিষয়ে খ্রীষ্টের মৃত্যুর পরে দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত কেহ কোন আপত্তি করে নাই, বরং ঐ সময়ের মধ্যে অনেকে এমত সাক্ষ্য দিয়াছিল যে তাহা যোহনের। পরে কএক জন ঐ ভবিষ্যদ্বাক্যের কোন ২ কথা না বুঝাতে কিম্বা অগ্রাহ্য করাতে সন্দেহ জন্মাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই সন্দেহ নিরর্থক। পূর্ব্বোক্ত ওরিজেন বলেন, যে যোহন এক সুসমাচার লিখিয়াছেন, সেই যোহনই প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যও লিখিয়াছেন। এবং তর্ত্তুল্লিয়ান কহেন, যোহনের শিষ্যস্বরূপ মণ্ডলীগণের পূর্ব্বানুক্রমিক যে অধ্যক্ষশ্রেণী, তদ্দ্বারা ঐ প্রকাশিত বাক্য যে যোহ- নের রচিত ইহা নিশ্চয়রূপে জানা যাইতেছে। এই তর্ত্তুল্লিয়ান যোহনের মৃত্যুর কেবল এক শত বৎসর পরে ইহা লিখিলেন, এবং তাঁহার সময়ে ইফিষ ও স্মূর্ণা প্রভৃতি যে সাত মণ্ডলীর নিকটে প্রকাশিত বাক্য-

দ্বারা সাত পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সাত মণ্ডলীর অধ্যক্ষশ্রেণী অনেকে অনায়াসে জানিতে পারিল। অতএব প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, তাহা অবশ্য যোহনের রচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত ইতিহাস সকল সত্য ইহার প্রমাণ।

যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রেরিতদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল, তাহাই এখনও আমাদের হস্তে আছে, অর্থাৎ কালদোষে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি কোন অন্যথা হয় নাই, ইহার প্রমাণ বিশেষরূপে দর্শাইবার প্রায় প্রয়োজন নাই। যেহেতুক অতি পুরাতন অনুলিপি অদ্যাপি উপস্থিত আছে, এবং গ্রন্থরচকদের মৃত্যুর ষাইট কি সত্তর বৎসর পরে যে তর্জ্জমা সুরিয়াক ভাষাতে করা গিয়াছিল, তাহাও আছে; এবং অন্য২ দুই তিন তর্জ্জমার অর্থাৎ ইতালা নামে তর্জ্জমার এবং গোথিক তর্জ্জমায় কতক অংশ আছে, তদ্ভিন্ন অতি পূর্ব্বকালীয় ধর্ম্মোপদেশকদের নানা পুস্তকে অনেক শাস্ত্রীয় বচন আছে, এবং ওরিজেন অবধি অনেক লোক ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের যে২ টীকা লিখিয়াছে, তাহাও আছে। এই সকল উপায় হওয়াতে, ঐ ধর্ম্মগ্রন্থের যে অন্যথা হয় নাই, ইহা নিশ্চয় জানা যায়, এবং অশুদ্ধ লেখা প্রযুক্ত যে২ ভুল হইয়াছে, তাহারও সং-

শোধন হইতে পারে। অতএব ঐ গ্রন্থ সকল উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, ইহার কোন সন্দেহ না থাকাতে আমরা এখন বিবেচনা করিব, তাহার মধ্যে যে২ ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা সত্য কি না? এই জিজ্ঞাসার উত্তর কিছু বিস্তারিতরূপে লিখিবার আবশ্যক আছে।

প্রথম কথা। যে যাহা আপন চক্ষুতে দেখে, সে অবশ্য তাহা জানিতে পারে। মথি ও যোহন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবদ্দশাতে তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে তাঁহার প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছিল, ও তিনি যে২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা সমুদয়ই তাঁহারা দেখাতে জানিতে পারিলেন। লূক অনেক বৎসর পর্য্যন্ত পৌলের সঙ্গী ছিলেন, অতএব সেই সকল বৎসরে পৌলের কর্ম্ম ও যাত্রা ও ক্লেশভোগ প্রভৃতি সকলি দেখিয়া জানিতে পারিলেন।

দ্বিতীয় কথা। যে যাহা আপনি দেখে নাই, সে সেই ঘটনার সাক্ষিদের সহিত আলাপ করিলে তাহা জানিতে পারে। মার্ক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কত কর্ম্ম আপনি চাক্ষুষ দেখিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। তাঁহার কোন২ কর্ম্ম অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, কারণ যে সময়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট গেৎশিমানী নামক উদ্যানে ধরা পড়িলেন, সেই সময়ে মার্কও তথায় উপস্থিত হইয়া আপনি প্রায় ধরা পড়িলেন, কেবল আপন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করাতে রক্ষা পাইলেন। (মার্ক ১৪; ৫১,৫২) সে যাহা হউক, অল্প বৎসর পরে মার্কের মাতার গৃহ

পিতরের আশ্রয় হইল। (প্রের ২২; ১২) পরে মার্ক বর্ণব্বার ও পৌলের সঙ্গী হইলেন, (প্রে ১২; ২৪। ২৩; ১৩। ১৫; ৩৭। কল ৪; ১০) এবং শেষে তিনি পিতরের এমন প্রিয় পাত্র হইলেন, যে পিতর তাঁহাকে আপন পুত্র বলিয়া ডাকিলেন। (১ পি ৫; ১৩) তৎকালে মার্ক পিতরের সহিত বাবিল নগরেতে ছিলেন, এবং তৎকালাবধি পিতরের নিকটে থাকিয়া পিতরের আদেশানুসারে আপন রচিত সুসমাচার লিখিলেন, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। আর লূক অনেক বৎসর পর্য্যন্ত পৌলের সঙ্গী হওয়াতে তাঁহার সহিত যিরুশালমে গিয়া সম্পূর্ণ দুই বৎসর কারাবদ্ধ পৌলের নিকটে যিহূদা দেশস্থ কৈসরিয়া নগরে বাস করিলেন, তাহাতে যাকূব প্রভৃতি যে লোকেরা যীশু খ্রীষ্টকে স্ব২ চক্ষুতে দেখিয়াছিল, এমন অনেক লোকের সঙ্গে ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার আলাপ অবশ্য হইল।

তৃতীয় কথা। কল্পিত ইতিহাসরচকেরা প্রায় পাঠকের কৌতুকার্থে লেখে, কিম্বা আপনাদের প্রশংসা ও লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগেতে যে সকল ইতিহাস লিখিত আছে, তাহা যে পাঠকের কৌতুক জন্মাইবার কিম্বা হৃষ্ট মনে কাল যাপন করাইবার জন্যে লিখিত হইয়াছে, ইহা কেহ বলিতে পারে না। কারণ যে লোক ঐ সকল ইতিহাস মনে গ্রাহ্য করে, সেই লোক আপনাকে অতি পাপিষ্ঠ জানিবে, এবং সংসার যে অসার ও পরিত্রাণ যে সারাৎসার ইহা স্বীকার করিবে, এবং প্রভু যীশুর পশ্চাদ্গামী

হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন করিবে। এই সকল খেলার কিম্বা হাস্য পরিহাসাদির বিষয় নহে। এবং ঐ ধর্ম্মগ্রন্থের লেখকেরা আপনাদের প্রশংসার চেষ্টা করেন নাই, বরং আপনাদের বিষয়ে প্রায় কিছু কহেন নাই। মথি আপনার বিষয়ে যে কএকটি কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে আপনার প্রশংসা করা দূরে থাকুক, বরং তিনি যে প্রথমে এক জন করগ্রাহী অর্থাৎ এই দেশীয় চণ্ডালের ন্যায় সকলের ঘৃণাস্পদ ছিলেন, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। মার্ক ও লূক আপনাদের বিষয়ে প্রায় কিছুই কহেন নাই, সুতরাং প্রশংসার চেষ্টা করেন নাই। এবং যোহন যদ্যপি দুই এক স্থানে আপনার বিষয়ে কিছু কহিয়াছেন, তথাপি তিনি কোন সলজ্জা কন্যার ন্যায় আপনার গুণ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পরের কথার ন্যায় আপনার কথা লিখিয়াছেন; বিশেষতঃ তাঁহার বন্ধুরা যে অকারণে তাঁহাকে অমর জ্ঞান করিল, ইহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। (যোহন ২১; ২৩) এবং পৌলও প্রথমে অতি দুরন্তরূপে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের তাড়না করিয়াছিলেন, ইহা আপনি অতি নম্রতাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন। আর ঐ সকল ইতিহাস প্রকাশ করণেতে প্রেরিতদের কি লাভ হইতে পারিল? লাভ হওয়া দূরে থাকুক, বরং অপমান ও ক্লেশ ও প্রাণনাশ, এই সকলের অপেক্ষাতে থাকিতে হইল।

চতুর্থ কথা। অপমান ও ক্লেশভোগ ও তাড়না স্বীকার না করিয়া কোন সাক্ষী বে ইতিহাস প্রকাশ করিতে

পারে না, এমন ইতিহাস প্রকাশ করা তাহার সরলতার একটি স্পষ্ট প্রমাণ। খ্রীষ্টীয়ান লোক প্রথমাবধি সকলের ঘৃণাস্পদ ছিল, ইহার একটি প্রসিদ্ধ প্রমাণ তাসিতস নামক এক জন রোমীয় গ্রন্থরচকের পুস্তকে পাওয়া যায়। সেই ব্যক্তি প্রেরিতদের সময়ে বর্ত্তমান এবং অতি মান্য ও বিদ্বান ছিলেন। যে তাড়নার সময়ে পৌল হত হইলেন, সেই তাড়নার এই বৃত্তান্ত তাসিতস লিখিয়াছেন, যথা, "সামান্য লোক যাহাদিগকে "খ্রীষ্টীয়ান বলিত, এমত ঘৃণার্হ দুষ্ট লোকদিগকে নিরো "কৈসর অতি যত্নপূর্ব্বক ক্লেশ দিয়া হত করিল। খ্রীষ্ট "নামক যে ব্যক্তি তিবীরিয় কৈসরের সময়ে দেশাধ্যক্ষ "পন্তীয় পীলাত কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছিল, সে "ঐ দলের গুরু ছিল। এবং বিনাশের যোগ্য তাহার "যে মন্দ মত কিঞ্চিৎ কাল পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়াছিল, "তাহা শীঘ্র পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া আপন জন্মস্থান "যিহূদাদেশে ব্যাপিল, কেবল তাহা নহে, এই রোমা "নগররূপ যে মহাপঙ্কে সর্ব্বদিগ্‌হইতে সর্ব্বপ্রকার ঘৃণার্হ "দুষ্টতারূপ প্রণালী মিলিয়া স্থান পায়, এই নগরেতেও "ব্যাপিল।" এবং সুয়েতনিয়স নামে তৎকালীয় অন্য এক বিদ্বান ও মান্য লোক ইহা লিখিয়াছেন, যথা, "মায়াবিদের যোগ্য কোন নূতন ধর্ম্মমতাবলম্বি যে "খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা, তৎকালে (নিরোর আজ্ঞাতে) "তাহাদের প্রাণদণ্ড করা গেল।" এবং খ্রীষ্টীয় ১০৪ শকে, অর্থাৎ যোহন প্রেরিতের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে প্লিনি নামক বিথুনিয়া প্রদেশের অধ্যক্ষ খ্রীষ্টীয়ান

লোকদের বিষয়ে তৎকালীয় ত্রায়াণ নামক কৈসরের নিকটে পত্র লিখিলেন, কারণ কি প্রকারে খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে দমন করিতে হয়, এ বিষয়ে কৈসরের ইচ্ছা জ্ঞাত হইতে বাঞ্ছা করিলেন। তাহাতে ঐ ত্রায়াণ কৈসর তাহার উত্তর করিয়া আপনিও একটি পত্র লিখিলেন। এই দুই জন অতিমান্য লোক ছিলেন, কেবল তাহা নয়, তাহারা অতি বিবেচক ও বিদ্বানও ছিলেন। প্লিনির পত্রের মধ্যে এই কএকটি কথা আছে, যথা, "তোমরা না খ্রীষ্টীয়ান? এই কথা তাহাদিগকে "জিজ্ঞাসা করিলাম, কেবল এক বার না করিয়া দুই "তিন বার প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করি- "লাম। যাহারা স্বীকার করিতে স্থিরচিত্ত হইল, তা- "হাদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা করিলাম। কারণ তাহা- "দের মত যাহা হউক, স্থির থাকাতে তাহারা যে অবা- "ধ্যতা ও অপ্রতিকার্য্য কাঠিন্য দোষে দোষী হইল, "তৎপ্রযুক্ত তাহাদের দণ্ড দিতে সন্দেহ করিলাম না। "পরে তাহাদের মতের সত্য মিথ্যা জানিবার জন্যে "আমি তাহাদের মধ্যে সেবিকারূপে গণিতা দুই জন "দাসীকে যন্ত্রণা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু অনুপ- "যুক্ত ও অপরিমিত ধর্ম্মমতানুরাগ বিনা তাহাদের "আর কোন দোষ পাইলাম না। পরে আর কাহারো "প্রাণদণ্ড না দিয়া প্রথমে আপনকার নিকটে পত্র লি- "খিতে বিহিত বুঝিলাম, কেননা সেই দোষে অপরাধি "লোকেরা অতিশয় বহুসংখ্যক। মান্য ও অমান্য "লোকদের মধ্যে বালক বৃদ্ধ বনিতা অপরাধিত হই-

"য়াছে, এবং এখনও হইতেছে, এবং ঐ ধর্ম্মতক্ষণ "রোমেতে নগর ও পল্লীগ্রাম সমুদয় ব্যাপ্ত হইয়াছে।" এই পত্রের যে উত্তর ৰৈজন্ত লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই ২ কথা আছে, যথা, "খ্রীষ্টীয়ান লোকদের "অনুসন্ধান করিও না। যাহারা অপবাদিত হইয়া "দোষী হয়, তাহাদের দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু যদি "কেহ খ্রীষ্টীয়ান নাম অস্বীকার করে, এবং তাহার "কর্ম্ম যদি কথার প্রমাণ দেয়, অর্থাৎ সে যদি আমাদের "দেবতাদের আরাধনা করে, তবে পূর্ব্বে অনেক সন্দেহ "হইলেও অনুতাপ প্রযুক্ত তাহার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য।" এই যে সকল কথা অতি মান্য ও বিবেচক ও বিদ্বান লোকদ্বারা লিখিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল অতি তুচ্ছনীয় ও ঘৃণার্হ ও প্রাণদণ্ডের যোগ্যরূপে গণিত হইত। অতএব খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচলিত করণার্থে পুস্তক লিখিলে অপমান ও ক্লেশ ও তাড়নাভোগ স্বীকার করিতে হইল। তাহাতে যাহারা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের ইতিহাস লিখিয়াছে, তাহারা আপন ২ সরলতার অতি স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছে।

পঞ্চম কথা। যে ইতিহাসের সত্য মিথ্যা জানিতে শত্রুগণ ও বন্ধুগণ অবশ্য চেষ্টা করিবে, এবং চেষ্টা করিলে অনায়াসে জানিতে পারিবে, এমন ইতিহাস যাহারা প্রকাশ করে, তাহারা অবশ্য অতি সতর্কতা পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করে। ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে যে সকল ইতিহাস লিখিত আছে, তাহার সত্যমিথ্যা জানিতে খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল ও তাহাদের শত্রুরা এই

উভয় পক্ষীয় লোকেরা অবশ্য চেষ্টা করিয়া থাকিবে। ইহার প্রমাণ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও উপদেশ ও মৃত্যু ও কবরহইতে পুনরুত্থান. এই সকলের বিবরণ যদি মিথ্যা হয়, তবে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের বিশ্বাস ও ধর্ম্ম নিতান্ত মিথ্যা হয়, এবং তাহারা যে সত্য মিথ্যার প্রমাণ অনুসন্ধান না করিয়া হঠাৎ সকল মনুষ্যদের ঘৃণাস্পদ হইতে স্বীকৃত হইল ইহা অতি অসম্ভব। যদি কেবল অল্প লোক খ্রীষ্টীয়ান হইত, তবে অল্প লোক ভ্রান্ত হয়, ইহা অসম্ভব হইত না; কিন্তু অতি অল্প বৎসরের মধ্যে অনেক দেশের ক্ষুদ্র ও মহান্ উভয় প্রকার অনেক লোক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল; ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে শত্রুদের প্রমুখাৎ শুনিলাম। এই সকল লোক যে সত্য মিথ্যার বিচার না করিয়া হঠাৎ খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল, ইহা কে বলিবে? মুসলমান লোকদের যে মিথ্যা মত তাহা অতি শীঘ্র নানা দেশে ব্যাপিল, ইহা সত্য বটে; কিন্তু ইহাদ্বারা আমাদের সন্দেহ জন্মে না, কারণ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রাহ্য করিতে সম্মত হইলে সর্ব্বপ্রকার অপমান ও দুঃখ ও প্রাণের নাশ স্বীকার করিতে হইল, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে ঐ সকল প্রকার দুঃখ স্বীকার করিতে হইল, যেহেতুক যে কেহ মুসলমান হইতে অসম্মত হইল, মুহম্মদের মতাবলম্বি সৈন্যগণ তাহাকে বধ করিল, কিম্বা বধ না করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক তাহাকে দাস করিল। অতএব প্রাণভয়ে বা অশেষ ক্লেশভয়ে অনেক লোক মুসলমান হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে; কিন্তু

ক্লেশভোগ ও প্রাণভয় না মানিয়া যে লক্ষ২ লোক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল, তাহারা যে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্য মিথ্যা না জানিয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়াছিল, ইহা অতি অসম্ভব। আর তাহাদের অনেক শত্রুগণ থাকাতে খ্রীষ্টীয়ান গ্রন্থরচকেরা মিথ্যা ইতিহাস প্রকাশ করিতে অবশ্য অতি ভীত ছিল, যেহেতুক তাহা করিলে শীঘ্র জানা যাইতে পারিত। এ সকল কেবল অনুভবের কথা, এমন নহে। তৎকালীয় কএক লোক আপন২ নামে মিথ্যা ইতিহাস প্রকাশ করিতে ভীত হইয়া প্রেরিতদের নাম কল্পিত করিয়া তাহা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কল্পিত পুস্তক মণ্ডলীগণের মধ্যে কখনো গ্রাহ্য হয় নাই, এবং যদ্যপি বৈধর্ম্মাবলম্বি কোন২ লোক এমত কোন২ পুস্তক কিছু কাল পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করিল, তথাপি ঐ পুস্তক সকল যে মিথ্যা, ইহার প্রমাণ দিতে খ্রীষ্টীয়ানেরা প্রায় সকলে চেষ্টা করিল। ঐ২ কল্পিত গ্রন্থের কোন২ গ্রন্থ এখনও উপস্থিত আছে, তাহার মধ্যে কএক গ্রন্থের নাম লিখিতেছি। তাহা এই২, আবগার রাজের প্রতি খ্রীষ্টের পত্র; খ্রীষ্টের শৈশবাবস্থা বিষয়ক সুসমাচার; মরিয়মের জন্মবিষয়ক সুসমাচার; নীকদীমের রচিত সুসমাচার ইত্যাদি। উক্ত এই২ কল্পিত গ্রন্থ যেমন অতি শীঘ্র মিথ্যাপ্রযুক্ত সকল খ্রীষ্টীয়ান লোকের নিকটে অগ্রাহ্য হইল, তদ্রূপ যদি ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্ভাগে মিথ্যা বিবরণ থাকিত, তবে তাহাও কখনো সকলের নিকটে গ্রাহ্য হইত না।

ষষ্ঠ কথা। যে ইতিহাসরচক প্রায় শত্রুনিন্দাও করে না ও বন্ধুর প্রশংসাও করে না, সেই ইতিহাসরচকের

বক্তার অতি সরল। চারি সুসমাচারেতে ও প্রেরিতদের ক্রিয়াতে শত্রুদের অনেক কর্ম্ম প্রকাশিত আছে, কিন্তু তাহাদের নিন্দা করা যায় নাই। ইহার উদাহরণ। বৃদ্ধ হেরোদ ও তাহার আর্খিলায় পুত্র ও দেশাধ্যক্ষ পীলাত ও যে দ্বিতীয় হেরোদ যাকূবের বধ করিয়া পিতরকেও বধ করিতে চেষ্টা করিল, ইহারা সকলে অতি নিষ্ঠুর ছিল, কিন্তু তাহাদের কএকটি কর্ম্ম প্রকাশ করিলেও মথি প্রভৃতি লেখকেরা তাহাদের নিন্দা করেন নাই। এবং ফীলিক্স ও ফীষ্ট এই যে দুই দেশাধ্যক্ষ অতি খল ও লোভি ও উপদ্রবি লোক ছিল, তাহাদেরও নিন্দা করেন নাই। এবং রাগেতে মত্ত যে যিহুদীয় লোক সকল খুনী বরব্বাকে রক্ষা করিয়া নির্দ্দোষ খ্রীষ্টের প্রাণ নষ্ট করিল, তাহাদেরও নিন্দা করেন নাই। কিন্তু প্রেরিতদের মধ্যে যাহার পরে আর কেহ মান্য ছিল না, এমত পিতরের দুই তিন দোষ তাঁহারা গোপন না করিয়া সকলে উপযুক্ত রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সেই প্রকারে আপনাদের নানা বন্ধুদের অজ্ঞানতা ও ত্রুটি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ, ইস্কুরিয়োতীয় যিহূদা ও থোমা ও মার্ক ও বর্ণব্বা প্রভৃতি। অতএব ঐ ইতিহাসরচকেরা যে পক্ষপাত না করিয়া অতি সরলরূপে ইতিহাস লিখিয়াছেন, ইহার সন্দেহ হইতে পারে না।

নবম কথা। কোন ইতিহাস লিখিবার সময়ে যে লোক স্থান ও সময় ও নানা লোক, এই সকলের নাম প্রকাশ করে, সে অবশ্য আপনার কথা আপনি রক্ষ

আৱ করে। ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে রাজাদের ও দেশাধ্যক্ষদের ও মহাযাজকদের ও প্রেরিতদের ও অনেক স্ত্রীলোকের এবং ইলিয়াসর ও নীকদীম ও অরিমথীয় যূষফ ও প্রধান করসঞ্চয়কারি সক্কেয় ও দুই তিন রোমীয় সেনাপতি প্রভৃতি অনেক মান্য লোকের সর্ব্বসাধারণের বিদিত নাম লিখিত আছে। এই সকল নাম কি কল্পিত? আর ইহাদের মধ্যে এক জনের বিষয়ে মিথ্যাকথা লিখিলে তাহার বন্ধু বান্ধব সকল কি সেই মিথ্যার প্রমাণ দিতেন না? ইহা কে না জানিতে পারিল? এবং জানিলে কে না সাবধান হইত? তদ্রূপ কোন্ স্থানেতে কি ঘটিল, তাহা সেই স্থানের নামশুদ্ধ লিখিত আছে। ঐ সকল স্থানে গিয়া তথাকার প্রাচীন নিবাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে ঐ ঘটনার সত্য মিথ্যা শত্রু মিত্র উভয় লোক জ্ঞাত হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া লেখকেরা অবশ্য মিথ্যাকথা কহিতে সাবধান হইলেন। পশ্চাতে এ বিষয়ে আরও অনেক কথা কহা যাইবে, এই কারণ অতি সংক্ষেপে কহা গেল।

অষ্টম কথা। কোন ঘটনার বিবরণ লিখিলে তদ্বিষয়ে বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষীয় লোকেরা যে সন্দেহ ও আপত্তি করিয়াছিল, তাহা যদি ইতিহাসলেখক প্রকাশ করে, তবে সেই লেখক অবশ্য সত্য কথা জানাইতে চেষ্টা করে। প্রভু যীশু মৃত্যুর পরে তৃতীয় দিনে পুনরায় সজীব হইয়া কবরহইতে উঠিলেন, এই ঘটনার বিষয়ে থোমা প্রভৃতি তাঁহার অনেক শিষ্যের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং যিহুদি লোকেরা কি

প্রকার ছল করিয়া আপত্তি করিয়াছিল, তাহা মার্ক সুসমাচারেতে লিখিত আছে। তদ্রূপ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র ও জগতের ত্রাণকর্ত্তা, এ বিষয়ে যিহুদি লোক যে সকল আপত্তি করিয়াছিল, তাহাও বিস্তারিত-রূপে লিখিত আছে। যদি মথি প্রভৃতি সুসমাচার লেখকেরা সত্য ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা না করিতেন, তবে এই প্রকার সকল কথা লিখিতেন না।

নবম কথা। উত্তম ইতিহাসলেখকের পূর্ব্বোক্ত আট লক্ষণ যাহাতে মিলে, এমন লোক আপন ইতিহাস লিখনের অভিপ্রায় ও ধারা বিষয়ে যাহা বলে তাহা মনোযোগের যোগ্য বটে। ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের ইতিহাস যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ২ আপন কর্ম্মের অভিপ্রায় ও ধারা আপনি জানাইয়াছেন। ইহার উদাহরণ। অতি মান্য যে থিয়ফিলঃ নামক ব্যক্তির উপকারার্থে লূক আপন রচিত সুসমাচার ও প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি ভূমিকাদ্বারা এই কথা কহেন, যথা, "যাহারা প্রথমাবধি সাক্ষী এবং "বাক্যের প্রচারক, তাহাদের শিক্ষানুসারে আমাদের "মধ্যে সপ্রমাণরূপে প্রচলিত সকল বিষয়ের বৃত্তান্ত "অন্য২ অনেকেই রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। অতএব "হে মহামহিম থিয়ফিলঃ, আমিও প্রথমাবধি সে সমস্ত "উত্তমরূপে অবগত হওয়াতে আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বিবরণ "তোমাকে লিখিতে মনস্থ করিলাম, তাহাতে তুমি যে "সকল কথা শিক্ষিত হইয়াছ, তাহার দৃঢ় প্রমাণ প্রাপ্ত "হইবা।" লূকের এই যে কথা অতি মান্য লোকের প্রতি

লিখিত হইয়াছে, তাহা কি মিথ্যা হইবে? অন্য লোক কি এমত বিবরণের সত্য মিথ্যা অনায়াসে অনুসন্ধান করিতে পারিল না? আর যোহনের যে প্রথম পত্র তাঁহার রচিত সুসমাচারের ভূমিকাস্বরূপ, সেই পত্রের আরম্ভস্থানে তিনি ইহা কহেন, যথা, "যিনি আদিকালা- "বধি আছেন, তাঁহার নিজ কথা শুনিয়া ও তাঁহাকে "সাক্ষাৎ দেখিয়া বিদিত হইয়া স্বহস্তে স্পর্শ করিয়া "আমরা জীবনরূপ বাক্যের প্রসঙ্গ করিতেছি। যাহা "দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে জানা- "ইতেছি।" এবং সুসমাচারের কোন স্থানে যোহন কহেন, যথা "যে ব্যক্তি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে, সে "আপনি দেখিয়াছে ও তাহার এই সাক্ষ্য সত্য; আর "তাহার কথা সত্য ও তোমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে "যোগ্য, তাহা সে জ্ঞাত আছে।" এমন কথার প্রযুক্ত যোহনের লিখিত ইতিহাসে কে না বিশ্বাস করিবে?

পঞ্চম কথা। তিন চারি ব্যক্তি একপরামর্শ না হইয়াও এক ঘটনার বিবরণ লিখিলে যদি তাহাদের ঐ বৃত্তান্তের পরস্পর ঐক্য হয়, তবে সেই বিবরণ অবশ্য সত্য বোধ হয়। মথি ও মার্ক ও লূক, এই তিন জনের সুসমাচারেতে যে ঘটনার তিন বিবরণ লিখিত আছে এমত অনেক ঘটনা আছে, এবং তাহাদের তিন বিবরণে ঐক্য আছে। ইহা উক্ত তিন সুসমাচার পাঠ করিলে অনায়াসে দেখা যায়। এবং যোহন যদ্যপি তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত ঘটনার বিবরণ সকল পুনর্ব্বার লিখিতে অনাবশ্যক বুঝিলেন, তথাপি তাঁহার রচিত

সুসমাচারদ্বারা তাহাদের ইতিহাস আরও স্থিরীকৃত হয়। এবং লূকরচিত যে প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ, তাহার এবং পৌলরচিত কএক পত্রের পরস্পর সম্যক্ ঐক্য আছে। এই সকলের প্রমাণ কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে লেখা আবশ্যক। মথি ও মার্ক ও লূক এই তিন জনের তিন সুমাচার প্রায় মিলে। ভাল, তবে ইহাঁদের মধ্যে এক জন কি অন্যের সুসমাচার দেখিয়া তাহার মধ্যে যে বিবরণ পাইয়াছিলেন, তাহা পুনরায় লিখিয়াছেন? কিম্বা তাঁহারা কি তিন জনে অগ্রে একপরামর্শ হইয়া এক কথা লিখিয়াছেন? এমত নহে। তাহা করিলে তাঁহারা প্রথমাবধি প্রতারকরূপে গণিত হইতেন। মথি অন্য দুই জনের পূর্ব্বে আপন সুসমাচার লিখিয়াছেন, ইহা প্রায় সকলে স্বীকার করে, এবং তাহার প্রমাণও আছে। দেখ, যে রোমীয় সৈন্যগণ প্রভু যীশুর কবরস্থান রক্ষা করিয়াছিল, তাহারা তাঁহার পুনরুত্থানের সময়ে পলাইয়া যিহূদীয়দের প্রধান লোকদিগকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলে পর সেই প্রধান লোকেরা তাহাদিগকে অনেক মুদ্রা দিয়া কহিল, তোমরা নিদ্রা গেলে তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া তাহার শব হরণ করিয়া লইয়া গেল, এই কথা প্রচার কর। তাহাতে তাহারা সেই মুদ্রা লইয়া ঐ শিক্ষানুসারে কর্ম্ম করিল, ইহা বলিয়া মথি কহেন, "যিহূদীয় লোকদের মধ্যে অদ্যাপি সেই কথার জনরব আছে।" এমত জনরব যদি তৎকাল পর্য্যন্ত যিহূদীয় লোকদের মধ্যে না হইত, তবে মথি ইহা লিখিতেন না, কারণ এমত জনরব নাই, পাঠকেরা

ইহা জানিতে পারিত, তাহাতে তাহারা মথিকে মিথ্যা-বাদিরূপে জ্ঞান করিত, অতএব এমত জনরব কিছু কাল পর্য্যন্ত ছিল, ইহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ জনরবের কথা অতি অসঙ্গত। নিদ্রিত সৈন্যগণ কি দেখিতে পারে? এবং এক জন যদি জাগ্রৎ হইত, তবে সেই এক জন পূর্ণচন্দ্র প্রযুক্ত জ্যোৎস্না রাত্রিতে অনায়াসে শিষ্যগণকে দেখিতে পাইয়া অতি শীঘ্র অন্য সকল সৈন্যকে জাগ্রৎ করাইত, এবং শিষ্যগণ অবশ্য পলাইত, তাহাতে দেহ বাহির করণের পূর্ব্বে পলাইলে দেহ কবরমধ্যে থাকিত, নতুবা দেহ বাহির করণের পরে পলাইলে শিষ্যেরা তাহা ভূমিতে না ফেলিলে রক্ষা পাইতে পারিত না; যাহা হউক, শব সৈন্যদের হস্তে পড়িত। এবং রোমীয় সৈন্য প্রহরিকর্ম্মের সময়ে নিদ্রা গেলে প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইত, এই জন্যে ঐ সৈন্যগণ যে সকলে নিদ্রা গেল, এ অতি অসম্ভব, এবং নিদ্রা গেলে আপনাদের দোষ আপনারা প্রকাশ করিল, ইহা আরও অসম্ভব। অতএব ঐ জনরবের কথা অতি অসঙ্গত, ইহা সুস্পষ্ট। ভাল, এমত অসঙ্গত কথার জনরব কিছু কাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, পরে সকলে তাহা অগ্রাহ্য করে। মথির সময় পর্য্যন্ত ঐ কথা চলিত ছিল, এ জন্যে মথি তাহারা মিথ্যাত্ব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু মার্ক ও লূক এই দুই জন তদ্বিষয়ে কিছু কহেন নাই, ইহাতে বোধ হয় তাহাদের সময়ে ঐ জনরব যিহূদি লোকদের মধ্যে আর চলিত ছিল না। সুতরাং মথি অন্য দুই জনের পূর্ব্বে সুসমাচার লিখিয়াছিলেন।

আর মার্ক যে আপন সুসমাচার রচনা করণের সময়ে মথির সুসমাচার দেখেন নাই, এবং মথির সঙ্গে কোন পরামর্শও করেন নাই, ইহাও সপ্রমাণ, যেহেতুক মথির অনেক কথা মার্ক কহেন নাই, এবং তাহাদের দুই জনের রচিত দুই সুসমাচারের ভিন্ন ধারা আছে। অর্থাৎ সামান্য লোকসমূহের সাক্ষাতে খ্রীষ্ট যে ২ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা মথি অতি সুশৃঙ্খলমতে জানান, কিন্তু মার্ক তাহা জানান নাই। কেন? মথির প্রকাশিত কথা পুনরায় প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, এই জন্যে কি জানান নাই? তাহা নহে, বরং মথি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, এমত অনেক ২ কথা মার্কও লিখিয়াছেন। সত্য কারণ এই, মার্ক অগ্রে মথির সুসমাচার দেখেন নাই। এবং তিনি যে লূকের সুসমাচারও দেখেন নাই, ও লূকের সঙ্গে পরামর্শ করেন নাই, ইহাও সপ্রমাণ, যেহেতুক লূকের সুসমাচারেতে যে সকল ঘটনার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে মার্কের সুসমাচারেতে কেবল অর্দ্ধেকের বৃত্তান্ত আছে।

আর লূক যে অগ্রে মথির সুসমাচার দেখিয়া আপনি সুসমাচার লিখিয়াছেন, তাহাও নহে। এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ হইলেও কেবল এই একটি প্রমাণ দিতেছি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শৈশবাবস্থার যে দুই বিবরণ মথি ও লূক লিখিয়াছেন, তাহা অতি অসমান। মথি যাহা লিখিয়াছেন তাহা লূক লিখেন নাই; এবং লূক যাহা লিখিয়াছেন তাহা মথি লিখেন নাই। লূক যদি অগ্রে মথির বিবরণ দেখিয়া পরে আপনার বিবরণ লি-

খিতেন, তবে উভয় বিবরণ অসমান হইলেও তাহাদের পরস্পরের যে ঐক্য আছে, ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু এমত চেষ্টা করেন নাই; সুতরাং মথির সুসমাচার অগ্রে দেখেন নাই। এবং বোধ হয় মার্কের সুসমাচারও দেখেন নাই; দেখিলে অবশ্য তাহা প্রকাশ পাইত। ইহার উদাহরণ; যিরীহো নগরের নিকটে যীশু যে অন্ধ লোককে চক্ষু দান করিলেন, তাহার নাম বর্ত্তিময় ছিল, ইহা মার্ক কহেন। (মা ১০; ৪৬) সেই ব্যক্তির নাম যদি লূক জ্ঞাত হইতেন, তবে তিনিও তাহা জানাইতেন, কিন্তু জানান নাই। আরও স্পষ্ট প্রমাণ এই, প্রভু যীশুর ক্লেশভোগ ও মৃত্যুর যে দুই বিবরণ মথি ও মার্ক লিখিয়াছেন, তাহা প্রায় সমান, কিন্তু ঐ ঘটনার যে বিবরণ লূক লিখিয়াছেন, তাহা ঐ দুইয়ের অতি অসমান। এবং মথি ও মার্ক রচিত দুই বিবরণ লূক যে দেখেন নাই, ইহা তাঁহার বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়।

মথি ও মার্ক ও লূক এই তিন জন যদ্যপি একপরামর্শ হন নাই, এবং এক জন অন্যের গ্রন্থ অগ্রে দেখেন নাই, তথাপি তাঁহারা তিন জনে নানা ঘটনার তিন বিবরণ লিখিয়াছেন, ও সেই তিন বিবরণের পরস্পর অতি আশ্চর্য্য ঐক্য হওয়াতে তদ্দ্বারা আমাদের বিশ্বাস সম্যক্‌রূপে স্থিরীকৃত হয়। এবং কোন২ ঘটনার দুই বিবরণ অসমান হইলেও অনৈক্য বোধ হয় না, বরং এক বিবরণে সেই ঘটনার এক ভাগ, অন্য বিবরণে অন্য ভাগ প্রকাশ পায়, ইহা বোধ হয়। তথাপি নানা ঘটনার বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে, ইহা কেহ২ বলিবে। তাহা,

সন্দেহ হউক, কিন্তু যাহার বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, এমন অনেক ঘটনার বিবরণ মথি ও মার্ক ও লূক এই তিনের গ্রন্থে কি হয় না? সাংসারিক ইতিহাসের মধ্যে যাহার বিষয়ে বিশেষ২ তিন সাক্ষির প্রমাণ সম্যক্ রূপে মিলে, এমত অতি অল্প ঘটনা আছে তথাপি সেই সাক্ষিরা বিশ্বাসের অযোগ্য, ইহা হঠাৎ কেহ বলে না। তবে যে তিন সাক্ষির প্রমাণ কেবল দুই এক বার মিলে তাহা নহে, অনেক২ বার সম্যক্ রূপে মিলে, তাহাদের অর্থাৎ মথি ও মার্ক ও লূক এই তিনের সাক্ষ্য অবশ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসের যোগ্য।

আর যে ঘটনার কেবল দুই জনের লিখিত দুই বিবরণ উক্ত তিন সুসমাচারেতে আছে, এমন অনেক ঘটনাও আছে. আর তদ্বিষয়ক দুই বিবরণ প্রায় সম্যক্ রূপে মিলে, ইহাতেও আমাদের বিশ্বাস স্থিরীকৃত হয়।

উক্ত তিন জনের অনেক বৎসর পরে যোহনও একটি সুসমাচার লিখিলেন, এবং বোধ হয় অগ্রে লিখিত তিন সুসমাচার তাঁহার হস্তে ছিল। ইহার প্রমাণ এই। মথি ও মার্ক ও লূক যে সকল বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহা যোহন পুনরায় লিখিতে অনাবশ্যক বোধ করাতে তাঁহার রচিত সুসমাচারে পাওয়া যায় না, তাহাতে কেবল এক ঘটনার, অর্থাৎ পাঁচ রুটীদ্বারা পাঁচ সহস্র লোকের তৃপ্ত হওনের বৃত্তান্ত চারি সুসমাচারে এক রূপে লিখিত আছে। আরও প্রমাণ এই। উক্ত তিন সুসমাচার পাঠ করিলে যেন হঠাৎ পাঠকের মনেতে কোন ভুল কিম্বা সন্দেহ না জন্মে, এই অভিপ্রায়ে যোহন কোন২

কথা লিখিয়াছেন। তাহার উদাহরণ; বাপ্তাইজক যোহনের কারাবদ্ধ হওনের পূর্ব্বে খ্রীষ্ট উপদেশ করেন নাই ও গালীল দেশে কোন আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন নাই, পূর্ব্বলিখিত তিন সুসমাচার পাঠকের হঠাৎ এমন বোধ হইতে পারে; তাহাতে এমন ভ্রান্তি যেন না জন্মে, এই নিমিত্তে যোহন আপন সুসমাচারের এক স্থানে ইহা লিখিলেন, যথা, "তৎকালে যোহন কারাগারে বদ্ধ হয় "নাই।" (যো ৩; ২৪) তদ্রূপ আরও কএকটি উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। তবে যোহনের ও অন্য তিনের সুসমাচারেতে কি অনৈক্য আছে? তাহা নয়। বরং যোহনের অনেক২ কথা কেবল ঐ তিন সুসমাচারদ্বারা আমাদের বোধগম্য হয়, ইহার উদাহরণ। যীশু যে বাপ্তাইজক যোহনের নিকটে গমন করিলেন, ইহা যোহন বলেন, কিন্তু কোন্ অভিপ্রায়ে গমন করিলেন, তাহা বলেন না। (যো ১; ২৯। ৩; ২৬) কেন বলেন না? কারণ এই, যীশু যে বাপ্তাইজিত হওনার্থে যোহনের নিকটে গমন করিলেন, তাহা অন্য তিন সুসমাচারেতে অগ্রে লিখিত ছিল। অন্য উদাহরণ, যীশু আপন মৃত্যুর পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যাকালে আপন শিষ্যদের পদ আপনি ধুয়াইলেন, ইহার বৃত্তান্ত যোহন লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের পদ ধুইবার কারণ কি ছিল, তাহা বলেন নাই, কেন? না, লূকের সুসমাচারেতে তাহা লিখিত ছিল, ফলতঃ শিষ্যদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠরূপে গণিত হইবে, এই বিষয়ে তাহাদের বাদানুবাদ হইয়াছিল, ইহা লূক জানাইয়াছিলেন। এই রূপে যোহনের আরও

কএকটি কথা কেবল অন্য তিন সুসমাচারদ্বারা স্পষ্ট হয়। আর যোহনের ও অন্য তিনের সুসমাচারের অনৈক্য নহে, ইহা প্রভু যীশুর ক্লেশভোগ ও মৃত্যু ও পুনরুত্থানের যে চারি বৃত্তান্ত চারি জন লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা সপ্রমাণ হয়; তাহা কেবল নহে, যোহনের সুসমাচারের যে ধারা, তাহাদ্বারাও অন্য তিনের কথা সম্যক্ রূপে স্থিরীকৃত হয়, কারণ তিনি তাঁহাদের সুসমাচার জ্ঞাত হওয়াতে তাঁহাদের কোন ভুল পাইলে অবশ্য প্রকাশ করিতেন।

এই সকল কথার নির্য্যাস কি? তাহা এই, কোন ঘটনার এক বিশ্বাস্য সাক্ষির প্রমাণ হইলে যদি সেই ঘটনার প্রামাণ্য হয়, তবে যে ঘটনার দুই বা তিন বা চারি বিশ্বাস্য সাক্ষির প্রমাণ আছে, তাহার প্রামাণ্য আরও নিশ্চিত। আর এমত নানা সাক্ষির প্রমাণদ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক নানা ঘটনার প্রামাণ্য হয়। আর তাহাদ্বারা প্রত্যেক সাক্ষির বিশ্বস্ততা আরও প্রকাশ পায়।

লূকরচিত যে প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ এবং পৌলের লিখিত যে পত্র সকল, এ দুইয়ের প্রমাণেতে এমত ঐক্য আছে যে তদ্দ্বারা দুই জনের সাক্ষ্য অতি বিশ্বাস্য হয়। ইহারও উদাহরণ দিলে সময়ের অকুলান হইবে, এ জন্যে তাহা লিখিলাম না।

পূর্ব্বোক্ত দশ কথা বিবেচনা করিলে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্ভাগে লিখিত ইতিহাসের সত্যতা প্রকাশ পাইলেও আমরা এখন পরীক্ষাদ্বারা তাহা আরও স্পষ্টরূপে দেখা-

হয়। দুই প্রকার কথার অর্থাৎ নগরাদি স্থান ও উচ্চপদস্থ কোন ২ লোক বিষয়ে যে ২ কথা তাহার পরীক্ষা লইব। তাহাতে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে কথা কহিতে হইবে, ইহাতে পাঠকগণ যেন বিরক্ত না হন, এই নিবেদন করা যাইতেছে।

১। নগরাদি স্থানের বিষয়ে যে ২ কথা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত আছে, তাহার পরীক্ষা করা যাইতেছে। মথির ২১ অধ্যায়ের প্রথম পদে লিখিত আছে, "তাহারা যিরূশালম নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া জৈতুন "নামক পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী গ্রামে উপস্থিত "হইল।" যিহূদীয় পণ্ডিত লোকেরা এই বৈৎফগী গ্রামের নাম করিয়া নানা প্রকার অজ্ঞানতার কথা কহিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল দুইটা লিখিতেছি, তাহা এই ২। "প্রশ্ন। কোন হত লোকের শব যদি নিতান্ত যিরূশালম "নগরের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে হত্যাকর্ম্মের অনু- "সন্ধান করিতে তন্নিবাসিরা কি তাহা দেখিতে যাইবে? "উত্তর। অবশ্য যাইবে। প্র। কিন্তু এমন শব যদি বৈৎফগী "স্থানে পাওয়া যায়, তবে কি তথায় যাইয়া দেখিতে "হইবে? উ। হইবে।" দ্বিতীয় কথা এই। "পর্ব্বের "মহাদিনে যিরূশালমের বাহিরে গমন করা যদ্যপি "নিষিদ্ধ হয়, তথাপি বৈৎফগী স্থান নিবাসিরা রাত্রি- "কালে বিশ্রাম করণার্থে সেই স্থানে যাইতে পারে।" বৈৎফগী গ্রাম যিরূশালমের অতি নিকটস্থ ছিল, ইহা এই দুই কথাদ্বারা সপ্রমাণ হয়।

প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণের ও অধ্যায়ের ২ পদে

লিখিত আছে, ঐ লোকেরা দিনে২ কোন জন্মখঞ্জ মনু-
"ষ্যকে ভিক্ষা করিবার নিমিত্তে মন্দিরের সুন্দর দ্বারের
"নিকটে রাখিত।" পরে পিতর ও যোহনদ্বারা সুস্থ
হইয়া ঐ ব্যক্তি তাহাদের নিকটে সুলেমানের বারা-
ণ্ডাতে রহিল, ইহা ১১ পদে লিখিত আছে। আর যো-
ষীফসের গ্রন্থদ্বারা আমরা জানি সুন্দর নামে এক দ্বার
ও সুলেমানের বারাণ্ডা এই উভয় মন্দিরের পূর্ব্ব-
দিগে ছিল।

গালীল দেশের কফরনাহূম ও যিহূদা দেশের যিরীহো
এই দুই নগর প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল, ইহা যোষীফস
প্রভৃতি সাংসারিক লেখকদের গ্রন্থদ্বারা জানা যায়। আর
ইহার সহিত ধর্ম্মপুস্তকের কথাও মিলে, যেহেতুক সেই
দুই স্থানের দুই করগ্রাহির নাম তন্মধ্যে প্রকাশিত হই-
য়াছে, অর্থাৎ কফরনাহূম নিবাসি মথির ও যিরীহো
নিবাসি সক্কেয়ের। (মথি ৯; ১, ৯। লূক ১৯; ১, ২)

লূকের ১০ অধ্যায়ের ৩০ পদে লেখা আছে, "এক
"ব্যক্তি যিরূশালমহইতে যিরীহো নগরে যাইতেছিল,
"এমত সময়ে দস্যুদলের হস্তে পতিত হইল।" যিরূশা-
লমহইতে যে স্থান দিয়া যিরীহো নগরে যাওয়া যায়,
সেই পথের দুই দিগে অতি উচ্চ পর্ব্বত, ও সেই পর্ব্বতে
অনেক গহ্বর আছে, তাহাতে সেই স্থান অদ্যাবধি
অতি দুরন্ত দস্যুদলের আশ্রয় হইয়া আসিতেছে, এবং
ইউরূপীয় পথিকেরা দেশভ্রমণ করিতে২ যদি সেই পথ
দিয়া যাত্রা করেন, তবে আপন২ প্রাণ রক্ষার্থে সৈন্য-
দলকে সঙ্গে না করিয়া যান না।

শিখিম নামক নগর যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে এখনও একটি নগর আছে ও তাহাতে এখনও শোমিরোণীয় মতাবলম্বি কএক গোষ্ঠী বাস করিতেছে। সেই নগরহইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে এখনও অতি গভীর এক কূপ আছে, সেই কূপের জল অতি উত্তম। এবং সেই কূপ গিরিষিম নামক পর্ব্বতের তলে স্থিত, আর ঐ গিরিষিম পর্ব্বতের শৃঙ্গে পূর্ব্বে শোমিরোণীয়দের মন্দির ছিল, ইহা তথাকার লোকেরা অদ্যাবধি স্বীকার করিতেছে। তাহাতে যোহনের সুসমাচারের ৪ অধ্যায়ে ঐ নগর ও কূপ ও পর্ব্বত, এবং নগরহইতে কূপে গমনে যে ক্লেশ হয়, ইহার যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহার সত্যতা সপ্রমাণ হয়।

প্রেরিতদের ক্রিয়ার ১৩ অধ্যায়ের ৬ পদে লিখিত আছে, সর্জ্জিয় পৌল নামে এক ব্যক্তি কুপ্র উপদ্বীপের অধ্যক্ষ ছিলেন। অধ্যক্ষ, এই শব্দদ্বারা মূলভাষার যে শব্দের অর্থ হইল, তাহা কেবল এক প্রকার দেশাধ্যক্ষকে, অর্থাৎ রোমীয় সেনাত নামে প্রধান লোকদের সভাদ্বারা নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষকে বুঝায়। উক্ত শব্দ অন্থুপাতঃ, অর্থাৎ কনসুলের প্রতিনিধি। কিন্তু যে দেশাধ্যক্ষ কৈসরদ্বারা নিযুক্ত হয় তাহার অন্য উপাধি ছিল, অর্থাৎ প্রীতর। যেমন এই দেশে গবর্ণর ও কমিশনর প্রভৃতি দেশাধ্যক্ষদের বিশেষ উপাধি আছে, প্রায় সেই প্রকার। ভাল, কুপ্র উপদ্বীপের যে অধ্যক্ষ তাহাকে নিযুক্ত করা কৈসরের অধিকার ছিল, কেহ২ এতদ্ প্রমাণ দিয়া লূকের ভুল ধরিতে চেষ্টা পাইয়াছিল।

পরে ঐ কুপ্র উপদ্বীপে মুদ্রাঙ্কিত অতি পুরাতন এক মুদ্রা পাওয়া গেল, তাহার এক দিগে তৎকালীয় ক্লৌদিয় কৈসরের প্রতিমূর্ত্তি ও নাম, অন্য দিগে কুপ্র উপদ্বীপের অন্য এক দেশাধ্যক্ষের নাম এবং আন্থুপাতঃ এই উপাধি লিখিত আছে। সেই মুদ্রা বিনা এ বিষয়ের অন্য প্রমাণ অনেক দিন পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। পরে জ্ঞানি লোকেরা পুরাতন পুরাবৃত্তের কোন বিশেষ বৃত্তান্তমধ্যে হঠাৎ এই সমাচারের উদ্দেশ পাইল, যে পূর্ব্বে ঐ উপদ্বীপের রাজকর গ্রহণ ও দেশাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা কৈসরের অধিকার হইলেও সেই অধিকার পরে কৈসরকর্তৃক সেনাতের নিকটে সমর্পিত হইল, তাহাতে লূকের কথা আরও স্থিরীকৃত হইল, এবং সেই সময়াবধি উক্ত মুদ্রার তুল্য কুপ্র দেশের তৎকালীয় আর কএক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অতএব এমন অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও লূকের বিশ্বস্ততা প্রকাশ পায়।

প্রেরিতদের ক্রিয়ার ১৪ অধ্যায়ের ২৫ ও ২৬ পদে লিখিত আছে, পৌল ও বর্ণব্বা অত্তালিয়া নগরহইতে সমুদ্রপথে যাইয়া সুরিয়া দেশের আন্তিয়খিয়া নগরে উপস্থিত হইল। অত্তালিয়া নামে যে সমুদ্রতীরস্থ নগর, তাহা এখনও আছে, আর এখনও তথাহইতে সমুদ্রপথে সরিয়া দেশে যাওয়া যায়।

এই রূপে অন্য২ স্থানের নাম বিবেচনা করিলে ধর্ম্ম-পুস্তকের অন্তভাগের সত্যতা আরও স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ হয়, কিন্তু বোধ হয় এমন বিস্তারিত বিবেচনার কোন প্রয়োজন নাই।

২। কোন ২ উচ্চপদস্থ ও মান্য লোক বিষয়ক যে ২ কথা ধর্ম্মপুস্তকে আছে, তাহার পরীক্ষা করা যাইতেছে। হেরোদের বংশীয় কএক রাজার কথা ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ হেরোদের আট ভার্য্যা ছিল, তাহাদের হইতে তাহার কন্যা পুত্রাদি অনেক সন্তান জন্মে। সেই সকলের মধ্যে যাহাদের কথা ধর্ম্মপুস্তকে আছে, তাহাদেরই নাম লিখিতেছি। তাহার পুত্রদের মধ্যে এই ২ জন। ১, যিহূদা প্রদেশের রাজা আর্খিলায়। ২, গালীল প্রদেশের রাজা হেরোদ আন্তিপা। ৩, যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া দেশের রাজা ফিলিপ হেরোদ। ৪, হেরোদিয়ার প্রথম স্বামী অন্য ফিলিপ। ৫, বৃদ্ধ হেরোদের পৌত্র হেরোদিয়ার সহোদর হেরোদ আগ্রিপ্প। এই হেরোদ আগ্রিপ্পের দুই কন্যার ও এক পুত্রের কথাও আছে, তাহারা এই ২। ৬, বর্ণীকী। ৭, ইহার সহোদরা দ্রুষিল্লা। ৮, এই দুইয়ের সহোদর আগ্রিপ্প।

বৃদ্ধ হেরোদ আপন পরমায়ুর শেষবৎসরে বৈৎলেহম নগরের সকল শিশুদিগকে বধ করাইল, ইহা মথি লিখিয়াছেন। সেই ব্যক্তি যে অতি নিষ্ঠুর ছিল এবং আপন পরিবারের অনেক লোককেও বধ করাইল, ইহার অনেক প্রমাণ যোষীফস লিখিয়াছেন।

১। আর্খিলায় আপন পিতার শেষাজ্ঞাদ্বারা যিহূদা প্রদেশের রাজত্বপদে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে আপন পিতার ন্যায় বুদ্ধিমান না হইয়াও তাহার ন্যায় ক্রূর ও নিষ্ঠুর ছিল, এ জন্যে তাহার নিজ ভ্রাতৃভগিনীরা

তাহার রাজা হওনে অসম্মত হওয়াতে রোমীয় লোকেরা তাহাকে ঐ রাজত্বপদ দিতে বিলম্ব করিল। অবশেষে তাহা পাইয়া সে কএক বৎসর পর্য্যন্ত এমন দুরন্ত ও নির্ব্বোধ রূপে দেশের শাসন করিল, যে পদচ্যুত হইল, তাহাতে রোমীয়েরা আপনারা সেই দেশের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। এই ব্যক্তির নিষ্ঠুরতার বিষয়ে মথি ইহা লিখিয়াছেন, যথা, "যিহূদা দেশে আর্খিলায় "নামে রাজকুমার আপন পিতা হেরোদের পদে রাজত্ব "করিতেছে, ইহা শুনিয়া যুবক সে স্থানে যাইতে "শঙ্কা করিল।"

২। হেরোদ আন্তিপা নামক যে রাজকুমার আপন পিতার মৃত্যুর পরে গালীল প্রদেশের রাজা হইয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাহার শাসন করিল, সে পিতার ও ভ্রাতার ন্যায় আপন প্রজাদের প্রতি উপদ্রব করিত না, তথাপি সেও দুষ্ট ছিল। আরব দেশীয় আরিতাঃ নামক রাজার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইলে পরে সে আপন ভ্রাতা ফিলিপের ভার্য্যা হেরোদিয়ার প্রেমেতে মত্ত হইয়া তাহাকে হরণ করিয়া ঐ আরবীয়া রাজকুমারীকে ত্যাগ করিল, তাহাতে আরিতা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। বোধ হয় যে সেনাগণ বাপ্তাইজক যোহনের নিকট উপস্থিত হইল, তাহারা আরিতার সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিতেছিল। (লূক ৩; ১৪) পরে হেরোদ বাপ্তাইজক যোহনকে মাখেরুঃ নামক দুর্গে কিছু কাল পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করিয়া অবশেষে বধ করাইল, ইহা যোষীফস কহেন। এই হেরোদ আন্তিপা প্রভু যীশু

খুড়িকে পরিহাস করিল। লোককে পরিহাস করা তাহার স্বাভাবিক দোষ ছিল, তাহাতে সে হেরোদ আন্তিপা নামক আপন স্ত্রী হেরোদিয়ার সহোদরকেও পরিহাস করাতে সেই ভ্রাতার ছলেতে অবশেষে রাজ্যচ্যুত ও দূরদেশে নীত হইয়া অতি দুরবস্থাতে মরিল।

৩ ও ৪। ফিলিপ নাম বিশিষ্ট দুই হেরোদের বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের অল্পভাগে অতি অল্প কথা লিখিত আছে। তাহাদের এক জন কৈসরের তুষ্টি জন্মাইবার জন্যে পানেয় নগরের নামান্তর করিয়া কৈসরিয়া এই নাম স্থির করিল, কিন্তু কৈসরিয়া নামে যে আর এক প্রসিদ্ধ নগর ছিল, তাহাহইতে এই নগরের প্রভেদ দেখাওনার্থে ফিলিপের জীবদ্দশাতে কৈসরিয়া ফিলিপী, এই নাম হইল, পরে ফিলিপের মৃত্যু হইলে লোকেরা পুরাতন ও নূতন দুই নাম একত্র করিয়া তাহাকে কৈসরিয়া পানেয় বলিতে লাগিল। ধর্ম্মপুস্তকে কৈসরিয়া ফিলিপী সেই নগরের এই নাম আছে। হেরোদিয়ার প্রথম স্বামী যে দ্বিতীয় ফিলিপ, তাহার নামমাত্র ধর্ম্মপুস্তকে আছে। (মথি ১৪; ৩। ১৭; ১৩)

৫। হেরোদ আগ্রিপ্প নামক রাজকুমার আরিষ্টবূলের পুত্র ছিল। সেই আরিষ্টবূল আপন পিতা বৃদ্ধ হেরোদ কর্ত্তৃক হত হওয়াতে তাহার পুত্র দূরদেশে অর্থাৎ রোমাতে বাল্যকাল যাপন করিল, পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অপব্যয়দোষে দীনহীন হইয়া আপন সহোদরা হেরোদিয়া ও তাহার স্বামি হেরোদ আন্তিপার নিকটে গমন করিয়া তাহাদের হাস্যাস্পদ হইল. অতএব কোন২

মহাজনের নিকটে ধার লইয়া পুনরায় রোমা নগরেতে গেল। সেই স্থানে কোন কারণে কিছু দিন পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ হইলে পর মুক্তি পাইয়া নানা ছলেতে হেরোদ আন্তিপাকে পদচ্যুত করাইয়া অবশেষে ক্লৌদিয় কৈসরের অনুগ্রহদ্বারা আপন পিতামহের সমস্ত রাজ্য পাইল। সেই হেরোদ আগ্রিপ্প যাকূব প্রেরিতকে বধ করিয়া পিতরকেও বধ করিতে চেষ্টা করিল। এই রাজা লোকদের প্রশংসার পাত্র হইতে অতি ইচ্ছুক ছিল, ইহা যোষীফস বলেন, এবং লূকও কহেন, লোকেরা যাকূবের হত্যাতে সন্তুষ্ট হইয়াছিল, এ জন্যে সে পিতরকেও নষ্ট করিতে চাহিল। (প্রের ১২; ৩) তাহার মৃত্যুর যে বিবরণ লূক লিখিয়াছেন, তাহা প্রেরিতদের ক্রিয়ার ১২ অধ্যায়ের শেষভাগ দেখিয়া সকলে পাঠ করিতে পারে। তদ্বিষয়ে যোষীফস এই ২ কথা লিখিয়াছেন, "আপন অধিকারের তৃতীয় বৎসরে সে কৈসরিয়া নগরে গিয়া ক্লৌদিয় কৈসরের নাম সম্ভ্রান্ত করণার্থে অনেক সমারোহ ও ধনব্যয় পূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে মল্লযুদ্ধাদি নানা প্রকার খেলা করাইল, এবং আপনি রৌপ্যসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহাতে সূর্য্যের তেজেতে তাহার বস্ত্র জাজ্বল্যমান হইলে স্তাবক লোকেরা তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া কহিতে লাগিল, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, অদ্য পর্য্যন্ত আমরা আপনাকে মানুষ করিয়া মানিয়াছি, ইহার পরে কোন দেবতার ন্যায় আপনকার স্তবস্তোত্র করিব। রাজা এই অনুচিত প্রশংসার কথা নিষেধ না করাতে তৎক্ষণাৎ আত্যন্তিক উদরবেদনাগ্রস্ত হইল।

তাহাতে সে বলিল, আমি অমর ইহা তোমরা কহিলা কিন্তু দেখ, তোমাদের ঈশ্বর যে আমি, আমাকে এখন মরিতে হয়। পরে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত আত্যন্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।" যোষীফসের এই বিবরণ যে লূকের লিখিত বিবরণের সহিত মিলে, ইহা অনায়াসে বুঝা যায়।

৬,৭,৮। এই হেরোদের পুত্র যে আগ্রিপ্প তাহার বয়স পিতার মৃত্যুর সময়ে কেবল ১৭ সতেরো বৎসর ছিল, তৎকালে লোকেরা বার২ উপপ্লব করিত, এই জন্যে এমত অল্পবয়স্ক লোককে রাজত্বপদ দেওয়া অবিহিত বুঝিয়া রোমীয় লোকেরা তাহাকে পিতার ধন ও রাজা এই উপাধি দিয়া আপনারা পুনরায় দেশাধ্যক্ষ-কর্ত্তৃক দেশের শাসন করাইতে লাগিল। সেই দেশাধ্যক্ষদের এক জন অর্থাৎ ফীলিক্স ঐ যুবলোকের ভগিনী দ্রুষিল্লাকে বিবাহ করিল, এবং তাহার অন্য ভগিনী বর্ণীকী কএক বৎসর পর্য্যন্ত স্বদেশে থাকিলে পর তীত নামক কৈসরের উপপত্নী হইল। এই আগ্রিপ্পের ও বর্ণীকীর সাক্ষাতে পৌল আপন কথা কহিতে অনুমতি পাইলেন, ইহা প্রেরিতদের ক্রিয়ার ২৫ ও ২৬ অধ্যায়ে দেখা যায়, এবং ফীলিক্সের ভার্য্যা দ্রুষিল্লার কথা ২৪ অধ্যায়ের ২৪ পদে লিখিত আছে।

হেরোদ বংশীয় এই সকল লোকের সম্পূর্ণ বিবরণ যোষীফসের গ্রন্থে দেখা যায়, এবং মথি ও মার্ক ও লূক তদ্বিষয়ে যে কোন২ কথা লিখিয়াছেন তাহা ঐ বিবরণের সহিত মিলে। এই রূপে আমরা পীলাত ও

গমিলীয়েল ও থূদা ও গালিয়ো ও যোষিফস ও ফীলিক্স এই সকলের বিষয়ে যে২ কথা ধর্ম্মপুস্তকে আছে, তাহার পরীক্ষা লইয়া ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের সত্যতার প্রমাণ দিতে পারি, কেবল সময়ের অকুলান প্রযুক্ত তাহা করিব না। বোধ হয় সেই সত্যতার ও বিশ্বস্ততার যে২ প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট।

---

৩ অধ্যায়।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যে বিবরণ ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত আছে, তাহার সত্যতার প্রমাণ।

পূর্ব্বলিখিত সকল প্রমাণদ্বারা মথি প্রভৃতির ইতিহাস-কথার বিশ্বসনীয়তা স্থিরীকৃত হইল. তাহাতে যদ্যপি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক যে২ ইতিহাস তাহাও সত্য বোধ হইল, তথাপি ঐ ইতিহাস খ্রীষ্টধর্ম্মের ভিত্তিমূল হওয়াতে তাহা যে সত্য ও বিশ্বসনীয় ইহার বিশেষ প্রমাণ দেওয়া ভাল। আমরা এতৎপ্রকরণকে তিন ভাগ করিয়া প্রথম ভাগে খ্রীষ্টের জন্ম ও মৃত্যু ও পুনরুত্থান, দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া, ও তৃতীয় ভাগে তাঁহার উপদেশকথা বিবেচনা করিব।

খ্রীষ্ট নামক এক ব্যক্তি তিবিরিয় কৈসরের সময়ে যিহূদা দেশের অধ্যক্ষ পন্তীয় পীলাতকর্ত্তৃক প্রাণদণ্ড ভোগ করিল, এবং সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ান লোকেদের গুরু হইল, তাসিতস নামে অতি প্রসিদ্ধ এক জন

দেশীয় ইতিহাসলেখক এমন বাক্য দিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। অতএব তৎকালে ঐ নাম বিশিষ্ট এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিল, ইহার কোন সন্দেহ নাই। সেই ব্যক্তির চরিত্র ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত আছে, এবং সেই ব্যক্তিকে খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল আপন গুরুরূপে মানে।

তাঁহার প্রেরিতেরা তাঁহার বিষয়ে যে সকল লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক কথা অতি অসম্ভব, এ জন্যে সেই কথা যে সত্য ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া অতি আবশ্যক।

এ বিষয়ের বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমে যীশু খ্রীষ্টের স্বভাবের ও আচরণের যে বর্ণনা ঐ প্রেরিতেরা করেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য বোধ হয়। রুসো নামক অতি দুষ্ট যে এক ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মের শত্রু ছিল, সে তাঁহার চরিত্রের বিষয়ে ইহা লিখিয়াছে, যথা, "যীশু খ্রীষ্টের "কথা কি অনুপযুক্ত উদ্‌যোগের কিম্বা অহঙ্কারের বা বৈ-"ধর্ম্মের কথা? তিনি কেমন মৃদুতা, কেমন সাধুতা দেখা-"ইয়াছেন; তাঁহার উপদেশ সকল কেমন মনোহর ও "মিষ্ট; তাঁহার আজ্ঞা সকল কেমন মাহাত্ম্যের প্রমাণ; "তাঁহার কথোপকথনে কেমন পরিণামদর্শিতা প্রকাশ "পায়; তিনি কি পর্য্যন্ত সপ্রতিভ ছিলেন; তাঁহার "উত্তর সকল কেমন যথার্থ ও সূক্ষ্মবুদ্ধির কথা; তিনি "কত পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের দমন করিতেন; তাঁহার ন্যায় "ক্লেশ ও মৃত্যু ভোগ করিতে হইলে তাঁহার ন্যায় স্থির-"চিত্ত ও ধৈর্য্য থাকিতে পারেন, এমন জ্ঞানবান লোক

কোথায়?" এইং প্রকার আরও অনেক কথা লিখিয়াছে, এবং তাহার বিচার যথার্থ ইহা সকলকে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কল্পিত উত্তম লোকের কল্পিত চরিত্র নানা দেশের নানা জ্ঞানি লোক লিখিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কল্পিত উত্তম লোকদের মধ্যে এক জনও যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ ও উত্তম পুরুষ নহে। তবে নিবেদন করি, করগ্রাহী যে মথি, ও মৎস্যধারী যে যোহন, ও সামান্য লোক যে মার্ক ও লূক, ইহাঁরা কেমন করিয়া এমন উত্তম পুরুষের বর্ণনা করিয়াছেন? বিশেষতঃ একপরামর্শ ব্যতিরিক্ত তাঁহাদের লিখিত চারি বর্ণনাতে কেমন করিয়া এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য জন্মিয়াছে? অতি জ্ঞানবান লোকেরা যাঁহার তুল্য কোন সাধু পুরুষের কল্পিত বিবরণ লিখিতে সমর্থ হয় নাই, এমত পরমসাধু যীশু খ্রীষ্টের কথা কল্পনা করা তাঁহাদেরই সাধ্য হইল, ইহা কি সম্ভব বোধ হয়? তাহা নহে। তাঁহারা যে ব্যক্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি কোন কল্পিত পুরুষ নহেন, তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন, এবং যে সময়ে প্রায় তাবৎ জগতের লোক অত্যন্ত দুষ্ট ছিল, এমত সময়ে দুষ্ট সকলের মধ্যে অতি দুষ্ট যে যিহূদি লোক তাহাদের দেশে তিনি আপন সাধুতারূপ তেজ প্রকাশ করিলেন। এবং তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গী হইয়া কিম্বা সঙ্গিদের মুখাৎ তাঁহার বিষয়ক সমাচার শুনিয়া মথি প্রভৃতি তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহার অন্তর ও আচরণ এমন আশ্চর্য্য তাঁহার

ইতিহাস ও ক্রিয়া ও উপদেশকথাও আশ্চর্য্য হওয়া কি অসম্ভব বোধ হইবে?

(১) প্রথম ভাগ। খ্রীষ্টের জন্মের ও মৃত্যুর ও পুনরুত্থানের কথা।

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম আশ্চর্য্যরূপে হইয়াছিল, অর্থাৎ মনুষ্যদের মধ্যে কেহ তাঁহার পিতা হয় নাই, তিনি ঈশ্বরের শক্তিপ্রকাশে মরিয়ম নাম্নী কন্যার গর্ব্ভে জাত হইলেন, এই কথা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত আছে। এবং তাহা যে সত্য ইহার প্রমাণ দিতেছি।

মথি ও লূক নামে দুই জন সেই কথা বলেন। এবং তাঁহার মাতার নাম মরিয়ম ও তাঁহার পোষক পিতার নাম যূষফ ছিল, এই কথাও দুই জন বলেন। এবং যীশুর জন্ম বৈৎলেহম নগরে হইল, তাহার দুই প্রমাণ দেন, ফলতঃ যূষফ ও মরিয়ম নাম লিখিয়া দিবার জন্যে তথায় গিয়াছিল, এই এক প্রমাণ; এবং তথাকার শিশু সকল বৃদ্ধ হেরোদকর্ত্তৃক হত হইল, এই দ্বিতীয় প্রমাণ। ঐ নাম লেখা রাজকর স্থির করণার্থে হইল, সুতরাং যত লোকের নাম লেখা গেল, সেই সকলের নাম লিখিত হইয়া রক্ষিত হইল, তাহাতে যূষফের ও মরিয়মের নাম লিখিত আছে কি না, ইহার অনুসন্ধান করা দুষ্কর ছিল না। এবং হেরোদের পৌত্র ও প্রপৌত্রের জীবদ্দশাতে ঐ সকল শিশুদের বধ বিষয়ে তাহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ অর্পণ করিতে কাহার সাহস হইতে পারিল? আর তথাকার মেষপালকেরা স্বর্গীয়দূতের প্রতিযোগে ক্ষেত্রেতে আশ্চর্য্য দর্শন পাইয়া গ্রামে প্র-

বেশ করিয়া শিশুকে দেখিয়াছিল, ইহার সত্য মিথ্যা অবশ্য জানা যাইতে পারিল, যেহেতুক বৈৎলেহম গ্রাম যিরূশালম নগরহইতে কেবল চারি পাঁচ ক্রোশ দূর ছিল। তদ্ভিন্ন সিখরিয় ও ইলীশেবা ও শিমিয়োন ও হন্না, এই যে চারি জনের কথা যীশুর জন্মবিবরণের সহিত সংলগ্ন আছে, তাহাদের সেই কথার সত্য মিথ্যাও অতি অনায়াসে জানা যাইতে পারিল; তাহাদের নামের উল্লেখ না হইলে সন্দেহ জন্মিতে পারিত, কিন্তু যাহার নাম ও কর্ম্ম ও লোকদের সাক্ষাতে উক্ত কথা প্রকাশ করা যায়, এমত লোক হইয়াছে কি না, তাহা পঞ্চাশ কি যাইট বৎসর পর্য্যন্ত সাক্ষিদের কিম্বা তাহাদের জ্ঞাতি ও সন্তানদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞাত হওয়া কঠিন নহে। এবং যীশুর বাল্যকালাবধি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত যূষফ ও মরিয়ম ও যীশু আপনি ও তাঁহাদের কুটুম্ব যে নাসরৎ নগরে বাস করিতেন, সেই নাসরৎ নগরে জিজ্ঞাসা করা দুষ্কর ছিল না। তাহাতে যদ্যপি এমত জিজ্ঞাসাদ্বারা যীশুর জন্মের গুপ্ত কথা সকল জানা যাইতে পারিল না, তথাপি যে সকল উপায়দ্বারা তাহা জানা যাইতে পারে, এমত উপায় লোকেরা যাইতে পারিল। মথি ও লূক যদি কল্পিত বিবরণ লিখিতেন, তবে আপনাদের কথার মিথ্যাত্ব দেখাইবার এক উপায় আপনারা প্রকাশ করিতেন না, বরঞ্চ বৈৎলেহম ও নাসরৎ ও হেরোদ ও সিখরিয় ও ইলীশেবা ও শিমিয়োন ও হন্না, এই সকলের নাম গুপ্ত রাখিতেন। ইহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় ঐ সকল বিবরণ সত্য।

আরও প্রমাণ এই। অবিবাহিতা কন্যার গর্ভ হওয়া অতি লজ্জার বিষয়, এবং যিহূদি লোকদের মধ্যে সেই দোষে দোষিণী কন্যা বধযোগ্যারূপে গণিতা হইত, তাহা কেবল নহে, বরং এমত পাপেতে জাত ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি বংশও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত অপমানগ্রস্ত থাকিত। অতএব বিবাহ হওনের পূর্ব্বে মরিয়মের গর্ভ হইয়াছিল, এই রূপে যীশুর জন্ম হইল, এমন কথা কহিতে যীশুর মতাবলম্বি লোক সকল অবশ্য সাবধান হইয়া থাকিবে। তথাপি অতি আশ্চর্য্যরূপে ঈশ্বরের শক্তিতে মরিয়মের গর্ভ হইয়াছিল, ইহা তাঁহারা লিখিয়াছেন। এমত কথা শুনিয়া অনেকে মরিয়মকে ও যীশুকে পরিহাস করিবে, ইহা যেমন আমরা বুঝিতে পারি, মথি ও লূক তাহা কি তদ্রূপ বুঝিতে পারিলেন না? আর এই কথার সত্য মিথ্যা অনেকে অনুসন্ধান করিবে, মিথ্যা হইলে আর কেহ খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিবে না, ইহাও কি তাহাদের বোধগম্য হইল না? বিবাহের পূর্ব্বে যূষফের ও মরিয়মের সংসর্গ হইলে যদি যীশুর জন্ম হইত, তবে তাহা গুপ্ত করিলে গুপ্ত থাকিত, এবং প্রকাশ করিলে অল্প ক্ষতি হইত, কিন্তু অন্য কোন পুরুষ যদি যীশুর পিতা হইত, তবে যূষফ তাঁহার মাতাকে বিবাহ না করিয়া ত্যাগ করিতেন। যাহা হউক, যে প্রকার কথা মথি ও লূক লিখিয়াছেন, সে প্রকার কথা কল্পনা করিয়া লিখিতে কোন মতে তাঁহাদের সাহস হইত না। কারণ সেই কথা সত্য হইলেও অনেকে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তৎপ্রযুক্ত যীশুর ও মরিয়মের

অপমান করিবে, মিথ্যা হইলে সকলে অপমান করিবে এমন বিবেচনা তাঁহারা করিতে পারিলেন। এবং অন- র্থক রূপে যীশুর ও তাঁহার মাতার ও তাঁহার স্থাপিত ধর্ম্মের নিন্দা জন্মাইতে তাঁহারা অবশ্য অসম্মত ছিলেন।

সম্প্রতি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর বিষয়ে বিবেচনা করা যাইতেছে। তাঁহার মৃত্যুর যে বিবরণ, সেই বিবরণের ক্ষুদ্র২ কথা সকলের পরীক্ষা লইব না, কেবল দুই কথার অনুসন্ধান করিব। প্রথম, যীশু নামক যে ব্যক্তি তিন বৎসর পর্য্যন্ত নানা স্থানে শিক্ষা দিয়াছিলেন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি কি ক্রুশে বদ্ধ হইলেন? দ্বিতীয়, তিনি কেবল মৃতবৎ না হইয়া কি নিতান্ত প্রাণত্যাগ করিলেন?

প্রথম কথার উত্তর অতি স্পষ্ট। যীশুর যে শত্রুরা তাঁ- হাকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিল, তাহারা তাঁহাকে অবশ্য চিনিতে পারিল, এবং তিনি যে কোন মতে রক্ষা পান ও অন্য কেহ তাঁহার পরিবর্ত্তে ক্রুশে বদ্ধ হয়, ইহাতে তাহারা কখনো সম্মত হইত না। যখন তিনি ক্রুশে টা- ঙ্গান ছিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে চিনিয়া বিদ্রূপ ও পরিহাস করিল। যাহারা ক্রুশেতে বদ্ধ হইত, তাহারা ভূমিহইতে দুই তিন হাত ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইত, অত- এব যীশু যখন ক্রুশেতে বদ্ধ ছিলেন, তখন ভূমিহইতে কিছু উচ্চ প্রযুক্ত যে সহস্র২ লোক নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা সকলে একেবারে তাঁহাকে দেখিতে পা- ইল, তাহাতে যিনি গত তিন বৎসর আমাদের নগর ও গ্রাম সকল ভ্রমণ করিতে২ অসংখ্য লোকদের না-

আতে উপদেশ দিয়াছিলেন ও নানা অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তিনিই এখন ক্রুশে টাঙ্গান আছেন, ইহা তাহারা স্ব ২ চক্ষুর প্রমাণে জানিতে পারিল, বিশেষতঃ তিনি সম্পূর্ণ তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত দিনের আলোতে ক্রুশে টাঙ্গান হইয়া রহিলেন, এই জন্যে আরও উত্তমরূপে নিশ্চয় করিতে পারিল। আর অনেক রোমীয় সিপাহি লোক সেই স্থান রক্ষা করিতেছিল, তাহাতে যদিও কিছু কাল পর্য্যন্ত সূর্য্য অন্ধকারময় হইল, তথাপি যীশুকে ক্রুশহইতে নামাইতে কাহারো সাহস জন্মিতে পারিল না। অতএব মুসলমান লোক যাহা বলুক, যিনি ক্রুশেতে বদ্ধ হইলেন তিনি যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন, ইহার কোন সন্দেহ নাই।

আর তিনি ক্রুশেতে কেবল মৃতবৎ না হইয়া মরিলেন, ইহারও স্পষ্ট প্রমাণ আছে। যে কোন লোক বৃক্ষেতে কিম্বা কোন কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হইয়া মরে, সেই ব্যক্তির মৃত দেহ সূর্য্যের অস্তগত হওনের পূর্ব্বে নামাইতে যিহূদীরদের রীতি ছিল, যেহেতুক তাহা না করিলে ভূমি অপবিত্র হইবে, ইহা ঈশ্বর কহিয়াছিলেন। তাহাতে যোহন কহেন, যে দিনে যীশু ক্রুশে বদ্ধ হইলেন, "সেই "দিন আয়োজন দিন, এই প্রযুক্ত পরদিন বিশ্রামবারে "দেহ যেন ক্রুশের উপরে না থাকে, কেননা ঐ বিশ্রাম- "দিন বড় দিন ছিল, এই নিমিত্তে যিহূদীয়েরা পীলা- "তের নিকটে গিয়া তাহাদের পা ভাঙ্গিবার ও তাহা- "দের লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। অতএব "সেনাগণ আসিয়া যীশুর সঙ্গে ক্রুশে হত প্রথম ও দ্বি-

"দুই চোরের পা ভাঙ্গিল; কিন্তু যীশুর নিকটে গিয়া
"তিনি মৃত বটেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিল
"না। পরে এক জন সেনা বড়শাঘাতে তাঁহার কুক্ষি-
"দেশ বিদ্ধ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাহইতে রক্ত এবং
"জল নির্গত হইল। যে ব্যক্তি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে, সে
"আপনি দেখিয়াছে ও তাহার এই সাক্ষ্য সত্য; আর
"তাহার কথা সত্য ও তোমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে যোগ্য,
"তাহা সে জ্ঞাত আছে।" এবং মার্ক কহেন, "অনন্তর
"সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, আয়োজন দিবস অর্থাৎ
"বিশ্রামবারের পূর্ব্বদিবস হওয়াতে অরিমথীয় যূষফ
"নামক সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আসিয়া পীলাতের নিকটে নির্ভয়ে
"গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিল। কিন্তু তিনি এত শীঘ্র
"মরিয়াছেন, পীলাত এ কথা অসম্ভব বোধ করিয়া শত-
"সেনাপতিকে ডাকিয়া, তিনি কত ক্ষণ মরিয়াছেন, ইহা
"জিজ্ঞাসা করিল। তাহা শতসেনাপতির প্রমুখাৎ অব-
"গত হইয়া যূষফকে যীশুর দেহ দিল।" ইহার পরে
তাহার মৃত্যুর বিষয়ে আর কে সন্দেহ করিতে পারে?
তৎকালে রাত্রি হয় নাই, যেহেতুক যিহূদীরদের যে বি-
শ্রামবারে কোন কর্ম্ম করা অনুচিত ছিল, সেই বিশ্রাম-
বারের আরম্ভ সূর্য্যের অস্তগমন সময়াবধি হইত, তা-
হাতে সূর্য্যের অস্তগমনের পূর্ব্বে যীশুর দেহ কবরে
রাখিতে হইল।

প্রভু যীশু যে নিতান্ত হত হইয়া মরিয়াছিলেন, ইহার
আর এক দৃঢ় প্রমাণ হইয়াছে প্রভুর ভোজন। এই
যে রীতি খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে তৎকালাবধি

রচিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদারা তাহারা তাঁহার মৃত্যু প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। তিনি যদি না মরিলেন, তবে সেই রীতি নিতান্ত নিরর্থক হইল, কিন্তু তৎকালাবধি খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল এমন নিরর্থক রীতি মানে, এ অত্যন্ত অসম্ভব।

তৃতীয় দিনে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পুনরায় সজীব হইয়া কবর ত্যাগ করিয়া বার ২ শিষ্যদের নিকটে দর্শন দিলেন, ইহারও প্রমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য। মথি ও মার্ক ও লূক ও যোহন এই চারি জন ঐ ঘটনার যে চারি বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা সকলই এই স্থানে পুনরায় লিখিব না, কেবল ইহা বলিব, সেই চারি বিবরণের যে ঐক্য আছে তাহা বিবেচনা করিলে বোধগম্য হয়। তবে যে ২ প্রমাণ দিলে যথেষ্ট বোধ হয়, তাহা এই ২। যীশু পুনরায় উঠিয়াছেন, ইহা তাঁহার শিষ্যেরা এমত অসম্ভব জ্ঞান করিলেন, যে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রায় পারিলেন না, এবং অতি স্পষ্ট প্রমাণ না পাইলে তাঁহারা কোন মতে বিশ্বাস করিতেন না। ইহার উদাহরণ থোমা নামক শিষ্য। তাহার বিষয়ে যোহন লিখেন, যথা; যে সময়ে যীশু প্রথম বার আপন একত্রীভূত শিষ্যদিগকে দর্শন দিলেন, "সেই সময়ে থোমা তাহাদের সঙ্গে ছিল "না, অতএব আমরা প্রভুকে দেখিলাম, এ কথা অন্য "শিষ্যেরা তাহাকে কহিলে পর সে বলিল, তাঁহার "হস্তে প্রেকের চিহ্ন দেখিয়া প্রেকের সেই চিহ্ন অঙ্গুলী- "দ্বারা স্পর্শ না করিলে এবং তাঁহার কুক্ষিদেশে হস্ত না "দিলে আমি বিশ্বাস করিব না। অপর অষ্টম দিবস গত

"হইলে শিষ্যগণ ও থোমা সহিত একত্র হইয়া দ্বার
"রুদ্ধ করিয়া ভিতরে ছিল, এমন সময়ে যীশু উপস্থিত
"হইয়া তাহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, তো-
"মাদের কল্যাণ হউক। পরে থোমাকে কহিলেন, এ
"দিগে অঙ্গুলী দিয়া আমার হস্ত দেখ, এবং হস্ত বা-
"ড়াইয়া আমার কুক্ষিদেশে দেও, এবং অবিশ্বাসী না
"হইয়া বিশ্বাসী হও। তখন থোমা কহিল, হে আমার
"প্রভো, হে আমার ঈশ্বর।" থোমা যে প্রকার দৃঢ়
প্রমাণ চাহিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার পর
আর দৃঢ় প্রমাণ হইতে পারে না।

আর পৌল প্রেরিত ইহা লিখিয়াছেন, যথা, "কবর-
"রুদ্ধ হইলে পর যীশু তৃতীয় দিবসে উত্থান করিলেন,
"এবং অগ্রে কৈফার অর্থাৎ পিতরের কাছে, তাহার
"পর দ্বাদশ শিষ্যের কাছে দর্শন দিলেন, তাহার পর
"কোন সময়ে একত্রীকৃত পাঁচ শত ভ্রাতার অধিক লো-
"কের নিকটেও দর্শন দিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ২
"মহানিদ্রিত আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ অদ্যাপি
"বিদ্যমান আছে।" পৌলের এই বাক্য কোন মতে
মিথ্যা হইতে পারে না।

আর এক প্রমাণ হইয়াছে প্রভুর দিন। যে দিনে প্রভু
যীশু খ্রীষ্ট কবরহইতে উঠিলেন, সেই দিনাবধি খ্রীষ্টী-
য়ান লোকদের মধ্যে সপ্তাহের প্রথম দিন প্রভুর দিন-
রূপে পালিত হইয়া আসিতেছে, যেহেতুক সপ্তাহের
প্রথম দিনে তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন।

"উক্ত সকল প্রমাণদ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ও মৃত্যু

ও পুনরুত্থান, এই তিন ঘটনার বৃত্তান্ত যে সত্য ইহা স্থির হয়।

(২) দ্বিতীয় ভাগ। খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা।

যে আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা হইতেছে, তাহা কেবল অজ্ঞান লোকদের আশ্চর্য্য বোধ হয় এমন নহে, বরং এমত ক্রিয়া করা মনুষ্যের নিতান্ত অসাধ্য, এই জন্যে সর্ব্বদা সকলের আশ্চর্য্য বোধ হয়। মৃত লোককে পুনর্ব্বার প্রাণদান করা মনুষ্যের নিতান্ত অসাধ্য, এবং যদ্যপি ঔষধাদি উপায়দ্বারা রোগগ্রস্ত লোককে সুস্থ করা কিম্বা অন্ধ লোককে দর্শনশক্তি দেওয়া মনুষ্যের অসাধ্য নহে, তথাপি ঐ ঔষধাদি উপায় ব্যতিরেকে কেবল আজ্ঞাদ্বারা তাহা করা মনুষ্যের অসাধ্য বটে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যের অসাধ্য অনেক২ ক্রিয়া আজ্ঞামাত্রদ্বারাতেই নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এবং সেই সকল ক্রিয়াকে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া কহা যায়। তিনি যে এমত ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই ২।

১। তিনি ঐ সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করিতে তাঁহার শত্রুরাও সাহস করিল না, এবং সেই শত্রুদের সাক্ষাতে যীশুর শিষ্যেরা ঐ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার প্রমাণ দিলে তাহাদের রাগ জন্মিল বটে, কিন্তু ঐ কর্ম্ম ও তদ্বিষয়ক প্রমাণ মিথ্যা, ইহা কহিতে পারিল না।

২। তিনি যদি কোন প্রবঞ্চনাদ্বারা ঐ সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতেন, তবে তাঁহার অন্য শত্রুরা যদ্যপি তাহা জানিতে পারিত না, তথাপি ইস্কারিয়োতীয় যিহূদা অবশ্য

তাহা জানিত, যেহেতুক সে তিন বৎসর পর্য্যন্ত যীশুর সঙ্গী ছিল, এবং টাকার থলী তাহার হস্তে ছিল। টাকা ব্যয় না করিলে যীশু প্রবঞ্চনা করিতে পারিতেন না, এবং টাকা ব্যয় করিলে যিহূদা তাহা জ্ঞাত হইত, এবং যে সময়ে আপন প্রভু যীশুকে বিক্রয় করিল, সেই সময়ে তাঁহার শত্রুদের নিকটে তাহা প্রকাশ করিত। কিন্তু যীশু নিতান্ত নির্দ্দোষ ইহা যিহূদা স্বীকার করিল, এবং এমন নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কারণ আমিই হইলাম, ইহা বলিয়া নৈরাশ্য প্রযুক্ত আত্মঘাতক হইল।

৩। যে সময়ে চারি সুসমাচার লিখিত হইল, সেই সময়ে ঐ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার সত্য মিথ্যা জানা দুষ্কর ছিল না, ইহার প্রমাণ।

সেই ক্রিয়া অল্প ছিল না, অসংখ্য ছিল, ইহা সুসমাচারলেখকেরা বলেন। এমত অদ্ভুত ক্রিয়া যদি অসংখ্য হয়, তবে যে দেশে হয় সেই দেশ তাহার জনরবে ব্যাপ্ত হয় ও সেই জনরব অনেক বৎসর পর্য্যন্ত থাকে।

সেই সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া গুপ্ত স্থানে করা যায় নাই, বরং শত২ এবং সহস্র২ লোকের সাক্ষাতে করা গিয়াছিল, এবং এক স্থানেও নয়, অনেক২ স্থানে করা গিয়াছিল। ইহা যদি মিথ্যা হইত, তবে প্রেরিতেরা তাহা প্রকাশ করিতেন না।

যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়ার ফল অনেক বৎসর পর্য্যন্ত থাকিল। তিনি যে কএক মৃত লোককে জীবনদান করিলেন, তাহাদের মধ্যে যায়ীরের কন্যা কেবল বা-

রো বৎসর বয়স্কা ছিল, এবং নায়িন নগর নিবাসিনী বিধবার অদ্বিতীয় পুত্রও যুবলোক ছিল। তাহাতে তাহারা পুনর্জীবিত হওনের পরে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকাতে যে সময়ে সুসমাচার লিখিত হইল, সেই সময়েও বিদ্যমান ছিল এমন বোধ হয়। তদ্রূপ যে সকল রোগগ্রস্ত লোক যীশু কর্তৃক সুস্থ হইল, তাহারা কেবল এক কি দুই দিন পর্য্যন্ত সুস্থ থাকিল, এমত নহে, যাবজ্জীবন ঐ উপকারের ফল ভোগ করিতে পাইল। অতএব ঐ সকল লোকের কিম্বা তাহাদের সন্তানাদি জ্ঞাতি কুটুম্ব লোকদের জীবদ্দশাতে তাহাদের বিষয়ে মিথ্যাকথা কহিতে প্রেরিতদের সাহস হইত না।

যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া যে২ স্থানে করা গিয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা যে২ লোকেরা উপকৃত হইয়াছিল, এমত অনেক স্থানের ও লোকের নাম ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। সেই সকল নাম প্রকাশ করিতে কেবল সত্যবাদি সাক্ষির সাহস হইতে পারিল, যেহেতুক মিথ্যা কহিলে ঐ নামদ্বারা মিথ্যা প্রকাশ হইত।

৪। যীশু খ্রীষ্ট যে২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিলেন, তাহা কোন প্রবঞ্চনার ফল নহে, ইহার অন্য২ নানা প্রমাণ আছে, তাহা এই২।

প্রবঞ্চক লোক ধনাদি সাংসারিক লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা যীশুর এমন লাভ হয় নাই।

যে প্রবঞ্চক লোক লাভের চেষ্টা না করে, সে পরের উপকারও চেষ্টা করে না, বরঞ্চ আপন অহঙ্কার প্রকাশ

করিয়া থাকে, কিম্বা প্রশংসা পাইতে চাহে, কিন্তু যীশু তাহাও করেন নাই।

প্রবঞ্চক লোক গুপ্ত রূপে কিম্বা অন্ধকারে অল্প লোকের সাক্ষাতে আপন নৈপুণ্য দেখায়, কিন্তু যীশুর সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ রূপে শত২ লোকের দৃষ্টিতে করা গেল।

প্রবঞ্চক লোক উপায়ের অভাবে অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে পারে না, এবং বিলম্ব না করিলে সেই উপায় প্রস্তুত হয় না, কিন্তু যীশু আজ্ঞামাত্রদ্বারা অবিলম্বে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেন।

শেষ প্রমাণ এই। যীশুর আজ্ঞাতে যে স্থানে আশ্চর্য্য ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল, সেই স্থানে তিনি আপনি তৎকালে উপস্থিত না হইয়া বরং দূরস্থিত কোন স্থানে ছিলেন, বার২ এমন ঘটিল। তিনি যদি প্রবঞ্চক হইতেন, তবে তাঁহার আজ্ঞার গুণ দূরস্থ স্থানে প্রকাশ পাইত না।

উক্ত সকল প্রমাণ নানা উদাহরণদ্বারা অতি স্পষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়াছে, তাহারা উপযুক্ত উদাহরণ আপনারা মনে করিবে, এবং যাহারা পাঠ করে নাই, তাহাদের জ্ঞানার্থে উদাহরণ দেওয়া অনেক বিলম্বের কর্ম্ম, এই জন্যে উদাহরণ প্রকাশ করা যায় নাই।

(৩) তৃতীয় ভাগ। যীশু খ্রীষ্টের উপদেশ বিষয়ক কথা

চারি সুসমাচারেতে যীশু খ্রীষ্টের অনেক উপদেশ-কথা লিখিত আছে, বিশেষতঃ সামান্য লোকসমূহের সাক্ষাতে তিনি যে২ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা মথির

গ্রন্থে, এবং যিরূশালম নিবাসি লোকদের ও আপন শিষ্যগণের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা যোহনের গ্রন্থে লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন মার্ক ও লূকও তাঁহার অনেক উপদেশকথা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল উপদেশাদি কথা যে প্রেরিতদের কল্পিত না হইয়া যীশুকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কিছু২ কহা যাইতেছে।

যীশু খ্রীষ্ট কি২ প্রকার কথাদ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ঐ প্রেরিতেরা অবশ্য জ্ঞাত ছিলেন, এবং অন্য২ লোক অপেক্ষা তাঁহারাই উত্তমরূপে তাহা প্রকাশ করিতে পারক হইলেন, যেহেতুক যাহারা চারি পাঁচ বার যীশুর উপদেশ শুনিয়াছিল, এমন সহস্র২ লোক ছিল বটে, কিন্তু তিন বৎসর ক্রমে তিনি যত উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সমস্তের শ্রোতা কেবল বারো জন প্রেরিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে মথি ও যোহন দুই জন। আর প্রেরিতদের প্রমুখাৎ মার্ক ও লূক সেই সকল উপদেশের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, ইহাও সপ্রমাণ। অতএব খ্রীষ্টের উপদেশ জ্ঞাত হওনের যদি কোনই উপায় থাকে, তবে উক্ত চারি জন সেই উপায় প্রাপ্ত ছিলেন।

তাঁহারা যীশু খ্রীষ্টের নামে যে২ উপদেশকথা প্রকাশ করেন, সেই সকলই এক ব্যক্তির কথা, ইহা স্পষ্ট, যেহেতুক সেই সকল কথার অভিপ্রায় এবং ধারা এক। মনুষ্যেরা যেন পাপ ত্যাগ করণ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে প্রেম করে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, সেই সকল কথার

এই অভিপ্রায়। এবং তাহার ধারা এই, তিনি প্রায় সকল লোকের প্রতি প্রেম দেখান, বিশেষতঃ নম্র পাপি লোককে আশ্বাস দেন, তথাপি যাহারা কপটী ও কঠিনমনা, তাহাদের দণ্ডনীয়তা অতি ভয়ানক কথা-দ্বারা প্রকাশ করেন, এবং দৃশ্য ও চক্ষুর্গোচর বস্তু দৃষ্টা-ন্তরূপে ব্যবহার করিয়া সেই দৃষ্টান্তদ্বারা অদৃশ্য বস্তু বিষয়ক জ্ঞান জন্মান। এমন হইলে যদ্যপি চারি সুস-মাচারেতে বিশেষ ২ কথা হইত, তথাপি সেই সকল একই প্রকার হওয়াতে, এবং তাহার অভিপ্রায়ও একই হওয়াতে সেই সকল কথা যে এক ব্যক্তির কথা, ইহা সপ্রমাণ হইত।

চারি সুসমাচারেতে যে ২ উপদেশ কথা আছে, তা-হার মধ্যে অনেক কথা দুই তিন বার এবং কোন২ কথা চারি বার লিখিত আছে, এবং ঐ তিন চারি বৃত্তান্তের পরস্পর আশ্চর্য্য ঐক্য হয়। ইহার উদাহরণ বীজবাপ-কাদির দৃষ্টান্তকথা, ও প্রভুর ভোজন নিরূপিত হওনের বৃত্তান্ত। আর মথি ও মার্ক ও লূক এই তিন জন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যোহন প্রায় লিখেন নাই, ইহা সত্য বটে, তথাপি তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত কোন ২ উপ-দেশকথা যোহনও লিখিয়াছেন, তাহার উদাহরণ, "দরি-"দ্রেরা তোমাদের নিকটে সতত থাকে, কিন্তু আমি তো-"দের নিকটে সতত থাকি না," যীশুর এই বচন মথি ও "মার্ক লিখিয়াছিলেন, এবং যোহনও লিখিয়াছেন। অন্য উদাহরণ, "যে জন আপন প্রাণকে প্রিয় জ্ঞান "করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে জন ইহলোকে

"আপন প্রাণকে অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত পরমায়ু
"পাইতে তাহা রক্ষা করিবে। কেহ যদি আমার সে-
"বক হইতে চাহে, তবে সে আমার পশ্চাদ্গামী হউক,"
এই যে কথা যোহন লিখিয়াছেন, তাহার তুল্য কথা
মথির ও মার্কের ও লূকের সুসমাচারেতেও পাওয়া
যায়। অন্য উদাহরণ, "কর্ত্তাহইতে দাস বড় নয়, এবং
"প্রেরকহইতে প্রেরিত বড় নয়," এই প্রকার কথা চারি
সুসমাচারেতেই পাওয়া যায়। আর যীশু যে দয়ালু ও
বিশ্বস্ত মেষপালকস্বরূপ, এবং এ জগৎ যে ঈশ্বরের
শস্যক্ষেত্রস্বরূপ, ও ধর্ম্মোপদেশকেরা যে শস্যের ছেদক-
স্বরূপ, এই প্রকার কথাও চারি সুসমাচারেতে পাওয়া
যায়। ইহাতে চারি জন যীশুর উপদেশকথা যথার্থরূপে
প্রকাশ করিয়াছেন, এমন প্রমাণ হয়।

আরও স্পষ্ট প্রমাণ এই, যীশুর উপদেশকথা অপূর্ব্ব ও
অনুপম, ইহা যেমন তাঁহার বর্ত্তমান কালে লোকেরা
স্বীকার করিয়াছিল, তদ্রূপ এখনও স্বীকার করিতে হয়।
তবে তাঁহার উপদেশ যে মথি প্রভৃতি সামান্য ও অবি-
দ্বান লোকদের কল্পিত, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। সেই
উপদেশকথা যদি তাঁহাদের নিজ কথা হইত, তবে
সেই কথার ফলস্বরূপ প্রশংসা ও সমাদর আপনারা
ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইতেন। কিন্তু যাহাদের গ্রন্থে
এমন অনুপম ও অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা আছে, তাহারা
সেই কথা যদি আপনাদের না বলিয়া যীশুকর্ত্তৃক উক্ত
কথারূপে প্রকাশ করে, তবে সেই সকল কথা যীশুর
বটে ইহা অবশ্য সপ্রমাণ হয়।

এই স্থান পর্য্যন্ত যে সকল কথা লিখিয়াছি, তাহা-দ্বারা চারি সুসমাচার ও প্রেরিতদের ক্রিয়া যে সত্য ও বিশ্বাসের যোগ্য, ইহা সপ্রমাণ হয়। এতদ্বিষয়ের আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া দুষ্কর নহে, কিন্তু এমন বিস্তারিত প্রমাণেতে কি প্রয়োজন? যাহা লিখিয়াছি, তাহাই আমাদের ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তিমূলস্বরূপ, এবং এই ভিত্তিমূলের উপরে যে গাঁথনি নির্ম্মিত হয়, তাহাও তদ্রূপ দৃঢ় হইবে।

আমরা যে২ কথা প্রকাশ করিয়াছি, সেই সকল কথার ফল চারি সুসমাচার ও প্রেরিতদের ক্রিয়ার বি-বরণ পাঠ করিলে আপনি জন্মে। যে কেহ ঐ পাঁচ পুস্তক পাঠ করে, তাহার জ্ঞানচক্ষু যদি প্রসন্ন হয়, তবে ঐ পাঁচ পুস্তক যে সত্য, ইহা সে আপনি বুঝিয়া স্বীকার করিবে। এই নিমিত্তে বোধ হয় যে সকল লোক খ্রী-ষ্টধর্ম্মের সত্য মিথ্যা বিষয়ে সন্দেহ করে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সরলমনা, তাহাদিগকে উক্ত পাঁচ পুস্তক পাঠ করিতে পরামর্শ দেওয়া অতি উত্তম।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রেরিত এক উপদে-শক, এবং তাঁহার উপদেশও ঈশ্বরীয়, ইহার প্রমাণ।

আমি কোন সামান্য মানুষ না হইয়া ঈশ্বরহইতে আগত ও তাঁহার প্রেরিত এক উপদেশক, কেবল তাহা

নহে, বরং আমি ঈশ্বরের পুত্র, এবং আমার উপদেশ ঈশ্বরীয় উপদেশ, এমত কথা যীশু খ্রীষ্ট অনেক বার কহিয়াছেন। ইহার কএকটি উদাহরণ লিখিতেছি।

"এই উপদেশ আমার নিজের নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার।" যোহন ৭; ১৬।

"আমি আপনাহইতে আসি নাই, কিন্তু যিনি সত্যবাদী তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাকে তোমরা জান না; আমি তাঁহাকে জানি; আমি তাঁহার নিকটহইতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছি।" যোহন ৭; ২৮,২৯।

"আমার প্রেরণকর্ত্তা তিনি সত্যবাদী, তাঁহার নিকটে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই জগজ্জনকে কহিতেছি।" যোহন ৮; ২৬।

"পিতা যেমন শিক্ষা দেন, তদনুসারে এই কথা কহি।" যোহন ৮; ২৮।

"আমি ঈশ্বরের প্রমুখাৎ সত্য কথা শ্রবণ করিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি।" যোহন ৮; ৪০।

"আমি ঈশ্বরহইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি, আপনাহইতে আসি নাই, তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" যোহন ৮; ৪২।

"যে জন আমাতে বিশ্বাস করে, সে কেবল আমাতেই বিশ্বাস করে তাহা নয়, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাতেও বিশ্বাস করে; এবং যে জন আমাকে দর্শন করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই দর্শন করে।" যোহন ১২; ৪৪,৪৫।

"আমি আপনাহইতে কিছু কহি নাই; কি২ কহিতে হয় ও কি২ উপদেশ দিতে হয়, তাহা আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, আর তাঁহার সেই আজ্ঞা যে জীবনদায়ক ইহা আমি জানি; অতএব আমি যে কিছু কহি তাহা পিতা যেমন আজ্ঞা করিয়াছেন তেমনি কহি।" যোহন ১২; ৪৯,৫০।

যীশুর এই প্রকার অন্য২ কথা যোহনের সুসমাচারে লিখিত আছে, এবং কেবল যোহনের এমন নহে, অন্য তিন সুসমাচারেতেও আছে, যথা,

"যে কেহ আমাকে গ্রাহ্য করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করে।" মথি ১০; ৪০। মার্ক; ৯; ৩৭। লূ ৯; ৪৮। যোহন ১৩; ২০।

"যে ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই অবজ্ঞা করে।" লূক ১০; ১৬।

"পিতাকর্ত্তৃক আমার নিকটে সকলই সমর্পিত আছে; আর পিতা বিনা আর কেহ পুত্রকে জানে না, এবং পুত্র বিনা আর কেহ পিতাকে জানে না; কেবল পুত্র আপনার ইচ্ছাতে যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করেন, সেও তাঁহাকে জানে।" মথি ১১; ২৭।

আর এক গৃহস্থ আপন ক্ষেত্রস্থ কৃষক লোকদের নিকটে বার২ বৃথা কোন দাসকে পাঠাইয়া শেষে আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে তাহাদের নিকটে পাঠাইলেন, এই যে দৃষ্টান্তকথা মথি ও মার্ক ও লূক এই তিন জন লিখিয়াছেন, সেই দৃষ্টান্তের অর্থ এই, ইস্রায়েল্ লোক ক্ষেত্রস্বরূপ, ও তাহাদের প্রধান লোক কৃষকস্বরূপ, ও

ঈশ্বর গৃহস্থস্বরূপ, ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাঁহার প্রেরিত দাস, ও যীশু তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্র। তাহাতে সেই দৃষ্টান্ত-দ্বারা যীশু আপনাকে পিতাকর্তৃক প্রেরিত ঈশ্বরের অদ্বি-তীয় পুত্র করিয়া প্রকাশ করেন।

আর যে সময়ে যিহূদীয়দের সভাস্থ মহাযাজকাদি প্রধান লোকেরা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইল, সেই সময়ে মহাযাজক তাঁহাকে অমর ঈশ্বরের দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র? তাহাতে তিনি কহিলেন, যথার্থ কহিতেছ, আমি সেই বটি।" (লূক ২২; ৭০।) এবং তাঁহার সেই প্রকার কথা প্রযুক্ত যিহূ-দীয়েরা যেমন পূর্ব্বে বার২ তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তদ্রূপ অবশেষে ঐ কারণেতেই তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল।

অতএব আমি ঈশ্বরের প্রেরিত এক উপদেশক এবং ঈশ্বরের পুত্র, এবং আমার উপদেশ ঈশ্বরীয়, ইহা স্বী-কার করণের ফল প্রাণদণ্ড হইবে, তাহা জানিয়াও যীশু তাহা স্বীকার করিলেন। ইহাতে তিনি যে সরলমনা হইয়া আপনি সেই কথা সত্য করিয়া জানিলেন, তাহা অতি স্পষ্ট। কিন্তু কেবল আমার সাক্ষ্যেতে সেই কথা সপ্রমাণ হয় না, ইহা যীশু উত্তমরূপে বুঝিলেন। এই জন্যে সেই কথার যে২ প্রমাণ, তাহা বিবেচনা করিতে ও তাহার পরীক্ষা লইতে যিহূদীয়দিগকে বার২ আজ্ঞা করিলেন, ইহার উদাহরণ।

"আপনার বিষয়ে যদি আপনি সাক্ষ্য দি, তবে সে সাক্ষ্য গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু আমার বিষয়ে অন্য এক

জন সাক্ষ্য দিতেছেন, এবং আমার বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য যে সত্য, ইহাও আমি জানি। তোমরা যোহনের নিকটে লোক প্রেরণ করিলে সে সত্য কথার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। কিন্তু যোহনের সাক্ষ্যহইতে আমার গুরুতর সাক্ষ্য আছে; পিতা যে আমাকে প্রেরণ করিলেন, ইহাতে তিনি যে ২ কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে আমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, অর্থাৎ যে ২ কর্ম্ম আমি করিতেছি, তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। আর যে পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আপনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। ধর্ম্মপুস্তকের কথা আলোচনা কর; সেই ধর্ম্মপুস্তকও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। যদি তোমরা মূসাকে বিশ্বাস করিতা, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতা, যেহেতুক সে আমার বিষয়ে লিখিয়াছে।" যোহন ৫; ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪৬।

"দুই জন সাক্ষির কথা গ্রাহ্য হয়, ইহা তোমাদের ব্যবস্থাতে লিখিত আছে। আমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিতেছি, আর আমার পিতা যিনি আমাকে প্রেরণ করিলেন, তিনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন।" যোহন ৮; ১৭, ১৮।

"যে জন আপনাহইতে কহে, সে আপনার সম্ভ্রম চেষ্টা করে, কিন্তু যিনি প্রেরণকর্ত্তার সম্ভ্রম চেষ্টা করেন, তিনি সত্যবাদী ও তাঁহাতে কোন অধর্ম্ম নাই।" যোহন ৭; ১৮।

"আমাতে পাপ আছে, তোমাদের মধ্যে কে এমন প্রমাণ দিতে পারে? আর যদি সত্য কথা কহি, তবে

আমাকে কেন প্রত্যয় কর না? যে কেহ ঈশ্বরের লোক, সে ঈশ্বরের কথাতে মনোযোগ করে।" যোহন ৮; ৪৬, ৪৭।

"যে জন তাঁহার অভিমত কর্ম্ম করিবে, আমার উপদেশ আমাহইতে হয় কি ঈশ্বরহইতে হয়, সে জন তাহা জানিতে পারিবে।" যোহন ৭; ১৭।

"বৃক্ষকে যদি ভাল বল, তবে তাহার ফলকেও ভাল বলিতে হয়, আর বৃক্ষকে মন্দ বলিলে তাহার ফলকেও মন্দ বলিতে হয়, কেননা স্ব২ ফলদ্বারা বৃক্ষকে চেনা যায়।" মথি ১২; ৩৩।

"তোমার পাপক্ষমা হইল, কিম্বা তুমি উঠিয়া চল, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ কথা বলা সহজ? কিন্তু পৃথিবীতে পাপমার্জ্জনা করিতে মনুষ্যপুত্ত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্যে (তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে কহিলেন,) উঠ, আপনার শয্যা তুলিয়া গৃহে গমন কর।" মথি ৯; ৫, ৬। মার্ক ২; ৯, ১০। লূক ৫; ২৩. ২৪।

"আপন পিতার নামে যে২ ক্রিয়া করিতেছি, সেই ক্রিয়াই আমার সাক্ষ্যস্বরূপ।" যোহন ১০; ২৫।

"আপন পিতার কর্ম্ম যদি না করি, তবে আমাকে প্রত্যয় করিও না; কিন্তু যদি করি, তবে আমাতে প্রত্যয় না করিলেও কার্য্যেতে প্রত্যয় কর।" যোহন ১০; ৩৭. ৩৮।

"ঐ ঘটনের সময়ে তোমাদের বিশ্বাস যেন জন্মে, এই নিমিত্তে আমি ঐ ঘটনার পূর্ব্বে এখন তোমাদিগকে সংবাদ দিলাম।" যোহন ১৪; ২৯।

"যেরূপ কর্ম্ম কেহ কখনো করে নাই এমন কর্ম্ম যদি তাহাদের সাক্ষাতে না করিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না।" যোহন ১৫ ; ২৪।

"পিতাহইতে নির্গত যে সহায়কে অর্থাৎ সত্যময় আত্মাকে পিতার নিকটহইতে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিব, তিনি আসিয়া আমার বিষয়ে প্রমাণ দিবেন।" যোহন ১৫ ; ২৬।

"যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্ম্মের সংবাদ পাইয়া আপনার দুই শিষ্যকে তাঁহার নিকটে এমন কহিতে পাঠাইল, যাঁহার আগমনের অপেক্ষাতে আছি, তুমি কি সেই জন? কি আমরা অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব? যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা যাও, এবং এই যে সকল শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও। অন্ধেরা দেখিতেছে, ও খঞ্জেরা চলিতেছে, ও কুষ্ঠিরা পরিষ্কৃত হইতেছে, ও বধিরেরা শ্রবণ করিতেছে, ও মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে, ও দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে।" মথি ১১ ; ২-৫।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই ২ বচন এবং ইহার তুল্য অন্য ২ বচনদ্বারা তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র, ও তাঁহার উপদেশ যে ঈশ্বরীয়, ইহার নানা প্রমাণের উল্লেখ তিনি আপনি করিয়াছেন। সেই প্রমাণ এই।

১। যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য।

২। পিতা ঈশ্বরের সাক্ষ্য।

৩। যীশুর কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া

৪। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে লিখিত মূসা প্রভৃতির সাক্ষ্য।

৫। যীশু কর্ত্তৃক উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য।

৬। যীশুর স্বভাবের ও আচরণের উত্তমতা, বিশেষতঃ তাঁহার নম্রতা।

৭। যীশুর উপদেশের উত্তমতা।

এই সাত বিশেষ প্রমাণ মনোযোগের যোগ্য, এ জন্যে আমরা কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে তাহার বিবেচনা করিব, কিন্তু যে শ্রেণীতে এইক্ষণে তাহা লিখিলাম, সেই শ্রেণীর অন্যথা করিয়া বিবেচনা করিব।

১। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে লিখিত মূসা প্রভৃতির সাক্ষ্য অতি স্পষ্ট, এবং যীশু ঈশ্বরীয় উপদেশক ও তাঁহার উপদেশ ঈশ্বরদত্ত, ইহার অতি দৃঢ় প্রমাণ দেখায়। কিন্তু আমরা এই ক্ষণে তাহার বিবেচনা করিব না, তাহার কারণ এই যে ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের কথা এখন পর্য্যন্ত বিবেচনা করি নাই।

২। পিতা ঈশ্বরের সাক্ষ্য। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে থাকিবার সময়ে তাঁহার পিতা ঈশ্বর আপনি আকাশবাণীদ্বারা তিন বার তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন।

প্রথম বার তাঁহার বাপ্তাইজিত হওনের সময়ে। এ বিষয়ে লিখিত আছে। "যীশু তৎক্ষণাৎ জলমধ্য-হইতে উঠিলেন; তাহাতে তাঁহার নিমিত্তে মেঘদ্বার "মুক্ত হইলে তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় "আপনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন। আর "'তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমার পরম "সন্তোষ' এমন এক আকাশবাণী হইল।" এই বিবরণ মথি ও মার্ক ও লূক এই তিন জন লিখিয়াছেন।

দ্বিতীয় বার যীশুর অন্য মূর্ত্তি ধারণ সময়ে। তৎকালে তিনি পিতর ও যাকূব ও যোহন এই তিন জনকে সঙ্গে করিয়া কোন উচ্চ পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখ সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়, ও তাঁহার পরিচ্ছদ দীপ্তির ন্যায় শুক্লবর্ণ হইল, এবং মূসা ও এলিয় এই দুই জন দর্শন দিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিল। "পরে "এক উজ্জ্বল মেঘ সকলকে ছায়া করিল, এবং সেই "মেঘহইতে এই আকাশবাণী হইল, ইনি আমার প্রিয় "পুত্র, ইহাঁতেই আমার পরম সন্তোষ, ইহাঁর কথায় "তোমরা মনোযোগ কর।" এই বিবরণ মথি ও মার্ক ও লূক এই তিন জন লিখিয়াছেন, এবং সেই ঘটনার বিষয়ে পিতর প্রেরিত ইহা কহেন, যথা, "আমরা প্রভু "যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম ও আগমনের বিষয়ে যে সকল "কথা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলাম, তাহা কোন কল্পিত "উপন্যাসের মত না কহিয়া তাঁহার মহিমার প্রত্যক্ষ "সাক্ষী হইয়া কহিলাম। ফলতঃ 'যাঁহাতে আমার "পরম সন্তোষ, আমার সেই প্রিয় পুত্র এই,' এতদ্বোধক "আকাশবাণী মহিমাযুক্ত তেজহইতে তাঁহার প্রতি "নির্গত হওয়াতে তিনি পিতা ঈশ্বরহইতে সম্ভ্রম ও "গৌরব পাইলেন। তৎকালে তাঁহার সহিত পবিত্র "পর্ব্বতে থাকিয়া স্বর্গহইতে নির্গত সেই আকাশবাণী "আমরা শুনিলাম।" ২ পিতর ১; ১৬-১৮।

তৃতীয় বার যীশুর মৃত্যুর অতি অল্প দিন পূর্ব্বে। তৎকালে যীশু যিরূশালম নগরে ছিলেন, এবং কএক জন ভিন্নদেশীয় লোক তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছুক হওয়াতে,

এই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি কোন ২ উপদেশ কথা কহিলে পরে শেষে এই রূপ প্রার্থনা করিলেন, "হে পিতঃ, আপন নামের মহিমা প্রকাশ "কর। তাহাতে 'আমি আপন নামের মহিমা প্রকাশ "করিয়াছি, পুনর্ব্বারও প্রকাশ করিব,' সে সময়ে "এই রূপ আকাশবাণী হইল। তাহা শুনিয়া দণ্ডায়মান "লোকদের কেহ ২ বলিল, মেঘগর্জ্জন হইল; আর "কেহ ২ বলিল, স্বর্গদূত ইহাঁর সহিত কথা কহিল।" যোহন ১২; ২৮, ২৯।

৩। ঈশ্বর আপনি যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহার পরে যদ্যপি যোহনের সাক্ষ্য ক্ষুদ্র বোধ হইতে পারে, তথাপি তাহাও মনোযোগের যোগ্য। ঐ যোহনের জন্ম অতি আশ্চর্য্যরূপে হইয়াছিল, এবং তিনি যে ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, এ বিষয়ে যেমন তৎকালের লোকেরা সন্দেহ করে নাই, তদ্রূপ আমাদের বর্ত্তমান কালেও কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তাঁহার জন্মের বৃত্তান্ত লূক লিখিয়াছেন, এবং যোহনের পিতা অবিয় নামক গোষ্ঠীজাত যাজক মন্দিরে এক স্বর্গদূতের দর্শন পাইলে পরে নয় মাস পর্য্যন্ত বাক্‌শক্তিহীন হইয়া রহিল, এই কথার সত্য মিথ্যা জ্ঞাত হওয়া লূকের সময়ে কাহারো দুষ্কর হইতে পারিল না। অতএব যোহনের জন্মের বৃত্তান্ত সত্য, ইহার সন্দেহ নাই। আর সেই যোহন ঈশ্বরনিরূপিত প্রচারক হইবেন, ইহা তাঁহার জন্মের পূর্ব্বকালাবধি সর্ব্বসাধারণে জ্ঞাত হওয়াতে যখন তিনি উপদেশ দিতে

লাগিলেন, তখন সকল লোক তাহাকে ঈশ্বরনিরূপিত প্রচারকরূপে মানিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে ও তাঁহার দ্বারা বাপ্তাইজিত্ত হইতে তাঁহার নিকটে গেল। সেই যোহনের নিকটে যখন যিহূদি লোকদের প্রধানেরা লোক পাঠাইয়া, তুমি কে? ইহা জিজ্ঞাসা করিল, তখন সে আপনাকে অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা না বলিয়া এই কথাদ্বারা উত্তর করিল, "প্রান্তরে এই বাক্যবাদি এক "জনের রব আছে, পরমেশ্বরের পথ সমান কর, এই "কথা যাহার বিষয়ে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা লিখিয়াছিল, "আমি সেই। আমি জলেতে বাপ্তাইজ্ করাইতেছি "বটে, কিন্তু যাঁহাকে তোমরা জান না, এমন এক জন "তোমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। তিনি আমার পরে "আইলেও আমাহইতে গুরুতর, তাঁহার পাদুকার বন্ধন "খুলিতেও আমি যোগ্য নহি। যর্দ্দন নদীর পারস্থ "বৈথাবারাতে যে স্থানে যোহন বাপ্তাইজ্ করাইতে- "ছিল, সেই স্থানে এই সকল ঘটিল। পরদিনে যোহন "আপনার নিকটে যীশুকে আসিতে দেখিয়া কহিল, "জগতের পাপমোচনার্থে বলিদেয় ঈশ্বরের মেষশা- "বককে দেখ। যিনি আমার পরে আসিবেন, তিনি "আমাহইতে গুরুতর, যেহেতুক আমার পূর্ব্বে তিনি "বর্ত্তমান ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে আমি এ কথা কহি- "য়াছি, তিনিই এই। আর ইহাঁকে আমি চিনিলাম না, "কিন্তু ইস্রায়েল লোকেরা যেন তাঁহার পরিচয় পায়, "এই আশয়েতে আমি জলেতে বাপ্তাইজ্ করাইতে "আইলাম। এবং যোহন আর এক প্রমাণ দিয়া কহিল,

"আকাশহইতে কপোতের ন্যায় নামিয়া আত্মাকে
"ইহাঁর উপরে অবস্থিতি করিতে দেখিলাম। আর
"আমি ইহাঁকে চিনিলাম না বটে, কিন্তু যিনি জলেতে
"বাপ্তাইজ করাইতে আমাকে প্রেরণ করিলেন, তিনি
"এই কথা কহিলেন, যাঁহার উপরে আত্মাকে নামিয়া
"অবস্থিতি করিতে দেখিবা, তিনিই পবিত্র আত্মাতে
"বাপ্তাইজ্ করাইবেন। অতএব তাহা দেখিয়া ইনি
"যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা প্রমাণ দিতেছি।" যোহন
১; ২৬-৩৪।

কিছু কাল পরে "যোহনের শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে
"যাইয়া কহিল, হে গুরো, যিনি যর্দ্দন নদীর পারে
"আপনার সহিত ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে আপনি
"সাক্ষ্য দিলেন, দেখ, তিনিও বাপ্তাইজ্ করাইতেছেন,
"এবং সকলেই তাঁহার নিকটে যাইতেছে। তখন
"যোহন উত্তর করিল, ঈশ্বর না দিলে কোন মনুষ্য
"কিছুই পাইতে পারে না। আমি অভিষিক্ত ত্রাতা নহি,
"কিন্তু তাঁহার অগ্রে প্রেরিত হইয়াছি, আমি যে এই
"কথা কহিয়াছি, ইহাতে তোমরা আপনারা আমার
"সাক্ষী আছ। যে ব্যক্তি কন্যাকে পায় সেই বর, কিন্তু
"বরের নিকটে দণ্ডায়মান তাহার যে মিত্র, সে বরের
"শব্দ শুনিলে অতি আহ্লাদিত হয়। আমারও তদ্রূপ
"আনন্দ সিদ্ধ হইল। তাঁহাকে উত্তর২ বৃদ্ধি পাইতে
"হয়, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হইবে। যিনি ঊর্দ্ধ-
"হইতে আসিয়াছেন তিনি সর্ব্বপ্রধান; যে জন সংসার-
"হইতে উৎপন্ন সে সাংসারিক এবং সংসারসম্বন্ধীয় কথা

"অছে। যিনি স্বর্গহইতে আসিয়াছেন তিনি সর্ব্বপ্রধান,
"আর তিনি যাহা দেখিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন, তা-
"হারই বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, তথাপি কেহ তাঁহার সাক্ষ্য
"গ্রাহ্য করে না। কিন্তু যে গ্রাহ্য করে, ঈশ্বর যে সত্য-
"বাদী, ইহাতে সে স্বাক্ষর করে। যিনি ঈশ্বরের প্রেরিত,
"তিনি ঈশ্বরের কথাই কহেন, যেহেতুক ঈশ্বর তাঁহা-
"কে অপরিমিতরূপে আত্মা দিয়াছেন। পিতা পুত্রকে
"স্নেহ করিয়া তাঁহার হস্তে তাবৎ বিষয় সমর্পণ করি-
"য়াছেন। যে কেহ পুত্রের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহার
"অনন্ত পরমায়ু হয়; যে কেহ পুত্রকে না মানে, সে
"পরমায়ুর দর্শন পায় না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র
"হইয়া থাকে।" যোহন ৩; ২৬-৩৬।

৪। যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের প্রেরিত উপদেশক ও তাঁহার উপদেশ ঈশ্বরীয়, তাহার অন্য প্রমাণ যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা কি প্রকার প্রমাণ জন্মে, তাহা নীকদীম যীশুর প্রতি উক্ত এই কথাদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, যথা, "হে গুরো, আপনি যে ঈশ্বরহইতে আগত "এক উপদেশক, ইহা আমরা জানি, কেননা আপনি "যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে "কেহ এমন কর্ম্ম করিতে পারে না।" জ্ঞানি নীকদীম যেমন ইহা বুঝিলেন, তদ্রূপ যে অজ্ঞান জন্মান্ধ লোককে যীশু চক্ষুর্দান করিয়াছিলেন, সেও তাহা বুঝিল। সেই ব্যক্তি যিহূদীয়দিগকে কহিল, "তিনি আমার চক্ষু "প্রদান করিয়াছেন, তথাপি তিনি কোথাকার লোক,

"তাহা তোমরা জান না, এ আশ্চর্য্য বটে। ঈশ্বর
"পাপিদের কথা শুনেন না, কিন্তু যে জন তাঁহার প্রতি
"ভক্তি করিয়া তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া করে, তাহারই কথা
"শুনেন, ইহা আমরা জানি। কোন মনুষ্য জন্মান্ধকে
"চক্ষু দিয়াছে, জগতের আরম্ভাবধি এমন কথা কেহ
"কখনো শুনে নাই। অতএব তিনি যদি ঈশ্বরহইতে না
"হইতেন, তবে এমন কোন কর্ম্ম করিতে পারিতেন না।"

এই কথা সপ্রমাণ। যে কর্ম্ম করা মনুষ্যের অসাধ্য, এমন কর্ম্ম নিষ্পন্ন করণে ঈশ্বর যাহার সাহায্য করেন, তাহার কথা অবশ্য সত্য বলিতে হয়, যেহেতুক ঈশ্বর প্রবঞ্চকের সহকারী কখনো হন না। যীশু যদি প্রবঞ্চক হইতেন, তবে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করণে ঈশ্বর তাঁহার সাহায্য করিতেন না; কিন্তু তিনি এত আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন, ইহাতে ঈশ্বর আপনি তাঁহার সত্যতার ও সাধুতার প্রমাণ দিয়া তাঁহার উপদেশ যে ঈশ্বরীয় এমন সাক্ষ্য দিয়াছেন।

যীশু অসংখ্য আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে দিয়াছিলাম, এই ক্ষণে তাঁহার সেই আশ্চর্য্য ক্রিয়া যে ঈশ্বর বিনা আর কাহারো সাহায্যে নিষ্পন্ন হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিব।

প্রথম প্রমাণ এই। ঐ সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা তিনি কেবল আপনার শক্তি প্রকাশ করিতেন, তাহা নহে। যে আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা কাহারো উপকার কিম্বা হিতো- পদেশ জন্মে না, এমন ক্রিয়া করিতে অর্থাৎ আকাশে কোন আশ্চর্য্য লক্ষণ ইত্যাদি দেখাইতে তিনি অসম্মত

ছিলেন, কারণ এমন নিষ্ফল ক্রিয়া কেবল অহঙ্কারের প্রমাণ। তিনি বরং স্থানে২ ভ্রমণ পূর্ব্বক সুক্রিয়া করিতেন, অর্থাৎ রোগি লোককে সুস্থ করণ ইত্যাদি দয়ার কর্ম্মদ্বারা পরের উপকার করণেতে আপন শক্তি প্রকাশ করিতেন। এই রূপে প্রেমস্বরূপ যে ঈশ্বর তাঁহার যোগ্য কর্ম্ম তিনি করিতেন, এবং তিনি পাপরোগহইতে মনুষ্যকে সুস্থ করিতে প্রস্তুত আছেন, এমত বিশ্বাস শারীরিক রোগ নিবারণের উপলক্ষ্যে জন্মাইতেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ এই। যদি তিনি ঈশ্বরের সাহায্যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন নাই, তবে শয়তানের কিম্বা তাহার অধীন কোন ভূতের সাহায্যে সেই কর্ম্ম করিয়া থাকিবেন। শয়তানের ও তাহার বশীভূত ভূতগণের এমন কর্ম্ম করা সাধ্য কি না, ইহার বিবেচনা এখন করা যাইবে না। কিন্তু যদিও সাধ্য হয়, তথাপি যীশু শয়তানের সাহায্যদ্বারা তাহা করেন নাই। শয়তান কখনো সাধু লোকের সাহায্য করে না, সুতরাং পরম সাধু যীশুর সাহায্য করে নাই। আরও স্পষ্ট প্রমাণ এই। যীশু অনেক ভূতগ্রস্ত মনুষ্যহইতে অপবিত্র ভূত বাহির করিয়া দেওয়াতে শয়তানের ক্ষতি জন্মাইতেন। শয়তান মূর্খ নহে, সে আপনার রাজ্য আপনি নষ্ট করে না, এবং যে ব্যক্তি স্পষ্টরূপে সেই রাজ্য নষ্ট করে, তাহার সাহায্যও করে না। কিন্তু ঐ ভূতগ্রস্ত লোক সকল কেবল সামান্য পাগল লোক হইয়া থাকিবে, কাহারো২ এমন বোধ হয়। এই অনুমান অযথার্থ, তাহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ এই। কোন সময়ে যীশু গিদেরীয় প্রদেশে গমন

করিয়া সেখানকার কোন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিহইতে ভূতসমূহ বাহির করিয়া দিলেন। ভূত সকল বহিষ্কৃত হইলে পর ঐ মনুষ্য যীশুর নিকটে রহিল, ভূতসমূহ প্রস্থান করিয়া কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তি কোন শূকরপাল আক্রমণ পূর্ব্বক দুই সহস্র শূকরকে জলেতে ফেলিয়া নষ্ট করিল। ঐ শূকর-পাল যে সেই ভূতসমূহদ্বারাতেই তাড়িত হইয়া জলে নষ্ট হইল, তাহা অতি স্পষ্ট। দেখ, পালের নিকটে রক্ষক সকল ছিল, তাহারা শূকর সকল নষ্ট করিতে কাহা-কেও দিত না, এবং শূকরও স্বাভাবিক অবাধ্য পশু, তাহাতে এত শূকর তাড়াইয়া দেওয়া অতি দুষ্কর। ভূত-সমূহ মনুষ্যকে আর ক্লেশ দিতে না পারাতে তুচ্ছনীয় শূকরকে ক্লেশ দিতে প্রয়াস করিয়াছিল। এই বৃত্তান্ত-দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, ভূতগ্রস্ত লোক সকলকে সুস্থ করাতে যীশু শয়তানের অনেক ক্ষতি জন্মাইতেন, সুতরাং তিনি শয়তানের সাহায্যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম না করিয়া ঈশ্বরের সাহায্যে তাহা করিতেন।

তৃতীয় প্রমাণ এই। যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া যে কোন মায়াবির গুণের ফল, এমন কথা কহা দূরে থাকুক। কিন্তু যে কেহ এমন কথা কহিতে উদ্যত হয়, সে যীশুর পুন-রুত্থানের বিষয়ে কি বলিবে? মায়াবি লোক মৃত হইলে তাহার শব কি করিতে পারে? ঈশ্বরের সাহায্য বিনা কি কোন মৃত লোক পুনর্জীবিত হইতে পারে? যীশু যদি ঈশ্বরের সাহায্যেতে পুনর্জীবিত হইলেন, তবে তাঁহার জীবদ্দশাতে তিনি যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেন, তাহাও ঈশ্বরের সাহায্যেতে করিয়াছেন, আর তাঁহার

সেই সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা ঈশ্বর তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

যীশু খ্রীষ্ট যদি মৃত হইয়া কবরে রহিতেন, তবে কেহ তাঁহাকে প্রবঞ্চক বলিতে পারিত না, তথাপি বোধ হয় অনেকে নিরর্থক সন্দেহ করিত, যেহেতুক ঈশ্বরপ্রেরিত উপদেশক, বরং ঈশ্বরের পুত্র যিনি, তাঁহার এত ক্লেশের ও অপমানের প্রতি তাঁহার পিতা ঈশ্বর কিছু মনোযোগ করিবেন না, ইহা অতি অসম্ভব। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে অল্প কালের মধ্যে পুনর্জীবিত করিয়া মৃত্যুর কর্তৃত্ব ও কবরের বন্ধনহইতে মুক্ত করাতে তাঁহার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিলেন; ফলত ইনি সামান্য মানুষ নহেন, বরং আমার প্রেরিত উপদেশক এবং আমার অতি প্রিয় পুত্র, এমন সাক্ষ্য দিলেন। তাহাতে যীশুর মৃত্যুদ্বারা যে কোন সন্দেহ জন্মিতে পারে, তাহা কবর-হইতে তাঁহার পুনরুত্থানদ্বারা ও শিষ্যদের সাক্ষাতে মেঘারূঢ় হইয়া স্বর্গে গমনদ্বারা নিতান্ত লুপ্ত হয়।

উক্ত সকল কারণে পিতর কহেন, যথা, "হে ইস্রায়েল "বংশীয় লোক সকল, এই কথাতে অবধান কর, "নাসরতীয় যীশু যে ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি, ইহা ঈশ্বর "তাঁহারি হস্তকৃত আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত কর্ম্ম ও লক্ষণদ্বারা "তোমাদের সাক্ষাতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহা তো-"মরা জ্ঞাত আছ।" প্রেরিতদের ক্রিয়া ২; ২২। আরও যথা, "নাসরতীয় যীশু ঈশ্বরকর্তৃক পবিত্র আত্মাতে "ও ক্ষমতাতে অভিষিক্ত হইয়া স্থানে ২ ভ্রমণ পূর্ব্বক "সুক্রিয়া করিয়া শয়তানদ্বারা ক্লিষ্ট তাবৎ লোকেরে

"সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বর তাঁহার সাহায় ছিলেন। এবং
"তিনি যিহুদীয়দের দেশে ও যিরূশালম নগরে যে ২
"কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সকলের সাক্ষী আমরা
"হইতেছি। আর লোকেরা তাঁহাকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়া
"বধ করিল। কিন্তু তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর তাঁহার উত্থান
"করাইয়া প্রকাশরূপে তাঁহাকে দেখাইলেন। আর
"জীবিত ও মৃত উভয় লোকদের বিচার করিতে ঈশ্বর
"যাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনি সেই ব্যক্তি।" প্রের
১০; ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২।

৫। যীশুকর্ত্তৃক উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যদ্বারা তিনি যে ঈশ্বর-প্রেরিত উপদেশক ইহা প্রমাণ পায়।

ভাবিকালে কি ২ ঘটিবে, তাহা জ্ঞাত হওয়া মনুষ্যের অসাধ্য, ইহা সকলে জানে। কেবল ঈশ্বর ভবিষ্যৎ-কালের গুপ্ত ঘটনা জানেন, তাহাতে তিনি যদি কোন মনুষ্যের নিকটে তাহা প্রকাশ করেন, তবে সেই মনুষ্যও তাহা জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ করিতে পারে, নতুবা কেহ পারে না। এবং ঈশ্বর যে ব্যক্তিদ্বারা ভবিষ্যৎকালের ঘটনা প্রকাশ করেন, সেই ব্যক্তিদ্বারা আপনার কথা মনুষ্যদিগকে জানান, ইহা সপ্রমাণ।

আর যে লোক ভাবিকালের কথা কহে, তাহার সেই কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা ঘটনারূপ ফলদ্বারা প্রকাশ পায়। এমন লোক যে ২ ভাবি ঘটনার কথা কহে, সেই ২ ঘটনার প্রকাশ হওনদ্বারা তাহার কথা সত্য বোধ হয়।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অনেক ভাবিঘটনা পূর্ব্বে প্রকাশ

করিয়াছেন, ইহার কএকটি উদাহরণ লিখিতেছি। কোন সময়ে মন্দিরের কর দিতে হইলে যীশু পিতরকে কহিলেন, "তুমি সমুদ্রের তটে গিয়া বড়িশ ফেল, তা-"হাতে প্রথমে যে মৎস্য উঠিবে, তাহা ধরিয়া তাহার "মুখ খুলিলে এক তোলা রূপা পাইবা, তাহা লইয়া "আমার এবং তোমার নিমিত্তে দেও।" মথি ১৭; ২৭।

আর এক বার "তিনি দুই শিষ্যকে ইহা কহিয়া "পাঠাইলেন, তোমরা ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে যাও, তথায় "প্রবেশ করিবামাত্র যাহাতে কোন মনুষ্য কখনো আ-"রোহণ করে নাই, এমন এক গর্দ্দভশাবককে বান্ধা "দেখিতে পাইবা, তাহাকে খুলিয়া আন। কিন্তু তোমরা "এ কর্ম্ম কেন করিতেছ? এমন কথা কেহ যদি বলে, "তবে ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে, এ কথা কহিলে "সে ব্যক্তি তাহা শীঘ্র এখানে পাঠাইয়া দিবে। তা-"হাতে তাহারা গিয়া দ্বিমস্তক পথে কোন দ্বারের পার্শ্বে "সেই গর্দ্দভশাবককে পাইয়া তাহাকে খুলিতে লাগিল, "তাহাতে সে স্থানে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেহ২ "কহিল, গর্দ্দভশাবককে কেন খুলিতেছ? তখন যীশুর "আজ্ঞানুসারে উত্তর করিলে পর তৎক্ষণাৎ তাহারা "তাহা লইতে দিল।" মার্ক ১১; ২-৫।

অল্প দিন পরে "তিনি শিষ্যদের দুই জনকে প্রেরণ-"কালে কহিলেন, তোমরা নগরের মধ্যে গেলে যে জন "জলকুম্ভ লইয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তা-"হারি পশ্চাতে যাও, এবং সে যে গৃহে প্রবেশ করে, "সেই গৃহের কর্ত্তাকে বল, গুরু কহিতেছেন, আমি যে

" স্থানে শিষ্যগণের সহিত নিস্তারপর্ব্বের ভোজ করিতে
" পারি, সেই অতিথিশালা কোথায়? তাহাতে সে এক
" সুসজ্জিত দ্বিতীয় তালার এক প্রশস্ত কুঠরী দেখাইয়া
" দিবে, তোমরা সেই স্থানে আমাদের জন্যে ভোজের
" আয়োজন কর। পরে শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়া নগরে
" প্রবিষ্ট হইয়া তিনি যেমত কহিয়াছিলেন, সেই মত
" পাইয়া নিস্তার পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিল।" মার্ক
১৪; ১৩-১৬।

যে সময়ে যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত বসিয়াছিলেন, " সেই সময়ে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে আমি তোমাদের সকলের বিঘ্নস্বরূপ হইব। " তখন পিতর কহিল, যদ্যপি সকলের বিঘ্নস্বরূপ হও, " তথাপি আমার হইবা না। তাহাতে যীশু কহিলেন, " আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অদ্য রাত্রিতে কুক্কুটার " দ্বিতীয় ডাকের পূর্ব্বে তুমি আমাকে তিন বার অস্বীকার " করিবা।" মার্ক ১৪; ২৭, ২৯, ৩০। যীশু এই যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সেই রাত্রিতেই সিদ্ধ হইল।

যীশু খ্রীষ্ট যে সকল ভবিষ্যদ্বাক্য কহিলেন, তাহার মধ্যে আপন মৃত্যুর ও পুনরুত্থানের বিষয়ে যে সকল কথা কহিলেন, তাহাই মনোযোগের যোগ্য।

" তোমরা এই মন্দির নষ্ট করিলে আমি তিন দিনের " মধ্যে তাহা উঠাইয়া দিব, এই কথা যীশু আপন দেহরূপ " মন্দিরের বিষয়ে কহিলেন।" যোহন ২; ১৯, ২১।

"আমি জগতের পরমায়ুর নিমিত্তে আপনার যে " মাংস দিব, তাহা আমারই মাংস জন্য।" যোহন ৬; ৫১।

যুনস যেমন তিন দিবারাত্রি বৃহৎ মৎস্যের উদরে
"ছিল, তেমনি মনুষ্যের পুত্রও তিন দিবারাত্রি পৃথিবীর
"মধ্যস্থলে থাকিবেন।" মথি ১২; ৪০।

"যিরূশালম নগরে গিয়া প্রাচীন লোকদের ও প্রধান
"যাজক ও অধ্যাপকগণের নিকটে আমাকে অনেক ২
"যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এবং তাহাদের দ্বারা
"হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উত্থান করিতে
"হইবে, এই কথা যীশু ঐ সময়াবধি শিষ্যদিগকে জানা-
"ইতে লাগিলেন।" মথি ১৬; ২১।

"তদনন্তর যীশু যিরূশালম নগরে যাইতে ২ গোপনে
"পথের মধ্যে দ্বাদশ শিষ্যকে লইয়া কহিলেন, দেখ;
"আমরা যিরূশালম নগরে যাইতেছি, তাহাতে মনুষ্য-
"পুত্র প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত
"হইবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়া
"পরিহাস ও কোড়া প্রহার এবং ক্রুশেতে বধ করা-
"ইবার নিমিত্তে অন্যদেশীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ
"করিবে। পরে তিনি তৃতীয় দিবসে কবর হইতে উঠি-
"বেন।" মথি ২০; ১৭-১৯।

এই প্রকার কথা তিনি বার ২ কহিতেন, বিশেষতঃ
তিনি হত হইবেন, ইহা ঘটনের পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া
প্রভুর ভোজন নিরূপণ করিলেন। এমন কথার উদাহরণ
সকল এই স্থানে লিখিবার প্রয়োজন নাই।

যিহূদীয় লোকদের ও যিরূশালম নগরের ও তন্মধ্যস্থ
মন্দিরের যে বিপদ ঘটিবে, তাহাও যীশু বার ২ প্রকাশ
করিতেন। তাহার উদাহরণ।

"তিনি নগরের সন্নিকটে আসিয়া তাহার প্রতি অব-
"লোকন করিয়া অশ্রুপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হায়! যদি
"তুমি পূর্ব্বে বা তোমার এই দিনেতে নিজ মঙ্গলের
"উপলব্ধি পাইতা, তবে উত্তম হইত, কিন্তু এই ক্ষণে তাহা
"তোমার দৃষ্টির অগোচর হয়। তুমি আপন পরিত্রাণের
"সময়ের প্রতি মনোযোগ কর নাই, এই জন্যে যে কালে
"তোমার শত্রুবর্গ জাঙ্গাল বাঁধিয়া তোমার চতুর্দ্দিগ
"বেষ্টন করিয়া অবরুদ্ধ করিবে, এবং বালকগণের
"সহিত তোমাকে এমত ভূমিসাৎ করিবে, যে তোমার
"মধ্যে এক খান প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে
"না, এমন কাল উপস্থিত হইবে।" লূক ১৯; ৪১-৪৪।

"জগতের সৃষ্টি অবধি যত ভবিষ্যদ্বক্তার রক্তপাত
"হইয়া আসিতেছে, সে সমস্ত অপরাধের দণ্ড এই বর্ত্ত-
"মান লোকদের উপরে বর্ত্তিবে। আমি তোমাদিগকে
"নিশ্চিত কহিতেছি, এই বর্ত্তমান পুরুষেতে ঐ সকল
"বর্ত্তিবে।" লূক ১১; ৫০, ৫১।

"হে যিরুশালম, হে যিরুশালম, তুমি ভবিষ্যদ্বক্তৃ-
"দিগকে বধ করিয়া থাক, এবং আপনার নিকটে
"প্রেরিতগণকে প্রস্তরাঘাত করিয়া থাক। যেমন কুক্কুটী
"পক্ষের নীচে আপন শাবক সকলকে একত্র করে, তদ্রূপ
"আমিও তোমার সন্তান সকলকে একত্র করিতে কত
"বার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলা না।
"দেখ, তোমাদের আবাস উচ্ছিন্ন হইয়া পরিত্যক্ত
"হইবে।" লূক ১৩; ৩৪, ৩৫।

"ওগো যিরুশালমের কন্যাসব, তোমরা [illegible]

"নিমিত্তে রোদন না করিয়া আপনাদের এবং আপন২
"সন্তানদের নিমিত্তে রোদন কর। দেখ, যাহারা কখনো
"গর্ব্ভবতী হয় নাই এবং স্তনপান করায় নাই, এমন
"বন্ধ্যাবর্গকে যে সময়ে ধন্য২ বলিবে, সে সময় আসি-
"তেছে। সেই সময়ে, হে পর্ব্বতগণ, আমাদের উপরে
"পড়, হে উপপর্ব্বতগণ, আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখ, এমন
"কথা লোকেরা বলিবে।" লূক ২৩; ২৮-৩০।

এই২ প্রকার কথা যীশু আপন মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত রূপে কহিলেন. তাহাই মথির ২৪ অধ্যায়ে, ও মার্কের ১৩ অধ্যায়ে, ও লূকের ২১ অধ্যায়ে দেখা যাইতে পারে। আর যীশুর মৃত্যুর সাঁইত্রিশ বৎসর পরে সেই কথা সম্পূর্ণরূপে সফল হইল, যেহেতুক তৎকালে রোমীয়েরা যিহূদীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করাতে যিহূদীয় লোকদের অসীম ও অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ ও অপমান হইল, এবং তাহাদের নগর সকল, বিশেষতঃ যিরূশালম ও তন্মধ্যস্থ মন্দির ভূমিসাৎ হইল। সেই যে যুদ্ধদ্বারা যিহূদীয়দের দুর্ঘটনা হইল, সেই যুদ্ধের ন্যায় ভয়ানক অন্য কোন যুদ্ধ কখনো হয় নাই। আর এ বিষয়ে যীশু যে সকল ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল, ইহার সাক্ষী যোষীফস আছেন। তিনি যিহূদীয়দের এক জন সেনাপতি হইয়া সেই তাবৎ যুদ্ধ আপনি দেখিয়াছিলেন, পরে ধরা পড়াতে রক্ষা পাইয়া সেই যুদ্ধের বৃত্তান্ত লিখিলেন। এবং যদ্যপি তিনি খ্রীষ্ট মতাবলম্বী না হইয়া এক জন যিহূদি-জাতীয় ও ফিরূশিমতাবলম্বী ছিলেন, তথাপি তাঁহার

রচিত বৃত্তান্তদ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য সপ্রমাণ হয়।

যীশু খ্রীষ্টকর্ত্তৃক প্রকাশিত নানা ভবিষ্যদ্বাক্য এখনও সফল হইতেছে, তাহার মধ্যে কেবল একটি উদাহরণ লিখিতেছি। ইলিয়াসরের ভগিনী মরিয়ম যখন অতি বহুমূল্য সুগন্ধি তৈলেতে তাঁহাকে অভিষেক করিল, তখন কোন ২ লোক তাহার প্রতি অপব্যয়ের দোষারোপ করিলে যীশু কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে যথার্থ "কহিতেছি, জগৎ সমুদয়ের মধ্যে যে২ স্থানে এই "সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই২ স্থানে এই স্ত্রীর "স্মরণার্থে এই কর্ম্মের কথাও প্রচারিত হইবে।" মথি ২৬; ১৩। আর বীজবাপক ও বনঘাস ও সর্ষপবীজ ও ময়দাতে গুপ্ত তাড়ী প্রভৃতির দৃষ্টান্তকথাদ্বারা এবং অন্য ২ বচনদ্বারা তিনি আপন ধর্ম্মরাজ্যের যেরূপ ভাবি-বৃদ্ধি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই রূপ বৃদ্ধি পাইতে২ অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। এবং তিনি আপন শিষ্যদিগের ঐহিক সুখদুঃখাদি বিষয়ে যাহা ২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও সফল হইতেছে।

৬। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উত্তম স্বভাব ও আচরণ তাঁহার বিষয়ে প্রমাণ দেয়।

তিনি যদি প্রবঞ্চক হইতেন, তবে অবশ্য সুখের কিম্বা ধনের কিম্বা লৌকিক সমাদরের চেষ্টা করিতেন, যেহেতুক লাভের আশা না দেখিলে কেহ প্রবঞ্চনা করে না। কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুখের কিম্বা ধনের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তিনি নির্ধন ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি আপনি কহি-

কহিলেন," শৃগালের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশীয় পক্ষি-
"গণের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার
"স্থান নাই।" আর তিনি যে আলস্যজন্য সুখের চেষ্টা
করেন নাই, ইহাও অতি স্পষ্ট, যেহেতুক তিনি পদব্রজে
গ্রামে২ গিয়া রোগগ্রস্ত লোকদিগকে সুস্থ করিতে২ ও বহু-
সংখ্যক লোকসমূহকে উপদেশ দিতে২ অতিশয় ক্লেশ পা-
ইতেন, তাহাতে কখনো২ আহার করণার্থেও অবকাশ
হইত না, এবং যখন তিনি একাকী থাকিতে চাহিতেন,
তখন রাত্রিযোগে কোন নির্জ্জন স্থানে যাইতে হইত।
তিনি রাজা হইতে চাহিলে অনায়াসে কিছু কাল পর্য্যন্ত
রাজত্ব পাইয়া ভোগ করিতে পারিতেন, যেহেতুক লোক
সমূহ তাঁহাকে রাজা করিতে বার২ উদ্যত ছিল। এবং
তিনি রাজত্ব লইলে লইতে পারেন. ইহা জানিয়া যিহূদী-
য়দের প্রধান লোকেরা অতিশয় ভীত ছিল, কিন্তু তাঁহার
সাংসারিক রাজত্বের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং লো-
কেরা যেন তাঁহাকে রাজা না করে, এই কারণ তিনি এক
বার তাহাদিগকে ছাড়িয়া নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় লইলেন;
এবং যখন, যিরূশালম নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন
সাংসারিক রাজার মত অশ্বারোহণ না করিয়া এক
গর্দ্দভশাবক আরোহণ করিয়া কোন সামান্য লোকের
ন্যায় সেই নগরে প্রবেশ করিলেন। আর পীলাতকেও
কহিলেন, " যদি আমার রাজ্য জগৎসম্বন্ধীয় হইত, তবে
"যিহূদীয়দের হস্তগত যেন না হই. ইহার নিমিত্তে আমার
"সেবকেরা প্রাণপণ করিত, কিন্তু আমার রাজ্য ঐহিকের
"রাজ্য নয়।" যোহন ১৮; ৩৬.

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বভাব ও আচরণ সম্পূর্ণরূপে নির্মল ছিল। তাঁহার শত্রুরাও তাঁহার কোন দোষ ধরিতে পারিল না। এবং পীলাতও স্বীকার করিল, "আমি "ইহার কোন দোষ পাই না।" যোহন ১৯; ৬। তিনি স্থানে ২ ভ্রমণ পূর্ব্বক সুক্রিয়া করিতেন। "তিনি কোন "পাপ করিলেন না, এবং তাঁহার মুখে কোন ছলের "কথা ছিল না। এবং নিন্দিত হইলে প্রতিনিন্দা করি- "তেন না, এবং দুঃখ পাইলে কাহাকে ভর্ৎসনা করি- "তেন না, কিন্তু ন্যায়বিচারকর্ত্তার উপরে ভার রাখি- "তেন।" ১ পিতর ২; ২২, ২৩। "তিনি আপনি আপ- "নার তুষ্টির চেষ্টা করিলেন না। তিনি ঈশ্বররূপী "হওয়াতে ঈশ্বরের সদৃশ মান প্রাপ্তিকে অপহরণ "(অর্থাৎ অন্যায়) বোধ না করিলেও আপনাকে ক্ষুদ্র "করিয়া মনুষ্যবেশ ধারণ করিয়া দাসরূপী হইলেন। "এই মতে মনুষ্যরূপে পরিচিত হইয়া মৃত্যু অর্থাৎ "ক্রুশীয়মৃত্যুভোগ পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইয়া নম্রতা স্বীকার "করিলেন।" ফিল ২; ৬-৮।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পরমসাধু ছিলেন, অতএব আমি ঈশ্বরীয় শিক্ষক. তাঁহার এই কথাতে বিশ্বাস জন্মে।

৭। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপদেশকথা তাঁহার পক্ষে প্রমাণ দেয়।

অন্য ২ গুরু যে ২ ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছে, সেই সকলের নানা প্রকার ত্রুটি আছে। অনেক গুরু স্ত্রীলোকের মঙ্গল মনোযোগের অযোগ্য জ্ঞান করে, অন্য ২ গুরুর শিক্ষা কেবল এক দেশীয় কিম্বা এক জাতীয় লোকদের মঙ্গল

জনক হইয়া অন্য সকলের অহিতজনক হয়। কোন২ গুরু কেবল বাহ্য ও দৃশ্য আচরণের, অন্য কোন২ গুরু কেবল অন্তঃকরণের শাসন বিষয়ে কথা কহিয়াছেন। এবং প্রধান ত্রুটি এই, অনেকে নানা প্রকার অতি উত্তম সূত্র লিখিয়াছে, কিন্তু সেই সূত্রানুসারে আচরণ করণের শক্তি ও চেষ্টা জন্মাওনের কোন উপায় নিশ্চিত করে নাই।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যজাতিকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সকলের বোধগম্য ও সকলের হিতজনক। এবং সেই শিক্ষা মনে গ্রাহ্য করিলে প্রভু যীশুর প্রতি প্রেম জন্মে, যেহেতুক যিনি আমার পরিত্রাণার্থে নিজ প্রাণ দিলেন, তাঁহাকে আমি কি প্রেম করিব না? এমন কথা মনুষ্য কহে। ঐ প্রেমহইতে মনের ও আচরণের পবিত্রতা জন্মে, যেহেতুক যাহাকে প্রেম করি তাহার ইষ্ট ক্রিয়া করিতে চেষ্টা স্বয়ং জন্মে। এবং ভয়েতে যাহা করিলে ক্লেশ বোধ হয়, তাহা প্রেমেতে করিলে ক্লেশবোধ না হইয়া বরং সুখবোধ হয়। যত লোক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আদিষ্ট কথা গ্রাহ্য করিয়া পালন করে, তাহারা সকলে সেই কথার ঈশ্বরীয়ত্ব বুঝে।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপদেশকথা যে ঈশ্বরীয় তাহার অন্য প্রমাণ এই; তাঁহার পূর্ব্বে যত শিক্ষাগুরু এই ভূমণ্ডলে হইয়াছিল, সেই সকলের মধ্যে এক জনের ও উপদেশকথা প্রভু যীশুর উপদেশকথার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে উত্তম ছিল না। এবং তাঁহার পরে যত জ্ঞানবান শিক্ষাগুরু উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও যত [illegible]

তাহার মধ্যে অবগত ছিল, তাহাদের কথার মধ্যে যে২ নীতিবিধি সকলাপেক্ষা উত্তম, সেই সকল নীতিবিধি প্রভু যীশুর কথাহইতে উদ্ধৃত আছে। ইহার প্রমাণ মুহম্মদ। মুহম্মদের নীতিবিধির মধ্যে যে২ বিধি উত্তম, তাহা প্রভু যীশুর উপদেশোদ্ধৃত।

মনু ও মুহম্মদ প্রভৃতির নীতিবিধি নিস্তেজ আছে, যেহেতুক যাহারা তাহা মানিয়া স্বীকার করে, তাহারাও তাহা পালন করে না; কিন্তু প্রভু যীশুর কথা সতেজ, যেহেতুক যাহারা তাহা মানিয়া স্বীকার করে, তাহারা তাঁহাকে প্রেম করাতে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া নিরলিক আচরণে সতর্ক ও ন্যায়বান্ ও ঈশ্বরসেবক হইয়া কাল যাপন করে।

এই নানাবিধ প্রমাণ সকল বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করি, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরীয় শিক্ষাগুরু বটেন, এবং তাঁহার সকল কথা ঈশ্বরীয় কথা হওয়াতে সকলের গ্রহণীয় ও সর্ব্বতোভাবে সত্য বিশ্বাসনীয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা ঈশ্বরীয়, ইহার প্রমাণ।

যীশু আপন শিষ্যদের মধ্যে বারো জনকে মনোনীত করিয়া আপন ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করণার্থে প্রেরিতত্ব-পদে নিযুক্ত করিলেন। সেই বারো জনের মধ্যে এক জন অর্থাৎ যিহূদা যীশুর জীবদ্দশাতে তাঁহার বিপক্ষ হইয়া

আপন গুরুকে শত্রুহস্তগত করাতে পদচ্যুত হইল; অবশিষ্ট এগারো জন বিশ্বস্ত রহিলেন, এবং কএক বৎসর পরে পৌল নামক আর এক ব্যক্তি তাঁহাদের ন্যায় প্রেরিতত্বপদে নিযুক্ত হইলেন। সেই বারো জন যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশও ঈশ্বরীয় এবং যীশুর উপদেশের তুল্যই মান্য, ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত যিহূদার দোষ প্রযুক্ত অবশিষ্ট প্রেরিতদের বিষয়ে সন্দেহ করিতে হয় না, যেহেতুক সেই ব্যক্তি যীশুর মরণের পূর্ব্বেই আত্মঘাতক হইয়া মরিল, অতএব প্রেরিতের কর্ম্ম করে নাই। সে যে কারণে যীশুর জীবদ্দশাতে বারো জনের মধ্যে গণিত হইয়াছিল, সেই কারণ এই স্থানে বিবেচনা করণের প্রয়োজন নাই, কেবল ইহা বলিব, তাহার বিষয়ে যীশুর ভুল হয় নাই। "কে২ " বিশ্বাস করে না, এবং কে বা তাঁহাকে পরহস্তগত " করিবে, তাহা যীশু প্রথমাবধি জ্ঞাত ছিলেন।" যোহন ৬; ৬৪। এবং তাহার প্রমাণও তিনি দিলেন। আর যে সময়ে যীশু অন্য সকল প্রেরিতদিগকে তাঁহাদের কর্ম্মের বিষয়ে বিশেষ উপকার করিতে প্রতিজ্ঞা দিলেন সেই সময়ে যিহূদা তাহাদের সহিত আর ছিল না।

অবশিষ্ট এগারো জনের ও পৌলের উপদেশ যে ঈশ্বরীয়, ইহার প্রমাণ এই২।

১। যীশু আপন ধর্ম্ম প্রচলিত করণার্থে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আর তিনি সেই কর্ম্মেতে অনুপযুক্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করিলেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব [illegible]

এগারো জন যে যীশুকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল, ইহা ব্যক্তি আছে। তাঁহাদের বিষয়ে যীশু প্রার্থনা করণ সময়ে ইহা কহিলেন, যথা, "তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ "করিয়াছ, তদ্রূপ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ "করিলাম।" যোহন ১৭; ১৮। কবরহইতে উত্থান করণের পরে তিনি গালীল দেশের কোন পর্ব্বতে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "তোমরা যাইয়া সর্ব্ব- "দেশীয় লোকদিগকে শিষ্য করিয়া পিতার ও পুত্রের "ও পবিত্র আত্মার নামেতে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ "করাও, এবং আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা "দিয়াছি, তাহাও তাহাদিগকে পালন করিতে উপদেশ "দেও।" মথি ২৮; ১৯,২০। এবং পৌলের বিষয়েও প্রভু কহিলেন, "অন্যদেশীয় লোকদের ও ভূপতিদিগের "ও ইস্রায়েল্ বংশীয়দের নিকটে আমার নাম প্রচার "করিতে সেই জন আমার মনোনীত পাত্র আছে।" প্রেরিত ৯; ১৫।

২। আমার উপদেশ যেমন সকলের গ্রহণীয়, তদ্রূপ আমার প্রেরিতদের উপদেশও সকলের গ্রহণীয়, এই রূপ কথা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বার২ কহিয়াছেন, যথা, "যে ব্যক্তি "তোমাদের কথা গ্রাহ্য করে; সে আমারই কথা গ্রাহ্য "করে, এবং যে ব্যক্তি তোমাদিগকে অবজ্ঞা করে, সে "আমাকেই অবজ্ঞা করে; ও যে ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা "করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই অবজ্ঞা করে।" লূক ১০; ১৬। "তোমরা সমুদয় জগতে গিয়া সমস্ত লোক- "দের নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। তাহাতে যে কেহ

“বিশ্বাস করিয়া বাপ্তাইজিত হইবে সে পরিত্রাণ পাইবে
“কিন্তু যে বিশ্বাস না করিবে, তাহার দণ্ড হইবে।”
মার্ক ১৬; ১৫, ১৬।

৩। আমরা যীশুদ্বারা কিম্বা ঈশ্বরদ্বারা নিযুক্ত সাক্ষী ও প্রচারক, এমন কথা তাঁহারা আপনাদের বিষয়ে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন। এবং এমন কথা কহনে তাঁহারা যে সরল ছিলেন, ইহার প্রমাণ অতিস্পষ্ট, যেহেতুক সেই কথানুসারে কর্ম্ম করাতে তাঁহাদের অসীম ক্লেশ ও তাড়না ঘটিল। “পরমেশ্বর যীশুকে কবরহইতে উঠাইয়া-
“ছেন, তদ্বিষয়ে আমরা সাক্ষী আছি।” ইহা পিতর আপনার ও আপন সঙ্গিদের নামে কহিলেন। প্রের ২; ৩২।৩; ১৫। আরও যথা, “তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর
“তাঁহার উত্থান করাইয়া প্রকাশরূপে তাঁহাকে দেখা-
“ইলেন, সকল লোকের নিকটে এমন নহে; কিন্তু
“তাঁহার কবরহইতে উত্থান হইলে পর তাঁহার সহিত
“ভোজন পান করিলাম, এমন ঈশ্বরের পূর্ব্বমনোনীত
“সাক্ষী যে আমরা, আমাদের নিকটে প্রকাশ করি-
“লেন।” প্রের ১০; ৪০,৪১। এই প্রকার কথা যেমন অন্য প্রেরিতেরা বলিয়াছেন, তদ্রূপ পৌলও কহিয়াছেন, যথা; “মনুষ্যহইতে নয়, মনুষ্যদ্বারাও নয়, কিন্তু যীশু
“খ্রীষ্ট এবং কবরহইতে তাঁহার উত্থানকর্ত্তা পিতা
“ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত এক জন যে আমি পৌল।” গালা-
তীয় ১; ১।

[illegible] প্রেরিতদের [illegible]
[illegible]

"অবজ্ঞা করে, সে কেবল মনুষ্যকে অবজ্ঞা না করিয়া
"যিনি আপন পবিত্র আত্মা আমাদিগকে দিয়াছেন,
"সেই ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে।" ১ থিষ ৪; ৮। "যেহেতুক
"আমরা খ্রীষ্টের নিমিত্তে দূতের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছি,
"এবং ঈশ্বর আমাদের দ্বারা তোমাদিগকে সাধনা
"করিলে আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে বিনয়
"করিতেছি।" ২ কর ৫; ২০। "আমরা তোমাদের
"নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তদ্ভিন্ন অন্য
"কোন সুসমাচার যদি আমরা কিম্বা স্বর্গীয় দূত প্রচার
"করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।" গাল ২; ৮।

৫। প্রেরিতদের উপদেশ দেওন প্রভৃতি কর্ম্মে তাহাদিগকে নিপুণ করিবার নিমিত্তে যীশু আপন মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যথা, "আমি "পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলে পিতা নিরন্তর তোমা- "দের সহিত থাকিতে অন্য এক সহায়কে অর্থাৎ সত্যময় "আত্মাকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিবেন। পিতা "সহায়কে অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে আমার নামে "প্রেরণ করিলে তিনি তাবৎ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া আমার "উক্ত সমস্ত কথা তোমাদিগকে স্মরণ করাইবেন, এবং "তাবৎ সত্য বিষয়ে তোমাদের বুদ্ধি প্রবেশ করাইবেন।" যোহন ১৪; ১৬, ২৬। ১৬; ১৩। এই প্রতিজ্ঞা কেবল প্রেরিতদিগকে তাহা নহে, সকল বিশ্বাসি লোককে দত্ত হইয়াছে, এমন কথা যদি কেহ বলে, তবে তাহার উত্তর এই। যীশুর উক্ত সমস্ত কথা যাহাদিগকে স্মরণ করান যায়, তাহারা সেই কথা পূর্ব্বে না শুনিলে কি না জানিলে

স্মরণ করিতে পারে না। পবিত্র আত্মা প্রেরিতদিগকে যীশুর উক্ত সমস্ত কথা স্মরণ করাইবেন, ইহা যীশু কহেন; তবে প্রেরিতেরা সেই সমস্ত কথা স্মরণ করণের পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন কি জানিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়। আমরা যেমন চারি সুসমাচার পাঠ করণদ্বারা যীশুর কথা জানিতে পারি, তাঁহারা তদ্রূপ উপায়দ্বারা তাহা না জানিয়া যীশুর প্রমুখাৎ তাঁহার উক্ত সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন, এবং যীশুর সমস্ত কথা প্রেরিতগণ ভিন্ন আর কেহ শুনে নাই। অতএব ঐ প্রতিজ্ঞা প্রেরিতদের পক্ষে সফল করিবার নিমিত্তে পবিত্র আত্মা অন্য কোন উপায় ব্যতিরেকে আপনি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ জ্ঞান দিলেন। কিন্তু অন্য সকল বিশ্বাসিদের পক্ষে তাহা সফল করিবার নিমিত্তে প্রেরিতদের উপদেশ ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থরূপ উপায়দ্বারা জ্ঞান যোগাইয়া দেন।

৬। ঐ পবিত্র আত্মা যীশুর পুনরুত্থানের পঞ্চাশ দিন পরে প্রকাশিত হইলেন, তাহাতে প্রেরিতদের জ্ঞান ও সাহস ও কর্ম্মেতে নিপুণতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, এবং সেই আশ্চর্য্য ঘটনাদ্বারা প্রেরিতদের উপদেশ যে ঈশ্বরীয় ইহা সপ্রমাণ হইল।

৭। প্রেরিতেরা অনেক২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন, এবং তাহাও তাহাদের বিষয়ে প্রমাণ দেয়। ইহার অনেক উদাহরণ প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণে পাওয়া যায়।

৮। প্রেরিতেরা নানা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছেন, ইহা আর এক প্রমাণ। এমত ভবিষ্যদ্বাক্যের উদাহরণ পৌলের ও পিতরের পত্রে ও যোহনের ভবিষ্যদ্বাক্যগ্রন্থে

পাওয়া যায়, কিন্তু সেই প্রকার উদাহরণ না লইয়া আমরা প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণহইতে দুই এক উদাহরণ লইব। মিথ্যাবাদি অননিয়ের মিথ্যাবাদিনী স্ত্রী সফীরার প্রতি পিতর কহিলেন, "দেখ, যাহারা তোমার "স্বামিকে কবর দিয়াছে, তাহারা দ্বারের নিকটেই "উপস্থিত আছে, এবং তোমাকেও বাহিরে লইয়া "যাইবে। তাহাতে সেও তৎক্ষণাৎ তাহার চরণের "নিকটে প্রাণত্যাগ করিল, পরে সেই যুবকেরা ভিতরে "আসিয়া তাহাকেও মৃতা দেখিয়া বাহির করণ পূর্ব্বক "তাহার স্বামির পার্শ্বে কবর দিল।" প্রের ৫; ৯,১০।

পৌল যে জাহাজে রোমা নগরে গেলেন, সেই জাহাজ ডুবিয়া যাওনের ভয় হইলে তিনি সকলকে কহিলেন, "সাহস কর, তোমাদের এক প্রাণিরও হানি "হইবে না, কেবল জাহাজের হানি হইবে, কেনন্যা যে "ঈশ্বরের লোক আমি, এবং যাঁহার সেবা করি, "তাঁহার এক দূত কল্য রাত্রিতে আমার নিকটে "দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে পৌল, ভয় করিও না, "কৈসরের সম্মুখে তোমাকে উপস্থিত হইতে হইবে, "এবং তোমার এই সঙ্গি লোক সকলকে ঈশ্বর তোমাকে "দিলেন। অতএব হে মহাশয়েরা, তোমরা সাহস কর, "আমার প্রতি যে কথা কথিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য "ঘটিবে, ঈশ্বরেতে আমার এমন বিশ্বাস আছে। কিন্তু "কোন উপদ্বীপের উপরে আমাদিগকে পড়িতে হইবে।" প্রের ২৭; ২২-২৬। পৌলের এই কথানুসারে অল্প দিনের পরে সেই জাহাজ মিলিতা নামক উপদ্বীপের

নিকটে ভগ্ন হইল, কিন্তু জাহাজে স্থিত সকল লোক ভূমি পাইয়া প্রাণে বাঁচিল।

যদি কেহ বলে, তৎকালীয় অনেক বিশ্বাসি লোক পবিত্র আত্মাকে পাইয়া আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিত ও ভবিষ্যদ্বাক্য কহিত, তথাপি তাহাদের উপদেশ যে ঈশ্বরীয় ইহার কোন প্রমাণ নাই, তবে তাহার উত্তর এই। আমরা ঈশ্বরের মনোনীত প্রচারক ও যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত লোক, এমন কথা ঐ সকল লোকদের মধ্যে প্রেরিতগণ বিনা আর কেহ কহে নাই, কারণ ঈশ্বর যে ব্যক্তির সাহায্য করিয়া পবিত্র আত্মার গুণে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিবার ও ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবার শক্তি দেন, এমন লোক মিথ্যাবাদী নহে। এই জন্যে যীশুর প্রেরিত না হইলে এমন লোক আপনাকে যীশুর প্রেরিত করিয়া বলিবে না; এবং এমত লোক যদি বলে, আমি যীশুর প্রেরিত বটি, তবে তাহার কথা সত্য ও সপ্রমাণ হয়।

৯। প্রেরিতদের চরিত্র তাঁহাদের পক্ষে প্রমাণ দেয়। তাঁহারা এমন আশ্চর্য্য শক্তি বিশিষ্ট হইয়াও অহঙ্কারী ছিলেন না, এবং ধন ও ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষীও ছিলেন না, বরং আপনাদের সম্ভ্রমের চেষ্টা না করিয়া কেবল আপন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গৌরবের চেষ্টা করিতেন।

১০। অন্য প্রমাণ এই, প্রেরিতদের উপদেশ ও যীশুর উপদেশ সম্পূর্ণরূপে মিলে কেবল তাহা নহে, তাঁহাদের এক জনের উপদেশ অন্য সকলের উপদেশেও মিলে। ইহাতে তাঁহারা সকলে যে এক ঈশ্বরের আদেশানুসারে উপদেশ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা সপ্রমাণ হয়

উক্ত সকল প্রমাণদ্বারা প্রেরিতদের উপদেশ যে ঈশ্বরীয়, ইহা স্পষ্ট হয়। ঐ সকল প্রমাণের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিলে সময়ের অকুলান হইবে, এই জন্যে তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ ঈশ্বরদত্ত ইহার প্রমাণ।

এই পর্য্যন্ত আমরা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের বিষয়ে এক কথাও কহি নাই, তাহার কারণ এই, একেবারে সংক্ষেপে যেন তাহার কথা কহিতে পারি, এই অভিপ্রায়ে প্রথমে যীশুর ও তাঁহার প্রেরিতদের উপদেশ যে ঈশ্বরীয়, ইহার প্রমাণ দিতে বিহিত বুঝিলাম।

ধর্ম্মপুস্তকের যে আদিভাগ আমাদের বর্ত্তমান সময়ে উপস্থিত আছে, তাহাকে যীশু ও তাঁহার প্রেরিতেরা ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত পুস্তক করিয়া বলেন, অতএব তাহা ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত বটে, ইহার সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, এই কথার অর্থ কি, তাহা আমরা পরে নিশ্চয় করিব, সম্প্রতি যীশু ও তাঁহার প্রেরিতেরা যে ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগকে ঈশ্বরদত্ত করিয়া বলেন, কেবল ইহার প্রমাণ দিতেছি।

১। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ নামে যে ধর্ম্মগ্রন্থ আমাদের হস্তে আছে, তাহারই প্রায় দেড় শত বচন যীশুর ও প্রেরিতদের উপদেশে ও প্রেরিতদের লিখিত পত্রসমূহেতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কএকটি উদাহরণ দিতেছি।

আদিপুস্তক ২; ২৪। মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে। মথি ১৯; ৫।

যাত্রাপুস্তক ৩; ৬। আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, ফলতঃ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকূবের ঈশ্বর। মথি ২২; ৩২।

লেবীয় পুস্তক ১৯; ২। তোমরা পবিত্র হও, কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে আমি, আমিই পবিত্র। ১ পিতর ১; ১৬।

গণনাপুস্তক ১২; ৭। সে আমার সকল পরিবারের মধ্যে বিশ্বাসপাত্র। ইব্রী ৩; ২।

দ্বিতীয় বিবরণ ৮; ৩। মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু পরমেশ্বরের মুখহইতে নির্গত যে২ বাক্য, তাহাদ্বারাই বাঁচে। মথি ৪; ৪।

যিহোশূয় ১; ৫। আমি তোমাকে ছাড়িব না ও তোমাকে ত্যাগ করিব না। ইব্রী ১৩; ৫।

১ শিমূয়েল ১৩; ১৪। পরমেশ্বর আপন মনের মত এক জনকে নিশ্চয় করিয়া (আপন লোকদের উপরে রাজা করিবেন।) প্রের ১৩; ২২।

২ শিমূয়েল ৭; ১৪। আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে। ইব্রী ১; ৫।

১ রাজাবলি ১৯; ১৩। ইস্রায়েল বংশ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিল ও তোমার যজ্ঞবেদী সকল ভাঙ্গিয়া খড়্গদ্বারা তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করিল ইত্যাদি। রোম ১১; ৩।

২ বংশাবলি ১৪; ২। তোমরা পরমেশ্বরের নিকটে

থাকিলে তিনিও তোমাদের নিকটবর্ত্তী থাকিবেন। যাক ৪; ৮।

নিহিমিয় ৯; ১৫। তিনি তাহাদের ক্ষুধা নিবারণার্থে বর্গহইতে তাহাদিগকে খাদ্য দিলেন। যোহন ৬; ৩১।

আয়ূব ৫; ১৩। তিনি জ্ঞানি লোকদিগকে তাহাদের কৌশলরূপ জালে বদ্ধ করেন। ১ কর ৩; ১৯।

গীত ২; ৭। তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিলাম। প্রের ১৩; ৩২।

হিতোপদেশ ৩; ১১। হে আমার পুত্র, পরমেশ্বরের কৃত শাস্তি তুচ্ছ করিও না, ও তাঁহাহইতে অনুযোগ্য পাইয়া ক্লান্ত হইও না। ইব্রি ১২; ৫।

যিশায়িয় ১; ৯। সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর যদি অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ না রাখিতেন, তবে আমরা সিদোম নগরের ন্যায় হইতাম, ও অমোরা নগরের তুল্য হইতাম। রো ৯; ২৯।

যিরিমিয় ৩১; ১৫। রামৎপুরে ক্রন্দন ও শোক ও তিক্ত বিলাপের শব্দ শুনা যায়; রাহেল আপন বালকদের নিমিত্তে রোদন করিতে২ তাহাদের বিষয়ে প্রবোধকথা মানে না, কেননা তাহারা নাই। মথি ২; ১৭, ১৮।

যিহিস্কেল ৯, ৬। আমার এই পবিত্র স্থানাবধি আরম্ভ কর। ১ পি ৪; ১৭।

দানিয়েল ৯; ২৭। যে সর্ব্বনাশকারি ঘৃণার্হ বস্তু দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা উক্ত আছে। মথি ২৪; ১৫।

হোশেয় ১; ১০। তোমরা আমার লোক নহ, এই

কথা যে স্থানে তাহাদিগকে কহা গিয়াছিল, সেই স্থানে তাহারা অমর ঈশ্বরের সন্তান বিখ্যাত হইবে। রো ৯; ২৬।

যোয়েল ২; ২৮। তাহার পরে আমি সমুদয় প্রাণির উপরে আপন আত্মার বর্ষণ করিব ইত্যাদি। প্রের ২; ১৭।

আমোষ ৫; ২৫। হে ইস্রায়েল বংশ, তোমরা চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত মহাপ্রান্তরে থাকিয়া যে সকল বলিদান ও নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করিলা, তাহা কি কেবল আমার উদ্দেশে করিলা? প্রের ৭; ৪২।

মীখ ৫; ২। হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, যদ্যপি তুমি যিহুদা দেশের রাজধানীর মধ্যে ক্ষুদ্র হও, তথাপি আমার ইস্রায়েল লোকদের প্রতিপালন করিবেন, এমত মন্ত্রিরূপিত রাজা তোমার মধ্যহইতে উৎপন্ন হইবেন। মথি ২; ৪-৬।

হবক্কুক ২; ৪। পুণ্যবান ব্যক্তি আপন বিশ্বাসদ্বারা বাঁচিবে। রো ১; ১৭।

হগয় ২; ৬। আমি অল্প ক্ষণের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও শুষ্ক ভূমি আর এক বার কম্পান্বিত করিব। ইব্রু ১২; ২৬।

সিখরিয় ৯; ৯। হে সিয়োনের কন্যে, অতিশয় আনন্দ কর, দেখ, তোমার রাজা ধর্ম্মস্বরূপ ও পরিত্রাণকর্ত্তা ও নম্রশীল ও গর্দ্দভারূঢ় বরং গর্দ্দভীর শাবকারূঢ় হইয়া তোমার নিকটে আসিবেন। মথি ২১; ৪,৫।

মলাখি ১; ২, ৩। আমি যাকুবকে প্রিয়পাত্র জ্ঞান

করিলাম, কিন্তু এষৌকে অপ্রিয়পাত্র জ্ঞান করিলাম। রোম ৯; ১৩।

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে যে উনচল্লিশ গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে চব্বিশ গ্রন্থের কোন ২ বচন ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে লিখিত আছে, ইহা এখন প্রকাশ পাইল। কোন ২ গ্রন্থের কেবল এক বচন তাহা নয়, অনেক বচন, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দেড় শত বচন লিখিত আছে, কিন্তু সংক্ষেপে প্রমাণ দিবার জন্যে আমরা এক ২ গ্রন্থের এক ২ বচনমাত্র প্রকাশ করিয়াছি। যাহা হউক, ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ নামে যে গ্রন্থ আমাদের হস্তে আছে, তাহাই যীশুর ও তাঁহার প্রেরিতদের হস্তে ছিল ইহা সপ্রমাণ হইল।

২। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে যে ২ লোক ও ঘটনা ও ধর্ম্মরীতি ও ঈশ্বরীয় আজ্ঞা ও উপদেশাদির কথা বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে, এমন অনেক লোক ও ঘটনা ও ধর্ম্মরীতি প্রভৃতির সংক্ষেপ কথা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে বিশেষতঃ যীশুর ও প্রেরিতদের উপদেশ ও পত্র সকলেতে লিখিত আছে। ইহার উদাহরণ দেখাইবার প্রায় কোন প্রয়োজন নাই, কারণ ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে দর্শন করিবামাত্র তাহা প্রকাশ পায়, এবং তাহার প্রত্যেক পাঠক আপনি তাহা জানে। তাহাতে আমাদের হস্তে ধর্ম্মপুস্তকের যে আদিভাগ আছে, তাহাই যীশু ও তাঁহার প্রেরিতেরা উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন, ইহার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

৩। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ ইব্রী ভাষাতে লিখিত

হইয়া আমাদের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেই ভাষাতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, আর ইব্রী ভাষাতে ছাপান হইলে তাহার গ্রন্থ সকল যিহুদীয়দের পরম্পরাগত মতানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ প্রথম ব্যবস্থা, দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থসমূহ, ও তৃতীয় অন্য২ ধর্ম্ম-গ্রন্থসমূহ। এই তিন ভাগের মধ্যে ব্যবস্থা নামক যে প্রথম ভাগ তাহাতে মূসালিখিত পাঁচ পুস্তক আছে। দ্বিতীয় ভাগ দানিয়েল ও বিলাপ ছাড়া ভবিষ্যদ্বাক্য সম্বলিত পুস্তক সকল বুঝায়, তদ্ভিন্ন যিহোশূয় ও বিচার-কর্ত্তৃবিবরণ ও শিমূয়েলের দুই পুস্তক ও রাজাবলি নামে দুই পুস্তক, এই সকল পুস্তকও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা লিখিত হইয়াছিল, এ কারণ এই সকল পুস্তকও ভবিষ্য-দ্বক্তৃগণের গ্রন্থসমূহমধ্যে গণিত হইল। তৃতীয় ভাগের মধ্যে দায়ূদের গীতসমূহ প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ থাকাতে, সেই তৃতীয় ভাগের কখনো২ গীতপুস্তক এই নাম দেওয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে গীতপুস্তক ব্যতিরেকে এই২ গ্রন্থও আছে, হিতোপদেশ, আয়ুব, পরমগীত, রুৎ, বিলাপ, উপদেশক, ইষ্টের, দানিয়েল, ইষ্রা, নিহিমিয় ও বংশাবলি নামে দুই পুস্তক। উক্ত তৃতীয় ভাগে গণিত পুস্তক সকল যে কারণে অন্য সকল গ্রন্থহইতে পৃথক্ করা গিয়াছিল, তাহার মীমাংসা করণে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থ ও গীতপুস্তক, এই তিন ভাগে বিভক্ত ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ যীশুর ও তাঁহার প্রেরিতদের হস্তে ছিল, ইহার প্রমাণ এই, যে তাঁহারা

বার ২ ঐ তিনের মধ্যে এক কিম্বা দুই কিম্বা তিন ভাগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ এই ২।

"মূসার ব্যবস্থাতে ও ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে এবং গীত-"পুস্তকে আমার বিষয়ে যে সকল বচন লিখিত আছে।" লূক ২৪; ৪৪।

"এই দুই আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা ও সমস্ত ভবিষ্যদ্বাক্যের ভার আছে।" মথি ২২; ৪০।

৪। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইলেও যীশু ও তাঁহার প্রেরিতেরা অনেক বার এক-মাত্র ধর্ম্মপুস্তকের ন্যায় সমস্ত আদিভাগের কথা কহেন। কোন ২ স্থানে ব্যবস্থা এই প্রথম ভাগের নামদ্বারা তাঁহারা সমস্ত আদিভাগকে বুঝান, তাহার উদাহরণ। "ব্যব-"স্থাতে যাহা ২ লেখে, তাহা ব্যবস্থার অধীন লোকদের "উদ্দেশে লেখে।" রোম ৩; ১৯। অন্য ২ স্থানে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, এই দ্বিতীয় ভাগের নামদ্বারা তাঁহারা সমস্ত আদিভাগকে বুঝান, যথা, "হে রাজন আগ্রিপ্প, আপনি "কি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণোক্ত বাক্যে প্রত্যয় করেন?" প্রের ২৬; ২৭। এবং শাস্ত্র কি ধর্ম্মশাস্ত্র কি ধর্ম্মগ্রন্থ কি ধর্ম্মপুস্তক তৃতীয় ভাগের এই ২ নামদ্বারা তাঁহারা আদিভাগের কেবল তৃতীয় ভাগকে বুঝান, এমন নহে, বরং প্রায় সর্ব্বদা সমস্ত আদিভাগকে বুঝাইয়া থাকেন, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। এই সকলের নির্য্যাস কি? না এই। ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থ ও গীতপুস্তকাদি অবশিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের সংগ্রহ একমাত্র ধর্ম্মপুস্তক গণনীয় হইয়া উঠে। যেমন অনেক অঙ্গুরীয়ের সংযোগদ্বারা এক শৃঙ্খল হইয়া

উঠে, তদ্রূপ আদিপুস্তকাদি সকল গ্রন্থের শ্রেণীদ্বারা এক মাত্র ধর্ম্মপুস্তক হয়।

৫। সেই ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, ইহা যীশু ও তাঁহার প্রেরিতেরা স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন, যথা; "ধর্ম্মগ্রন্থের অন্যথা হইতে পারে না।" যোহন ১০; ৩৫। আরও যথা, "যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবীর ধ্বংস না হইবে, তাবৎ সমস্ত সফল না হইলে ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুর লোপ হইবে না।" মথি ২; ১৮। আরও যথা, "ঐ সকল শাস্ত্র (কিম্বা ঐ শাস্ত্রের প্রত্যেক গ্রন্থ) ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত।" ২ তীম ৩; ১৬।

আর যীশু ও প্রেরিতেরা ঐ শাস্ত্রের যে কোন বচন উত্থাপন করেন, তাহাই ঈশ্বরের আদিষ্ট বচন করিয়া উত্থাপন করেন, তাহার অনেক ২ প্রমাণের মধ্যে কেবল একটি উদাহরণ লিখিতেছি; তাহা এই, "প্রতিজ্ঞার "ফল যেন যীশু খ্রীষ্টে প্রত্যয়দ্বারা তাবৎ বিশ্বাসকারির "প্রতি বর্ত্তে, এই জন্যে ধর্ম্মশাস্ত্রে সকলকে পাপাধীন "গণনা করে।" গলাতীয় ৩; ২২। এই পদে মূলভাষাতে লিখিত আছে, "ধর্ম্মশাস্ত্র" সকলকে পাপাধীন গণনা করে, আর ধর্ম্মশাস্ত্র এই স্থানে ঈশ্বরকে বুঝায়, যেহেতুক ধর্ম্মশাস্ত্রের লিপি ঈশ্বরের জ্ঞাপিত কথা।

অতএব ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ সমস্ত ঈশ্বরদত্ত, ইহা যীশুর ও তাঁহার প্রেরিতদের ঈশ্বরীয় উপদেশদ্বারা সপ্রমাণ হয়।

যদ্যপি আমরা প্রভু যীশুর ও প্রেরিতদের সাক্ষ্যদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের প্রমাণ দিয়াছি, তথাপি তাহার

অন্য প্রমাণ দিতে পারা যায় না, এমন নহে। তাহা এই ২ কথা বিবেচনা করিলে প্রকাশ পাইবে।

১। যীশুর মৃত্যুর প্রায় এক শত বৎসর পরে সেই আদিভাগ সুরিয়াক ভাষাতে ভাষান্তরীকৃত হইল। এবং প্রেরিতদের বর্ত্তমান সময়ে ফীলো ও যোষীফস নামক দুই জ্ঞানি যিহূদি লোক তাহার বিষয়ে অনেক লিখিল। এবং সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত তিন ভাগের মধ্যে দুই ভাগ, অর্থাৎ মূসালিখিত পাঁচ পুস্তক ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের রচিত গ্রন্থ সকল যিহূদীয় পণ্ডিত লোকদ্বারা খাল্‌দী (বা কস্‌দী) ভাষাতে ভাষান্তরীকৃত হইল। এবং যীশুর আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে সিরাখ নামক কোন যিহূদি লোকের পৌত্র আদিভাগের সকল গ্রন্থ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছিল। এবং তাহার পূর্ব্বেই সমস্ত আদিভাগ মিসর দেশনিবাসি যিহূদি লোকদ্বারা গ্রীক ভাষাতে ভাষান্তরীকৃত হইয়াছিল। সেই যে তর্জ্জমা এখনও আছে, তাহা যে সময়ে করা গেল, সেই সময়ের কেবল এক শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নিহিমিয়ের ও ইষ্রার মৃত্যু হইয়াছিল। আর ঐ দুই জনের লিখিত দুই পুস্তক অবধি প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত মূসার পুস্তক পর্য্যন্ত আদিভাগের গ্রন্থশ্রেণীর এক ২ গ্রন্থ অন্য ২ গ্রন্থের বিশ্বসনীয়তা স্থির করে, অর্থাৎ পশ্চাল্লিখিত প্রত্যেক গ্রন্থ পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থকে সপ্রমাণ করে।

২। খ্রীষ্টীয়ান যে আমরা, আমরা যেমন ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের সকল গ্রন্থ গ্রাহ্য করি, তদ্রূপ আমাদের শত্রু যিহূদীয় লোকেরাও তাহা গ্রাহ্য করে। তা-

হাতে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের অন্যথা করিলে যিহূদি লোকেরা তাহাদের দোষ প্রকাশ করিত, এবং যিহূদি লোক অন্যথা করিলে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা তাহাদের দোষ প্রকাশ করিত। কিন্তু উভয় পক্ষের লোকেরা তাহা উত্তমরূপে রক্ষা করিয়াছে। এই প্রকারে উভয় মতাবলম্বিদের পরস্পর যে অনৈক্য, তদ্দ্বারাতেই ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের ঐক্য ও বিশ্বসনীয়তা সম্যক্‌রূপে সপ্রমাণ হয়।

৩। মূসার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের উপদেশ ও গ্রন্থ যে ঈশ্বরীয়, ইহার বিশেষ ২ প্রমাণ তাঁহাদের হস্তকৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া এবং তাঁহাদের প্রচারিত ভবিষ্যদ্বাক্য, এবং তাঁহাদের উপদেশের ও আচরণের উত্তমতা।

এই তিন কথার বিশেষ মীমাংসা করিলে যেমন অন্তভাগের বিষয়ে অনেক ২ কথা লিখিয়াছিলাম, তদ্রূপ আদিভাগের বিষয়েও অধিক লিখিতে পারি, কিন্তু যাঁহাদের উপদেশ ঈশ্বরীয় এমত যীশু ও প্রেরিতদের যে সাক্ষ্য প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহার পরে অন্য প্রমাণ আবশ্যক নহে। যে কেহ ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ ঈশ্বরদত্ত পুস্তকরূপে গ্রাহ্য করিতে অসম্মত হয়, সে যীশুকে ও প্রেরিতদিগকে মিথ্যাবাদী কিম্বা মূর্খ কহিয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করে।

সপ্তম অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ ঈশ্বরদত্ত ইহার প্রমাণ।

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ যেমন ঈশ্বরের আবির্ভাবে

দত্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্তভাগও ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত হইল, ইহার প্রমাণ এই ২।

১। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে প্রকাশিত ঈশ্বরের স্থাপিত যে পুরাতন নিয়ম তদপেক্ষা নূতন নিয়ম শ্রেষ্ঠ। যেহেতুক ঐ পুরাতন নিয়ম অল্পকালস্থায়ী, নূতন নিয়ম অনন্তকালস্থায়ী। পুরাতন নিয়মদ্বারা মনুষ্যের পাপস্বভাব ও দণ্ডনীয়তা প্রকাশ পায়, নূতন নিয়ম পরিত্রাণ ও স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় যোগাইয়া দেয়। পুরাতন নিয়ম কেবল যিহূদি জাতির জন্যে স্থাপিত হইয়াছিল, নূতন নিয়ম তাবৎ মনুষ্যজাতির জন্যে স্থাপিত হইল। ঐ পুরাতন নিয়ম সম্বলিত ধর্ম্মপুস্তক যদি ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত হইল, তবে নূতন নিয়মসম্বলিত ধর্ম্মপুস্তক কি ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত হইবে না? "দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করণ সেবার "যে তেজ, তদপেক্ষা পুণ্য প্রকাশ করণ সেবার তেজ "কি গুরুতর হইবে না? যাহার লোপ হইবে, তাহা যদি "তেজোময় হইল, তবে যাহা চিরস্থায়ী, তাহা অবশ্য "তততোধিক তেজোময় হইবে।" ২ কর ৩; ৯, ১১।

২। যীশুর প্রেরিতেরা বাক্যের দ্বারা যে সকল উপদেশ দিতেন তাহা ঈশ্বরীয়, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে দেওয়া গেল; তবে পত্র কি গ্রন্থলেখনদ্বারা তাঁহারা যে২ উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল উপদেশ কি ঈশ্বরীয় হইবে না? জিহ্বাগ্রস্থিত যে কথা কেবল এক কালের শ্রোতাদের কর্ণগোচরে কহা গেল, এবং যে কথা লিখিত হওয়াতে তাবৎ কালের পাঠকদিগকে জ্ঞাপিত হইয়াছে, প্রেরিতদের এই দুই প্রকার কথার মধ্যে কোন্ কথা শ্রেষ্ঠ?

অবশ্য ইহাদের একাপেক্ষা যদি অন্য কথা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে জিহ্বাগ্রে স্থিত কথাপেক্ষা লিখিত কথা শ্রেষ্ঠ হয়
"অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ পাইতে আজ্ঞা দিলেন
"যে ঈশ্বর, তিনি যীশু খ্রীষ্টের মুখে প্রকাশিত যে ঈশ্বরের
"মহিমাযুক্ত জ্ঞানরূপ তেজ, তাহা দেখাইবার জন্যে
"আমাদের মনের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিলেন।" ২ কর ৪; ৬। পৌলের এই কথা কি কেবল উপদেশে ফলিল? কিম্বা পত্রাদিতে লিখিত প্রসঙ্গেতেও ফলিল?

আরও পিতরের এই বচন অতি মনোযোগের যোগ্য, যথা, "তোমরা যদ্যপি এই সকল কথা জ্ঞাত হইয়া
"আপনাদের নিকটে বিদ্যমান সত্য ধর্ম্মে সুস্থির আছ,
"তথাচ তোমাদিগকে তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করাইতে আমি
"আলস্য করিব না। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাকে
"যেরূপ জ্ঞাত করিয়াছেন, তদনুসারে শীঘ্র আমাকে এই
"শরীররূপ তাম্বু ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা জানিয়া যদবধি
"এই তাম্বুতে থাকি, তাবৎ তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া
"প্রবৃত্তি দিতে আমি বিহিত বুঝিতেছি; আর আমার
"পরলোক প্রাপ্তির পরেও ইহা যেন সর্ব্বদা তোমাদের
"স্মরণে থাকে, এমন উপায় করিতে যত্ন করিতেছি।"
২ পিতর ১; ১২-১৫। আরও যথা, "হে প্রিয়বর্গ, তো-
"মরা যেন পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাক্য, ও
"ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর প্রেরিত যে আমরা আমাদের আজ্ঞা
"স্মরণ কর, এই জন্যে আমি পত্রদ্বয়দ্বারা তাহা স্মরণ
"করাইয়া তোমাদের সরল মনকে প্রবৃত্তি দিতে তোমাদের
"প্রতি এই দ্বিতীয় পত্র লিখিলাম।" ২ পি ৩; ১.২।

৩। ঈশ্বর যদি প্রেরিতদের পত্রাদি গ্রন্থদ্বারা নূতন নিয়ম বিষয়ক সপ্রমাণ জ্ঞান না যোগাইয়া কেবল তাঁহাদের প্রমুখাৎ সেই জ্ঞান যোগাইতেন, তবে প্রেরিতদের সময়ে বর্ত্তমান লোক ব্যতিরেকে অন্য কোন লোক পরিত্রাণ বিষয়ক জ্ঞান পাইতে পারিত না, যেহেতুক পুরুষপরম্পরাগত মুখের বাক্য সপ্রমাণ জ্ঞানের উপায় নহে, ইহা সকলে জানে; কেবল লিখিত কথাই পুরুষপরম্পরার নিকটে থাকিলে সপ্রমাণ জ্ঞানেরই উপযুক্ত উপায় হয়। অতএব যীশুর ও তাঁহার প্রেরিতদের উপদেশাদি ধর্ম্মকথা সকল যদি ঈশ্বরের আবির্ভাবে লিখিত হয় নাই, তবে সর্ব্বকালীয় ও সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে ঐ ধর্ম্মকথাদ্বারা পরিত্রাণের পথ দেখাইতে ঈশ্বরের যে অভিপ্রায় ছিল, তাহা নির্ম্মূল হইল।

৪। ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে যে সকল গ্রন্থ ও পত্র আছে, তাহার মধ্যে মার্ক ও লূকরচিত তিন পুস্তক ব্যতিরেকে অন্য সকল গ্রন্থ ও পত্র যীশুর প্রেরিতদের দ্বারা রচিত হওয়াতে ঐ তিন পুস্তক বিনা অন্য কোন গ্রন্থ বিষয়ে কোন সন্দেহ জন্মিতে পারে না। এবং উক্ত মার্কের ও লূকের তিন গ্রন্থও যে ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, ইহার প্রমাণ এই। লূক যখন সুসমাচার ও প্রেরিতদের ক্রিয়া লেখেন, তখন পৌলের সঙ্গী ছিলেন; তাহাতে তিনি পৌলের অনুমতিদ্বারা তাহা লিখিয়া দিলেন, এবং পৌল তাহা দেখিয়া সপ্রমাণরূপে স্বীকার করিলেন, এমন সাক্ষ্যও প্রথমাবধি দত্ত হইয়া আসিতেছে। আর মার্ক আপন সুসমাচার লিখ-

রের আদেশানুসারে লিখিলেন, এমত সাক্ষ্যও আছে। আর ঐ তিন পুস্তক লিখিত হওনের পরে যোহন অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিলেন, তাহাতে ঐ তিন পুস্তক যদি ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত না হইত, তবে যোহন অবশ্য তাহা প্রকাশ করিতেন, এবং প্রকাশ করিলে তাঁহার শিষ্য যে পলুকার্প ও সেই পলুকার্পের শিষ্য যে ইরীণায়, ইহাঁরা এবং তৎকালের অন্য সকল খ্রীষ্টীয়ান লোক ঐ তিন পুস্তক কখনো ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত পুস্তকের ন্যায় গ্রাহ্য করিতেন না। ইহার প্রমাণ এই যে তাঁহারা অন্য২ অনেক পুস্তক অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

৫। চারি সুসমাচার এবং প্রেরিতদের পত্রাদি গ্রন্থসংগ্রহ যে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তকের এক অংশ ইহার প্রমাণ পিতর দিয়াছেন, যথা, "আমাদের প্রিয় ভ্রাতা যে পৌল, "সেও আপনার প্রতি ঈশ্বরদত্ত জ্ঞানানুসারে তোমা- "দের প্রতি এমত লিখিয়াছে। এবং এই প্রকার কথা "তাহার সকল পত্রেতেও কহে; তাহাতে অনেক কথা "দুর্গম্য হওয়াতে, যাহারা অশিক্ষিত ও চঞ্চল, তাহারা "আপনাদের বিনাশার্থে অন্য২ শাস্ত্রীয় বচনের ন্যায় "তাহারও অর্থান্তর করে।"" ২ পিতর ৩; ১৫, ১৬।

আর এক স্থানে (১ তীমথি ৫; ১৮) পৌল এই কথা কহেন, "শাস্ত্রে এই লিপি আছে, 'তুমি শস্যমর্দ্দনকারি "বলদের মুখ বন্ধন করিবা না;' আরও যথা 'কার্য্যকারি "লোক বেতনের যোগ্য হয়।" এই যে দুই শাস্ত্রীয় বচন পৌল উত্থাপন করেন, তাহার মধ্যে প্রথম বচন

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবরণ নামক পুস্তকে (২৫; ৪) পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় বচন ধর্ম্ম-পুস্তকের অন্তভাগে অর্থাৎ মথির (১০; ১০) এবং লূকের (১০; ৭) সুসমাচারে পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায়, পৌল যেমন দ্বিতীয় বিবরণকে, তদ্রূপ মথির (ও লূকের) সুসমাচারকেও শাস্ত্রের মধ্যে গণনা করেন।

অতএব পৌল ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের বিষয়ে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আদি ও অন্ত দুই ভাগশুদ্ধ সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকের পক্ষে সত্য হয়, যথা, "ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের "আবির্ভাবে দত্ত, এবং ঈশ্বরের সেবক যাহাতে সিদ্ধ হয় "ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হয়,এমন উপদেশে ও "অনুযোগে ও শাসনে ও ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়।"

অষ্টম অধ্যায়।

সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত ইহার নানাবিধ প্রমাণ।

ইহার পূর্ব্বে যে সকল প্রমাণ দেওয়া গেল, তদ্ভিন্ন ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, ইহার অন্য২ প্রমাণও আছে, তাহার কিঞ্চিৎ২ লেখা যাইতেছে।

১। নানা রাজ্যের নানা লোক ও স্থান ও রাজ্য-নীতি বিষয়ে যে সকল ইতিহাস ও কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহার মধ্যে একটি কথা যে ভ্রান্তির কথা, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ধর্ম্মপুস্তকে অনেক দেশীয় অনেক লোকের ও স্থানের

কথা আছে, অর্থাৎ কিনান্ ও মিসর ও আরব ও সুরিয়া ও মিসপতামিয়া ও বাবিল ও পারস ও ক্ষুদ্র আসিয়া ও গ্রীস ও ইতালি ইত্যাদি নানা দেশের নানা লোকের ও স্থানের কথা আছে, কেবল এক সময়ের কথা তাহা নহে, চারি সহস্র বৎসরের মধ্যে নানা সময়ের কথা আছে। ঐ সকল দেশের পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতি এখনও দেখিলে ধর্ম্মপুস্তকের বিশ্বসনীয়তা প্রকাশ পায়; এবং কোন২ নগর এখনও আছে। অন্য২ নগর উচ্ছিন্ন হইলেও তাহার গাঁথনির ভিত্তিমূলাদি কাংড়া এখনও দৃশ্য হয়। আর ঐ সকল দেশাদির বিষয়ে যে বিশ্বনীয় ইতিহাস দেবপূজক গ্রন্থরচকেরা লিখিয়াছে, তাহা এখনও উপস্থিত আছে। ধর্ম্মপুস্তক যদি কেবল মনুষ্যের জ্ঞানানুসারে লিখিত হইত, তবে ঐ সকল দেশাদির বৃত্তান্তে নানা ভুল আছে, ইহার প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যাইত, কারণ মনুষ্যদের মধ্যে যাহারা পুরাবৃত্ত লিখিয়াছে, তাহারা অতি মনোযোগী হইলেও নানা ভুলের কথা লিখিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের কথার মধ্যে একটি ভুল আছে, এমত প্রমাণ অদ্য পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অনেক কথার বিষয়ে অনেক লোক নানা সন্দেহ করিয়াছে, কিন্তু দেশভ্রমণ ও পুরাবৃত্ত অধ্যয়নাদি উপায়দ্বারা জ্ঞান যত বৃদ্ধি পায়, ধর্ম্মপুস্তকের প্রামাণ্য তত বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র ও মহান্ উভয় প্রকার অসংখ্য২ কথা যিনি সত্যরূপে লিখিয়া দিয়াছেন, তিনি মনুষ্য নহেন, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর আছেন, ইহা সপ্রমাণ। উক্ত কথার কোন২ উদাহরণ।

অতি পূর্ব্বসময়ে মনুষ্যেরা বাবিল নগরে অত্যন্ত

উচ্চ এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত হইয়া প্রস্তরের পরিবর্ত্তে ইষ্টক ও চূণের পরিবর্ত্তে শিলাজতু অর্থাৎ মেট্যাতৈল ব্যবহার করিয়াছিল। সেই উচ্চগৃহ অনেক২ বৎসরাবধি পতিত হইলেও তাহার পতিত খণ্ডরাশি এখনও পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া দৃশ্য হয়, এবং যাহাদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল এমত শিলাজতু ও ইষ্টক এখনও সেই খণ্ডরাশিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অতিশয় পুরাতন প্রযুক্ত তাহা রৌদ্রদ্বারা কিম্বা অগ্নিদ্বারা কাঁচের ন্যায় শক্ত হইয়াছে।

যাজকদের ভূমি ব্যতিরেকে মিসরদেশের অন্য সকল ভূমি রাজার হওয়াতে যাজক বিনা অন্য সকল প্রজা রাজাকে কররূপে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের পঞ্চমাংশ দিয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বকালীয় ইতিহাসলেখকেরা কহিয়াছে। কিন্তু তাহার কারণ কেবল মূসা জানাইয়াছেন, অর্থাৎ য়ূষফের পরামর্শানুসারে তৎকালীয় রাজা এই নিয়ম করিয়া আপন প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষার্থে শস্যাদি খাদ্য-দ্রব্য দিয়াছিল, ইহা মূসা কহিয়াছেন।

সুলেমানের পুত্র রিহবিয়ামের সময়ে শীশক নামে মিস্রীয় রাজা যিরূশালম নগর আক্রমণ করিয়া যিহূদীয় লোকদিগকে পরাজয় করিয়াছিল, ইহা যেমন ধর্ম্ম-পুস্তক কহে, তদ্রূপ মিসরদেশে অতি পূর্ব্বসময়ে প্রস্তরে লিখিত ছবিও প্রকাশ করে। সেই ছবি অল্প বৎসর হইল ভূমি খননদ্বারা পুনরায় পাওয়া গেল, এবং তাহার নীচে অন্য২ শব্দের মধ্যে শীশক ও যিহূদী এই দুই নাম লিখিত আছে।

এই২ প্রকার অসংখ্য প্রমাণদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের সকল ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র কথাও যে সত্য ইহা প্রকাশ পায়। এবং এক কথাও সত্য নহে, এমত প্রমাণ দিতে অদ্য পর্য্যন্ত কেহ পারক হয় নাই।

২। পদার্থ বিষয়ক যে২ কথা ধর্ম্মপুস্তকে আছে, তাহার মধ্যেও একটি কথা যে মিথ্যা, এমন প্রমাণ কেহ দিতে পারে না। ইহার দুই এক উদাহরণ লিখি।

পূর্ব্বকালীয় সকল পণ্ডিত লোকেরা তারাগণের বিষয়ে ইহা বোধ করিয়াছিল, যে তাহা গণনা করিতে অতি কঠিন নহে, যেহেতুক তাহাদের সংখ্যা কেবল ৫০০০। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তারাগণকে গণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য; এবং সম্প্রতি জ্যোতির্ব্বেত্তা সকলও দুর্ব্বীণাদি যন্ত্রদ্বারা এমত প্রমাণ পাইয়া ইহা স্বীকার করিতেছে।

যিহোশূয়ের সময়ে যখন সূর্য্যের গতি কিছু কাল পর্য্যন্ত ব্যাঘাত পাইল, তখন সূর্য্যের সহিত চন্দ্রও স্থির হইয়া রহিল, ইহা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। সূর্য্য ও চন্দ্র এই উভয়ের দিবসিক গতির এক কারণ, অর্থাৎ পৃথিবীর দিবসিক ঘূরণ; অতএব সূর্য্য যদি দাঁড়াইয়া থাকে, তবে সেই সময়ে চন্দ্র দৃশ্য হইলে সুতরাং তাহাও দাঁড়াইয়া থাকিবে।

ধর্ম্মপুস্তকের সত্যতার এই যে দুই প্রমাণের কথা প্রকাশিত হইল, তাহা যদ্যপি লঘুতর বোধ হয়, তথাপি তাহা এমন কষ্টিপ্রস্তর যাহাদ্বারা অন্য২ ধর্ম্মশাস্ত্রের পরীক্ষা করিলে সেই সকল যে মিথ্যাশাস্ত্র, ইহা অতি

স্ফুটরূপে প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্রে সুমেরু পর্ব্বত এবং সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত দ্বীপ এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণের কারণ ও ভূমিকম্পের কারণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে যে সকল গল্প লিখিত আছে তাহা নিতান্ত মিথ্যা, এবং তাহাদ্বারা ঐ শাস্ত্রের কল্পিতত্ব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। আর সত্য শাস্ত্র অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক বিনা যত শাস্ত্র আছে, সেই সকল যে মিথ্যা, ইহা ঐ কষ্টিপ্রস্তরদ্বারা অর্থাৎ পরদেশ ও পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থ বিষয়ক যে২ কথা লিখিত আছে, তাহাদ্বারা সপ্রকাশ হয়।

৩। ধর্ম্মপুস্তকের রচনাকর্ত্তা সকল যে সরলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোন মনুষ্যেতে সম্ভবে না, তাহা কেবল ঈশ্বরীয় আদেশের ফল হইতে পারে।

যাঁহাদের দ্বারা ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তক লিখিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সকলে ইস্রায়েলীয় লোক ছিলেন, এবং তাঁহারা যদি ঈশ্বরের আদেশানুসারে না লিখিতেন, তবে আপন জাতির প্রশংসা অবশ্য করিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া, আমাদের জাতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহপাত্র, ইহা জ্ঞাত হইয়াও আপন স্বজাতীয়দের অবাধ্যতা ও দুষ্টতা অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

অধিকন্তু নোহ, ইব্রাহীম্, ইস্‌হাক, যাকুব্, মূসা, হারোণ, দায়ূদ, সুলেমান্, হিষ্কিয়, যোশিয়, পিতর, যোহন প্রভৃতি যে২ সাধু লোকের প্রশংসা ধর্ম্মপুস্তকে করা যায়, তাঁহাদের পাপকর্ম্মও অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, এবং সেই পাপকর্ম্মের যে দণ্ড তাঁহারা পাইলেন, তাহার বিবরণও লিখিত আছে। ধর্ম্মপুস্তক যদি

ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত না হইত, তবে তাঁহাদের সেই২ ঘৃণার্হ পাপের বৃত্তান্ত লিখিত হইত না, এবং সেই পাপ প্রযুক্ত তাঁহারা যে দণ্ডনীয় হইয়াছিলেন, ইহাও প্রকাশ করা যাইত না। আমাদের এই বর্ত্তমান সময়ে যাহারা কোন ২ ধার্ম্মিক লোকের চরিত্র লেখে, তাহারা তাহার দোষ আচ্ছাদন করিয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তকে তদ্রূপ না করিয়া, অতি ধার্ম্মিক লোকও পাপী হওয়াতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়দ্বারা পরিত্রাণ পাইতে পারে না, ইহা সকলকে জানাইয়াছেন।

৪। ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরের আদেশে লিখিত হইয়াছে ইহার আর এক প্রমাণ সেই ধর্ম্মপুস্তকের সকল ভাগের আশ্চর্য্য ঐক্য।

ধর্ম্মপুস্তকে যে সকল গ্রন্থ আছে, সেই সকল যে এক ব্যক্তিদ্বারা, কিম্বা এক দেশে, কিম্বা এক সময়ে রচিত হইয়াছিল এমন নহে। মূসা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের চৌদ্দ শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মরিয়াছিলেন, এবং যোহন প্রেরিত খ্রীষ্টের জন্মের এক শত বৎসর পরে মরিলেন, তাহাতে সেই দুই জনের মৃত্যুর মধ্যে পোনেরো শত পঞ্চাশ বৎসর অন্তর ছিল। ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের প্রথম পাঁচ গ্রন্থ মূসাদ্বারা লিখিত হয়, অন্য সকল গ্রন্থ তাহার মৃত্যুর পরে স্থান ও সময় ভেদে নানা লোকদ্বারা রচিত হয়। তদ্রূপ অন্তভাগের সকল গ্রন্থ স্থান ও সময়ভেদে নানা লোকদ্বারা লিখিত হয়, সকলের শেষে যোহন প্রেরিত তাহার কোন ২ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থরচকদের মধ্যে কেহ আরব দেশে,

কেহ বা বাবিল দেশে, কেহ বা ইস্রায়েল দেশে, কেহ বা ইতালি দেশে, কেহ বা অন্য স্থানে বাস করিতেছিলেন। কেহ রাজা ছিলেন, কেহ বা কারাবদ্ধ ছিলেন, কেহ পণ্ডিত কিম্বা যাজক ছিলেন, কেহ বা অজ্ঞান গোরক্ষক কিম্বা মৎস্যধারী ছিলেন, কেহ রাজমন্ত্রী ছিলেন, কেহ বা সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু এমন স্থানভেদ ও সময়ভেদ ও অবস্থাভেদ হইলেও তাঁহাদের গ্রন্থ সকলের অতি আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। ঈশ্বরের স্বভাব ও ধর্ম্ম ও গুণ ও আজ্ঞা এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম ও স্বাভাবিক দুষ্টতা, এবং মনুষ্যদের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের কৃত উপায়, ইহা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাহাদের সম্যক্ ঐক্য আছে। তাহার কারণ কি? কারণ এই, সেই গ্রন্থরচকেরা আপন ২ জ্ঞানানুসারে না লিখিয়া এক ঈশ্বরের আদেশানুসারে ঐ সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

৫। ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত, ইহার অন্য প্রমাণ তন্মধ্যে লিখিত ভবিষ্যদ্বাক্য সকল।

কেবল সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ভাবিঘটনা জানেন। এবং তিনি যদি কোন মনুষ্যকে ভাবিঘটনার জ্ঞান প্রদান করেন, তবে সেই মনুষ্যও তাহা জানিতে পারে, নতুবা তাহা মনুষ্যের জ্ঞানবহির্ভূত থাকে। কিন্তু কালক্রমে যাহা ২ ঘটিবে, এমন অনেক ঘটনার কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, আর সেই সকল ভাবিবাক্যের মধ্যে অনেক বাক্য ফলদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে এবং হইতেছে, অবশিষ্ট সকল ইহার পরে সপ্রমাণ হইবে।

ক্ষুদ্র ঘটনা বিনা যে সকল গুরুতর ভাবিঘটনার কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহার মধ্যে এই ২ প্রকার ঘটনা প্রধান। ১, ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ও স্বভাব ও কর্ম্ম ও দুঃখভোগ ও মৃত্যু ও উন্নতি ও মহিমা। ২, ইস্রায়েল লোকদের কিনান্ দেশের অধিকারপ্রাপ্তি ও তাহাদের অনাজ্ঞাবহ হওন ও পর-দেশে ছিন্নভিন্ন হওন ও শেষকালে পুনরায় অনুগৃহীত হওন। ৩, চারি প্রধান রাজ্যের উৎপত্তি। ৪, মিসর ও ইদোম ও বাবিল ও নিনিবী প্রভৃতি নানা দেশের ও স্থানের ভাবিদুঃখ ও সর্ব্বনাশ। ৫, ভাক্ত খ্রীষ্টের বর্ণনা। ৬, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যের বৃদ্ধি।

এই ছয় স্থলে এবং অন্য২ নানা স্থলে যে ভাবি-ঘটনার কথা লিখিত আছে, তাহা এমন আশ্চর্য্য যে মনুষ্যেতে সম্ভবে না, ঈশ্বরের আদেশ বিনা ঐ সকল কথা জানাইতে কাহারো সাধ্য ছিল না। ঐ সকল কথা যে সত্য তাহা যিহূদি লোকদের ও বাবিল ও নিনিবী নগরের ও মিসর ও ইদোম ও কিনান্ দেশের ও রোমানকাথলিক মতাবলম্বিদের বর্ত্তমান কালীয় অবস্থা বিবেচনা করিলে এখনও প্রত্যক্ষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

আমরা এই স্থলে কেবল প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক যে২ কথা তাঁহার জন্মের শত২ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়া-ছিল, তাহার সার অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিব। মূসা তাঁহার বিষয়ে আদিপুস্তকে ইহা লিখিয়াছিলেন যে তিনি স্ত্রীর বংশ হইবেন (৩; ১৫), আর তদনুসারে

মনুষ্যদের মধ্যে যীশুর মাতা ছিল বটে, কিন্তু পিতা ছিল না। আর ত্রাণকর্ত্তা যে ইব্রাহীমের প্রপৌত্র ইস্‌হাকের পৌত্র যাকূবের পুত্র যিহূদার বংশে জন্মিবেন, ইহাও মূসা লিখিয়াছেন। (১২; ৩। ২৬; ৪। ২৮; ১৪। ৪৯; ১০) আর ইব্রাহীমের পুত্র ইস্‌হাকের বলিদান এবং মৃত্যুহইতে রক্ষা (২২ অধ্যায়) এবং যূষফের নিজ ভ্রাতৃগণদ্বারা অবজ্ঞাত ও বিক্রীত হওন, এবং তাঁহার দুঃখ ও উন্নতি ও তাঁহাদ্বারা স্বজাতীয় ও ভিন্নজাতীয় অনেক লোকের প্রাণরক্ষা, (৩৭ ও ৪১ অধ্যায়) এই সকল ঘটনাও খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তস্বরূপ জানিবা। আর মূসার ব্যবস্থাদ্বারা নিরূপিত নানা বলিদান ও মহাযাজকত্বপদ খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত, এবং মূসা দ্বিতীয় বিবরণে আগামি মহাভবিষ্যদ্বক্তার যে কথা লিখিয়াছেন, সেই কথাও খ্রীষ্ট বিষয়ক। (দ্বি বিব ১৮; ১৫-১৯) পরে খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশে জন্মিবেন (২ শিম ৭; ১৪) ইহা প্রকাশিত হইল। তাহার পরে গীতপুস্তকে খ্রীষ্টের ক্লেশভোগ ও মৃত্যু ও পুনরুত্থান ও রাজত্ব বিষয়ে অনেক ২ কথা লিখিত হইল। (এই স্থলে বিশেষত ২ ও ১৬ ও ২২ ও ৪০ ও ৪৫ ও ৬৯ ও ৭২ ও ১১০ গীত দেখিবা।) আয়ূবের গ্রন্থেও খ্রীষ্টের বিষয়ে কোন ২ কথা আছে, বিশেষত তাঁহার পুনরুত্থান বিষয়ে। (আয়ূব ১৯; ২৫, ২৬) পরে অন্য ২ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ খ্রীষ্টের জন্মস্থান (মীখা ৫; ২) ও জন্মের সময় (দান ৯; ২৫) ও তাঁহার নিষ্পাপ আচরণ এবং নম্র ও মৃদু স্বভাব ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া, আর বিশেষত তাঁহার মৃত্যু (যিশ ৫৩ অধ্যায়)

ও পুনরুত্থান অতি সবিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সকল বচন উল্লেখ করা দীর্ঘকালের কর্ম্ম, এই জন্যে তাহা করিলাম না।

৭। মনুষ্যের যে বর্ণনা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে তাহাদ্বারাও ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত বোধ হয়।

মনুষ্য যেমন আপন চক্ষু আপনি দেখিতে পারে না, কেবল কোন দর্পণে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষুর প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তদ্রূপ সে স্বভাবতঃ আপন মনকে আপনি জানিতে পারে না, কেবল ধর্ম্মপুস্তকরূপ দর্পণে তাহার গুপ্ত ভাবের বর্ণনা দেখিলে তাহা বুঝিতে পারে। যে মনুষ্য জ্ঞানশক্তিদ্বারা সর্ব্বপ্রাণি অপেক্ষা উত্তম হয়, সে পাপদ্বারা সর্ব্বপ্রাণি অপেক্ষা অধমও হয়, কিন্তু এক মনুষ্যেতে উত্তমতা ও অধমতা যে কারণ মিলে, সেই কারণ তাহার নিজ বোধের অগম্য হইলেও ধর্ম্মপুস্তকে নির্ণীত হইয়াছে। আর মনুষ্যমাত্র জন্মকালাবধি অপ্রতিকার্য্য পাপরোগে রোগগ্রস্ত আছে, ইহার অসংখ্য প্রমাণ থাকিলেও ধর্ম্মপুস্তক ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়দ্বারা তাহা জানা যায় না, যেহেতুক সকলে অহঙ্কারে মোহিত হইয়া আপন২ পাপকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া আপনাদিগকে গুণবান্ বোধ করে। আর প্রতিমাপূজাহইতে যে২ ঘৃণার্হ পাপ জন্মে, তাহার এমত স্পষ্ট বর্ণনা ধর্ম্মপুস্তকের নানা স্থানে পাওয়া যায়, যে নানা সময়ে নানাদেশীয় দেবপূজকেরা সেই বর্ণনা দেখিয়া বলিয়াছে, এই আধুনিক গ্রন্থ, ইহা আমাদেরই নিন্দা করণার্থে আমাদের এই দেশ-

নিবাসি কোন লোককর্ত্তৃক লিখিত হইয়া থাকিবে, যেহেতুক আমাদের আচরণ আপনি না দেখিলে কোন মনুষ্য তাহার এমন প্রকৃত বর্ণনা করিতে পারিত না। অতএব মনুষ্যের মনের যে গুপ্ত ভাব স্বয়ং মনুষ্যের বোধগম্য হয় না, তাহা যে পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই পুস্তক অন্তর্যামি ঈশ্বরের আদেশে লিখিত বলিতে হয়।

৮। ঈশ্বরের যে বর্ণনা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহা তাঁহার যোগ্য হওয়াতে ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত ইহার প্রমাণ দেয়।

নানা দেশীয় পণ্ডিতেরা নানা সময়ে ঈশ্বরের নানা বর্ণনা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এক জনও তাঁহার যোগ্য বর্ণনা লিখেন নাই। তিনি যে পবিত্র আছেন, ইহা তাঁহারা প্রায় জ্ঞাত ছিলেন না। এবং তিনি যে সকলের প্রতি মনোযোগ করিয়া ন্যায্যরূপে জগতের শাসন করেন, ইহাও তাঁহারা বুঝেন নাই। কেহ২ বলে ঈশ্বর নির্গুণ, কেহ বা বলে তিনি নিষ্কর্ম্মে থাকেন, কেহ বা বলে তিনি ন্যায্যরূপে জগতের শাসন না করিয়া মনুষ্যদের অদৃষ্টানুসারে তাহাদের সুখ কি দুঃখ ঘটান। এবং তিনি ন্যায্য বিচারকর্ত্তা হইলে কেমন করিয়া পাপের মার্জ্জনা করিতে পারেন, ইহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারক হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরের যে বর্ণনা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে তাহা তাঁহারই যোগ্য বটে, মনুষ্যের মন এমন সাক্ষ্য দিলে দিতে পারে; যেহেতুক সেই ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহার মহিমা ও

পবিত্রতা ও পাপের প্রতি ক্রোধ ও পাপি মনুষ্যের প্রতি দয়া, এই সকল প্রকাশ পায়, তাহাতে সূর্য্যকে দেখিবামাত্র যেমন তাহার তেজ বোধগম্য হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত ঈশ্বরের বর্ণনা জ্ঞাত হইবামাত্র সেই বর্ণনার সত্যতা বোধগম্য হয়, এবং ঈশ্বরের প্রতি ভয়মিশ্রিত ভক্তি ও ভরসাযুক্ত প্রেম জন্মে। এমন যদি হয়, তবে ধর্ম্মপুস্তকের রচনাকর্ত্তৃগণ কেমন করিয়া ঈশ্বরের এমত বর্ণনা লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন? তাঁহারা অবশ্য ঈশ্বরের আদেশদ্বারা সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৯। ধর্ম্মপুস্তকের অভিপ্রায় ঈশ্বরের যোগ্য, এই লক্ষণদ্বারাও তাহা যে ঈশ্বরদত্ত এমত বোধ হয়।

মনুষ্য যেন পবিত্র হইয়া ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, ইহার চেষ্টা করা ঈশ্বরের যোগ্য বটে। এবং ধর্ম্মপুস্তকেরও সেই অভিপ্রায়, ফলতঃ মনুষ্যমাত্র আপনাকে পাপী জানিয়া যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, এবং পাপ ত্যাগ করণ পূর্ব্বক যেন কায়মনোবাক্যে পবিত্র হইয়া ইহকালে ও পরকালে সুখী হয়, এই ধর্ম্মপুস্তকের সার। সকল মনুষ্য যদি ধর্ম্মপুস্তকের কথা মানে, তবে সকলে নম্র হইয়া পাপহইতে ভীত হইবে, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত মনে পরস্পরের সহিত ন্যায় ও প্রেমব্যবহার করিবে, এবং ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল পাইবে। অন্য কোন শাস্ত্রের কথা মানিলে সেই ফল সকলের প্রাপ্য হয় না।

১০। ধর্ম্মপুস্তক সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ও জ্ঞানদায়ক, এই প্রমাণদ্বারাও ঈশ্বরদত্ত বোধ হয়।

অন্য যত শাস্ত্র আছে সেই সকল কেবল পণ্ডিতের বোধগম্য, সামান্য লোকদের বোধগম্য নহে, এবং সামান্য লোক সেই সকল শাস্ত্র পাঠ করণের অনুমতিও পায় না। ঈশ্বরদত্ত যে ধর্ম্মপুস্তক তাহা পণ্ডিত লোকদের ব্যবহৃত শৃঙ্খলমতে লিখিত হয় নাই, এবং কেবল জ্ঞানি লোকদের মঙ্গলার্থেও লিখিত হয় নাই। বরং অজ্ঞান লোক ও বারো বৎসরের বালকেরাও তাহার সারকথা সহজে বুঝিতে পারে। আর তাহার মধ্যে ইতিহাস ও দৃষ্টান্তকথা ও পত্রমালা ও বচনমালা ও গীত প্রভৃতি নানা প্রকার রচনা আছে। তাহাতে সকল প্রকার পাঠকের মনোরঞ্জন হয়। ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা অতি সহজ হইলেও তাহার মধ্যে অনেক কঠিন কথাও আছে, তাহাতে যে পুস্তকের অর্থ অতি অজ্ঞান লোকেরও বুঝিতে সুগম, সেই পুস্তকের অর্থ অতি জ্ঞানবানেরও দুষ্প্রাপ্য হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। এবং যে ব্যক্তি তাহা অনেক বার মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি পুনঃ২ তাহা পাঠ করিলে পুনঃ২ নূতন বচনরত্ন প্রাপ্ত হইবে।

১০। ধর্ম্মপুস্তকের রচনাদ্বারা তাহা ঈশ্বরদত্ত বোধ হয়।

এই বিষয়ে বিস্তর কথা কহা অনাবশ্যক। ধর্ম্মপুস্তকের সকল স্থানে সুবক্তৃতা প্রকাশ পায় তাহা আমরা বলি না। কিন্তু তাহার অনেক স্থানে অতি অল্প কথাদ্বারা

নানা ঘটনাদির সুস্পষ্ট বর্ণনা করা যায়, এবং অতি অল্প শব্দদ্বারা অতি গুরুতর নীতিবাক্য অনায়াসে সকলের বোধগম্য হয়। মনুষ্যজ্ঞানানুসারে রচিত কোন গ্রন্থই এমন বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিত হয় নাই।

১১। ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ে মনুষ্যবিশেষের যে বিশেষ ভাব, তাহাদ্বারাও তাহা ঈশ্বরদত্ত বোধ হয়।

দুষ্ট লোক সকল ধর্ম্মপুস্তক ঘৃণা করে কিম্বা ভয় করে, ধার্ম্মিক লোক বিনা কেহ তাহা ভাল বাসে না, আর যে ধার্ম্মিক লোকেরা তাহা ভাল বাসে তাহারা তাহা অতি বহুমূল্য জ্ঞান করে। অন্য যত শাস্ত্র আছে সেই সকল শাস্ত্র মানিয়া বার ২ মনোযোগ পূর্ব্বক যে পাঠ করা তাহা পাঠকের সদাচরণের প্রমাণ হয় না, এবং পাঠ না করা কদাচরণের প্রমাণও হয় না। হিন্দুলোকদের মধ্যে যাহারা হিন্দু শাস্ত্র মানিয়া বার ২ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকে, তাহারা ভাল ও দুষ্ট দুই প্রকার লোক হইতে পারে; এবং মুসলমানদের মধ্যে যাহারা কূরাণ পাঠ করিয়া থাকে, তাহারাও ভাল ও মন্দ দুই প্রকার লোক হইতে পারে; কারণ ঐ সকল শাস্ত্র মানিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে দুষ্ট লোকের মনেতে পাপহইতে ভয় জন্মে না। কিন্তু ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তক মানিয়া মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে পাপি লোকের মনেতে ভয় জন্মে, এই জন্যে খ্রীষ্টীয়ান নামধারি যত লোক পাপেতে রত আছে, তাহারা সকলে ধর্ম্মপুস্তক ভয় করিয়া কিম্বা ঘৃণা করিয়া পাঠ করিতে ভাল বাসে না। এবং খ্রীষ্টীয়ান নামধারি যত লোক ধর্ম্মপুস্তক মানিয়া

দিনে ২ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকে, তাহাদের আচরণও ভাল বুঝিবা।

এই বিষয়ে আমরা ইহাও বলিতে পারি যে অন্য সকল শাস্ত্র ক্ষমতারহিত, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক ক্ষমতা-বিশিষ্ট। তাহা পাঠ করিয়া মনে গ্রাহ্য করিলে পাপি লোক চেতনা পায়, পরে পাপক্ষমা পাইবার নিমিত্তে যীশু খ্রীষ্টের নিকটে আশ্রয় লয়, পরে ধর্ম্মপুস্তকহইতে নিত্য ২ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। দুঃখের ও শোকের সময়ে সেই গ্রন্থের কথা তাহার সান্ত্বনা জন্মায়, ও মৃত্যুর সময়েও তাহার মনকে সুস্থির করে; এবং সুখের সময়ে অহংকারহইতে তাহাকে রক্ষা করে; এবং সর্ব্বসময়ে তাহাকে অতি উত্তম পরামর্শ দেয়। অন্য কোন শাস্ত্রের সেই রূপ ক্ষমতা নাই। বিশেষতঃ পুত্রশোকের কিম্বা মৃত্যুর সময়ে এবং পাপপ্রযুক্ত ভয়গ্রস্ত হওন সময়ে মনকে সত্য সান্ত্বনা দিয়া সুস্থির করিতে অন্য কোন শাস্ত্রের ক্ষমতা নাই; কিন্তু রাত্রিসময়ে যেমন প্রদীপ শোভা পায়, তদ্রূপ সেই আন্তরিক অন্ধকারসময়ে ধর্ম্মপুস্তক শোভান্বিত হয়। এই কারণ ধার্ম্মিক লোক সকল ইহা নিশ্চয় জানে যে ধর্ম্মপুস্তকদ্বারাতে স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর আপনি পিতার উপযুক্ত স্নেহের ও জ্ঞানের বাক্য কহেন।

১২। ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত নহে, ইহা অতি অসঙ্গত অনুমানের কথা।

ধর্ম্মপুস্তক যদি ঈশ্বরদত্ত না হয়, তবে নানাকালীয় ও নানাদেশীয় অতি সাধু ও অতি জ্ঞানবান লোকদের ভ্রান্তি হইয়াছে, ইহা বলিতে হয়। ভাল, যাঁহারা অতি

সাধু হওয়াতে ধর্ম্মপুস্তকের সত্যমিথ্যা জানিতে সরূপরূপে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অতি জ্ঞানবান হওয়াতে তাহার সত্যমিথ্যা নিশ্চয় করণে সমর্থ ছিলেন, তাঁহাদের যদি এ বিষয়ে ভ্রান্তি হইয়াছে, তবে কোন্ বিষয়ে কাহার ভ্রান্তি না হইবে ?

ধর্ম্মপুস্তকের রচনাকারি লোকদের মধ্যে যদ্যপি কেহ২ জ্ঞানি লোক ছিলেন, তথাপি কেহ২ অজ্ঞান ও ইতর লোকও ছিলেন, ইহা তাহাদেরই সাক্ষ্যদ্বারা সপ্রমাণ হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ গোরক্ষক, কেহ বা মৎস্যধারী ছিলেন। ভাল. এমন লোকেরা কল্পিত পুস্তক লিখিলে তাঁহাদের সেই প্রবঞ্চনা কি জ্ঞানি লোকদের হইতে গুপ্ত থাকিতে পারিত? আর ঈশ্বরের আদেশ বিনা এমন আশ্চর্য্য পুস্তক লেখা কি তাঁহাদের সাধ্য ছিল ?

ধর্ম্মপুস্তক যদি ঈশ্বরদত্ত নহে, তবে তন্মধ্যে লিখিত যে শত২ ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছে এবং অদ্যাপি সফল হইতেছে, সেই সকল ভবিষ্যদ্বাক্যের বিষয়ে কি বলা যাইবে? প্রবঞ্চক মনুষ্যেরা ঐ সকল কথা কি দৈবাৎ লিখিয়াছে? কিম্বা কালবৃক্ষের শত২ ঘটনারূপ ফল কি দৈবাৎ ঐ পূর্ব্বলিখিত বচনানুসারে ফলিয়াছে? কোন পাগল লোক যদি খেলা করিতে দৈবাৎ কোন অট্টালিকার নক্সা লিখে, তবে লক্ষ২ ইষ্টক কি দৈবাৎ মৃত্তিকাহইতে উৎপন্ন হইয়া দৈবাৎ ঐ নক্সার মতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আপনারা অট্টালিকা হইয়া উঠে? ইহা কি সম্ভব হইতে পারে ?

ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া কিম্বা তাহার কথা শ্রবণ করিয়া অনেক পাপি লোক পাপ ত্যাগ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, আর অনেক সাধু লোকের সদ্ভাব ও সদাচরণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে, এবং দুঃখিত ও শোকার্ত্ত ও মৃতকল্প সহস্র২ লোক সত্য সান্ত্বনা পাইয়া আনন্দে প্রফুল্ল হইয়াছে। এমন উত্তম ফল কি মন্দ বৃক্ষেতে জন্মিতে পারে? তবে ধর্ম্মপুস্তককে কি কল্পিত শাস্ত্র বলা যাইতে পারে?

ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত নহে, এমন প্রমাণ পাইতে কে বাঞ্ছা করে? না, পাপে রত কোন২ লোক বিনা আর কেহ করে না। এবং ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত, ইহা কে অতি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে? না, অতিধার্ম্মিক লোক সকল এমন বিশ্বাস করে। পাপিষ্ঠ লোকেরা যে পুস্তক ঘৃণা করে, এবং ধার্ম্মিক লোকেরা যে পুস্তক অতি ভাল বাসে, সে কি ঈশ্বরীয় পুস্তক নহে?

ধর্ম্মপুস্তক শত২ বৎসরাবধি নানা ভাষাতে ভাষান্তরীকৃত হইয়া নানা কালের নানাদেশীয় সর্ব্বপ্রকার লোকের হস্তে থাকিয়া আসিতেছে। ভাল, এমন দীর্ঘকালের মধ্যে তাহা ঈশ্বরদত্ত নহে, এমত প্রমাণ হইলে অবশ্য প্রকাশ পাইত; যেহেতুক অনেকে তাহাতে বিরক্ত হইয়া এমত প্রমাণ পাইতে নেক অচেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু পেচক ও চামচিকা সকলের শত্রুতাদ্বারা যেমন সূর্য্য অদ্যাপি নিস্তেজ হয় নাই, তদ্রূপ অজ্ঞান ও আত্মাভিমানি ও দুষ্ট শত্রুদের চেষ্টাদ্বারা ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তকের অদ্যাপি কোন ক্ষতি হয় নাই। বরং

আকাশ ও পৃথিবীর ধ্বংস হইবে, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্ম-পুস্তকের লোপ কখনো হইবে না। নানা সময়ের নানা-দেশীয় রাজারা অধিপারা তাহার সকল অনুলিপি নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু যে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, তিনি আপনার দত্ত সেই শাস্ত্র অদ্য পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই করিবেন।

নবম অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরদত্ত, ইহার অর্থের মীমাংসা।

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে তিন প্রকার কথা বোধ হয়, প্রথম ঈশ্বরের কর্ম্ম ও বাক্য, দ্বিতীয় লেখকের কর্ম্ম ও বাক্য, তৃতীয় অন্যান্য ব্যক্তির কর্ম্ম ও বাক্য।

ঈশ্বরের যে কর্ম্মের বিবরণ ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়, তাহার বিবেচনা করা সম্প্রতি অনাবশ্যক। ঈশ্বরের যে সকল বাক্যের বিবরণ আছে, তাহার মধ্যে কোন ২ বাক্য আকাশবাণীদ্বারা, অন্য কোন ২ বাক্য দর্শনদ্বারা, অন্য কোন ২ বাক্য অন্য কোন প্রকারে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণাদি নানা মনুষ্যের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের এবং অন্যান্য মনুষ্যের কর্ম্ম ও বাক্য কি প্রকার, ইহা সকলে আপনারা বুঝিতে পারে।

ধর্ম্মপুস্তকে যে সকল কথা লিখিত আছে, তদ্বিষয়ক

জ্ঞান লেখকেরা যে উপায়দ্বারা পাইয়াছিল, তাহাও তিন প্রকার উপায়। প্রথম উপায় ঈশ্বরের আদেশ; অর্থাৎ ঈশ্বর আপনি লেখকদিগকে যাহা জানাইয়াছিলেন, এমত অনেক কথা আছে। দ্বিতীয়, লেখকদের নিজ বিচার; অর্থাৎ তাহারা আপনারা যাহা দেখিয়াছিল কিম্বা বুঝিয়াছিল, এমত অনেক কথা আছে। তৃতীয়, অন্যান্য মনুষ্যের সাক্ষ্য; অর্থাৎ লেখকেরা যাহা অন্য লোকদের নিকটে শুনিয়াছিল, কিম্বা কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছিল, এমত অনেক কথাও আছে।

এই তিন উপায়দ্বারা লব্ধ তিন প্রকার জ্ঞানের কথা যে ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহা কি রূপে ঈশ্বরদত্ত হইতে পারে? ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে।

ঈশ্বর যোহন প্রেরিতকে দর্শন দিয়া এক দিনে তাঁহার নিকটে অনেক ঘটনা প্রকাশ করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে নানা প্রকার কথা কহিয়াছিলেন, কিন্তু সেই দিনে যোহন যে ঐ দর্শনের বিবরণ পুস্তকে লিখিয়া দিলেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব; বরং যে ২ দর্শন পাইয়াছিলেন, সেই সকলের বৃত্তান্ত লেখা কএক দিনের কর্ম্ম ছিল, ইহার সন্দেহ নাই। ভাল, সেই বৃত্তান্ত পুস্তকে লেখনের সময়ে ঈশ্বর তাঁহার যে প্রকার সাহায্য করিলেন, সেই সাহায্যের মীমাংসা করা যাইতেছে।

ঈশ্বর আদমের ও হনোকের সহিত যে সকল কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহার বিষয়ে আমরা অতি অল্প জানি। এবং তিনি হোশের ও যোয়েলাদি ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা ইস্রায়েল লোকদিগকে যে সকল উপদেশ

দিয়াছিলেন, তাহার সারমাত্র ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। তিনি অনেক২ ভবিষ্যদ্বক্তাকে আপনার নানা কথা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অল্প জনদ্বারা ধর্ম্মপুস্তক লিখিয়া দিয়াছেন। ভাল, ঈশ্বর আদমাদির সহিত কি রূপে কথোপকথন করিয়াছিলেন, কিম্বা এলি-য়ের নিকটে কি রূপে দর্শন দিয়াছিলেন, ইহা আ-মরা জিজ্ঞাসা করি না; কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে যে সকল কথা লিখিত আছে, সেই সকল কথা লেখনের সময়ে ঈশ্বর লেখকদের কি প্রকার সহায়তা করিয়াছিলেন, ইহার মীমাংসা হইতেছে। সেই জিজ্ঞাসার উত্তর এই২।

১। ধর্ম্মপুস্তকের যে গ্রন্থ যে ব্যক্তিদ্বারা রচিত হইল, সেই গ্রন্থ লিখিবার প্রবৃত্তি সেই ব্যক্তির মনে আপনা-হইতে না জন্মিয়া ঈশ্বরের অর্থাৎ পবিত্র আত্মার দত্ত ছিল। সেই পুস্তক যদি কেবল মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে উৎপন্ন হইত, তবে তাহা ঈশ্বরদত্ত পুস্তক হইত না। "মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে ভবিষ্যদ্বাক্য পূর্ব্বে উপস্থিত হয় "নাই, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মা-"দ্বারা প্রবৃত্তি পাইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিল।" ২ পিতর ১; ২১। এই যে বচন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বিষয়ে উক্ত আছে, তাহা ধর্ম্মপুস্তকের গ্রন্থরচকদের বিষয়েও উক্ত জানিবা। মুখদ্বারা প্রচারিত ভবিষ্যদ্বাক্য যদি ঈশ্বর-দত্ত প্রবৃত্তির ফল ছিল, তবে তাবৎকালীয় ও তাবদ্দে-শীয় লোকদের শিক্ষার্থে যে ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ তাহার রচনা কি ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তির ফল নহে?

এই গ্রন্থ কিম্বা পত্র লিখিতে যে প্রবৃত্তি আমার মনে জন্মিতেছে তাহা ঈশ্বরদত্ত, ইহা প্রত্যেক গ্রন্থের লেখক লিখিবার সময়ে জ্ঞাত ছিলেন কি না, তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না। কোন২ গ্রন্থ লিখিবার প্রবৃত্তি লেখকের অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরদত্ত হইয়া তাঁহার মনে জন্মিয়াছিল, এমন হইতে পারে। কিন্তু অন্য২ গ্রন্থের লেখক, আমার এই গ্রন্থ লেখনে প্রবৃত্তি ঈশ্বরহইতে জন্মিল, ইহা জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন, এমত প্রমাণ গীত-পুস্তকের নানা স্থানে পাওয়া যায়। এবং অন্য২ গ্রন্থ ঈশ্বরের দৃঢ় আজ্ঞানুসারে লিখিত হইয়াছিল, তাহার উদাহরণ প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য, ও মূসালিখিত পাঁচ পুস্তক ও নানা ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থের নানা অংশ।

২। যে পুস্তকের যে প্রকার রচনা আছে, তাহার সেই রচনাতে ঈশ্বর সাহায্য করিয়াছেন। সকল গ্রন্থের যদি এক প্রকার রচনা হইত, তবে কোন্ গ্রন্থ কাহার রচিত ইহা অনিশ্চিত থাকিত, এবং কি জানি তাবৎ গ্রন্থই এক জনের রচিত এমত সন্দেহও জন্মিতে পারিত। আর সকল পাঠক এক প্রকার রচনা ভাল বাসে না, অতএব যদি সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থের এক প্রকার রচনা হইত, তবে তাহা পাঠ করণদ্বারা অল্প লোকের মনোরঞ্জন হইত, এবং অল্প লোক সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিত। কিন্তু নানা ভাগের নানা প্রকার রচনা আছে, তাহাতে নানা গ্রন্থ নানা পাঠকের বোধগম্য ও মনোরম্য হয়; এবং যে পাঠক সমস্ত পাঠ করে, সেও ক্লান্ত হয় না। যেমন নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের স্বর মিলিয়া মনোরম্য বোধ হয়, তদ্রূপ

নানা লেখকের নানা প্রকার রচনার মিলনদ্বারা ধর্ম্মপুস্তক মনোরম্য হয়।

৩। ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরের দত্ত, সেই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং সত্যবাদী, এই কারণ ধর্ম্মপুস্তকের সকল কথা সত্য। কিন্তু সেই সত্যতা কিরূপ তাহাতে পাঠকের মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ ধর্ম্মপুস্তকে যত ঘটনার বিবরণ আছে, সেই সকল ঘটনার বিবরণ সত্য; এবং ঈশ্বরের হউক কিম্বা মনুষ্যের হউক, যাহার যে কর্ম্ম ও যে বাক্য লিখিত আছে, সেই তাহার কর্ম্ম ও বাক্য বটে, ইহা জানিবা। কিন্তু কোন দুষ্ট লোকের বাক্য যে ঈশ্বরীয় বাক্য, এমন যেন কাহারও বোধ না হয়।

সত্যতার এই যে নির্ণয় করা গেল, তদনুসারে ধর্ম্ম-পুস্তকের সকল কথা যে সত্য তাহার প্রমাণ এই, আদি-ভাগে লিখিত অসংখ্য ঘটনার কথা অন্তভাগে লিখিত আছে, কিন্তু সেই সকল ঘটনার মধ্যে একের বিবরণে যে কোন প্রকার ভ্রান্তি আছে, যীশুর ও প্রেরিতদের মনে এমন সন্দেহের লেশও ছিল না।

৪। ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে কি২ কথা লিখিতে হয়, কি২ কথা লিখিতে হয় না, তাহা ঈশ্বর স্থির করিয়াছিলেন, ইহা জানিবা। অমুক কথা কি অভিপ্রায়ে লিখিত হই-য়াছে? এই প্রকার জিজ্ঞাসা আমরা অনেক কথার বিষয়ে করিতে পারি, কিন্তু সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া যদ্যপি আমাদের অসাধ্য হয়, তথাপি পূর্ব্বকা-লীয় মনুষ্যদেরও অসাধ্য ছিল, কিম্বা ভাবিকালীয় মনুষ্য-দের অসাধ্য হইবে, ইহা আমরা বলিতে পারি না।

ইহার উদাহরণ। মূসাকর্ত্তৃক মল্কীষেদকের বিবরণ কি অভিপ্রায়ে লিখিত হইয়াছে? এবং তাহার পিতামাতার ও পুত্রপৌত্রাদির ও আয়ুর কথা কেন লিখিত হয় নাই; এই দুই জিজ্ঞাসার উত্তর আমরা দিতে পারি, কিন্তু তাহার উত্তর দেওয়া পূর্ব্বে যিহূদীয়দের অসাধ্য ছিল? কেননা ঐ মল্কীষেদক যে যীশুর দৃষ্টান্ত, ইহা ইব্রীয়দের প্রতি লিখিত পৌলের পত্রদ্বারা আমরা স্পষ্টরূপে জানি, কিন্তু পূর্ব্বকালীয় যিহূদীয়েরা তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারক ছিল না। অতএব যাহা লিখিত আছে তাহা ঈশ্বরের আদেশানুসারে লিখিত হইয়াছে, এবং যাহা অলিখিত তাহাও ঈশ্বরের আদেশানুসারে অলিখিত হইয়া রহিয়াছে। এই হেতুক অন্য কোন বচনদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের বৃদ্ধি করা, এবং তাহার কোন কথা লোপ করা, এই দুই কর্ম্ম নিষিদ্ধ আছে। দ্বিতীয় বিবরণ ৪; ২। ১২; ৩২। হিতোপদেশ ৩০; ৬। প্রকাশিত বাক্য ২২; ১৮, ১৯।

৫। কোন গ্রন্থলেখক আপনি যাহা২ কহেন, অর্থাৎ যে২ বাক্য তাঁহার নিজ বুদ্ধির ফল বোধ হয়, সেই সমস্ত বাক্যও ঈশ্বরের আদিষ্ট ও গ্রাহ্য। আর সেই বাক্য দুই প্রকার, প্রথম, শিক্ষাদায়ক ঈশ্বরের যোগ্য, দ্বিতীয়, ঈশ্বরহইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মনুষ্যের যোগ্য।

ইহার প্রমাণ। "অবিবাহিত লোকদের বিষয়ে প্রভুর "কোন আজ্ঞা আমি পাই নাই, কিন্তু বিশ্বাসপাত্র "হইবার জন্যে প্রভুর অনুগ্রহ পাইয়া আপনি এই পরা-"মর্শ দিতেছি।" ১ করিন্থি ৭; ২৫। পৌলের সেই

পরামর্শ কোন ঈশ্বরীয় দর্শনের ফল ছিল না; সে তা-হার নিজ বুদ্ধির ফল বোধ হইল; তথাপি সেই পরা-মর্শও গুপ্তরূপে ঈশ্বরহইতে লব্ধ শিক্ষার ফল এবং ঈশ্বরের অভিমত ও উত্তম ছিল।

যে বাক্য গ্রন্থলেখকের নিজ বাক্য বোধ হয়, তা-হার মধ্যে প্রথম প্রকার বাক্য শিক্ষাদায়ক ঈশ্বরের যোগ্য। ইহার উদাহরণ। " এ প্রযুক্ত মনুষ্য আপন "পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত "হইবে।" আদিপুস্তক ২; ২৪। আদিপুস্তকে লিখিত এই যে বচন তাহা গ্রন্থলেখক মূসারই বচন ছিল, কিন্তু মূসার সেই বচন শিক্ষাদায়ক ঈশ্বরের বচনের তুল্য, ইহা প্রভু যীশুর প্রমাণদ্বারা জানা যায়। মথি ১৯; ৫, ৬ দেখিবা।

গ্রন্থলেখকের যে দ্বিতীয় প্রকার বাক্য, তাহা ঈশ্বর-হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মনুষ্যের যোগ্য। ইহার উদাহরণ; পৌল প্রভৃতির পত্রে লিখিত প্রার্থনা ও নমস্কার ও রোগনিবারণাদি সংসারিক বিষয়সম্বন্ধীয় পরামর্শ। এবং ফিলীমোনের প্রতি পৌলের যে পত্র তাহাও সেই প্রকার। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বরকর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছে, তাহার সামান্য ঘটনার বিষয়ে কি প্রকার পত্র লেখা কিম্বা কথা কহা উচিত, তাহা সেই পত্র পাঠ করিলে অতি সুন্দররূপে দেখা যায়।

৬। ধর্ম্মপুস্তকের রচকেরা যে২ শব্দ লইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই সকল শব্দ ব্যবহার করণে ঈশ্বর তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছেন, এবং তাহার

মধ্যে যে২ শব্দ অর্থের মূলস্বরূপ, সেই সকল শব্দ তাঁহার আদেশানুসারে লিখিত হইয়াছে, যেহেতুক উক্ত লেখকেরা "মনুষ্যের জ্ঞাপিত বাক্যদ্বারা না কহিয়া "পারমার্থিক কথাতে পারমার্থিক উপদেশ দিয়া পবিত্র "আত্মার জ্ঞাপিত বাক্যদ্বারা ঐ বিষয় কহিতেন।" ১ করিন্থীয় ২ ; ১৩।

ইহার উদাহরণ। "ইব্রাহীম পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস "করিলে তিনি তাহার বিশ্বাসকে পুণ্যার্থে গণনা করি- "লেন।" আদিপু ১৫ ; ৬। এই কথা কে কহেন? না, তাহা ইতিহাসলেখক মূসার বাক্য। কিন্তু তাঁহারই বাক্য হওয়াতে তাহা ঈশ্বরীয় বচনের তুল্য, এবং 'বিশ্বাস' ও 'পুণ্য' ও 'গণনা করা,' এই তিন শব্দ যে ঈশ্বরের আদেশানুসারেই লিখিত হইয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে যত গ্রন্থ আছে সেই সকল গ্রন্থ উক্ত ছয় লক্ষণ বিশিষ্ট এবং সমানরূপে ঈশ্বরদত্ত। "ঐ সকল শাস্ত্র (অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকের প্রত্যেক গ্রন্থ) "ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত" ইত্যাদি। ২ তীম ৩ ; ১৬। আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার প্রেরিতেরা আদিভাগের নানা গ্রন্থের নানা প্রকার কথার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াও ঐ সকল গ্রন্থ যে সমানরূপে ঈশ্বরদত্ত নহে, এমন সন্দেহ এক বারও প্রকাশ করেন নাই। তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র ও তারাগণ সমানরূপে ঈশ্বরের সৃষ্ট হইলেও যেমন তাহার মধ্যে তেজের তারতম্য আছে, তদ্রূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের সকল গ্রন্থ সমানরূপে ঈশ্বরদত্ত হইলেও তাহার মধ্যে পরিত্রাণ

ও ধর্ম্মাচরণ বিষয়ক শিক্ষারূপ ভেদের তারতম্য আছে। ইহার উদাহরণ, যোহনলিখিত সুসমাচার এবং লূকের বিবরণ, এই দুই গ্রন্থ সমানরূপে ঈশ্বরদত্ত, এবং পূর্ব্বোক্ত ছয় লক্ষণ উভয় গ্রন্থে মিলে, ইহা সত্য বটে; তথাপি লূকের বিবরণ অপেক্ষা যোহনলিখিত সুসমাচার গুরুতর, ইহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু তাহা হইলেও নিম্ন লিখিত বচনে মনোযোগ করা সকলের উচিত, যথা,

"আমরা যেন সহিষ্ণুতা ও সান্ত্বনাজনক শাস্ত্রদ্বারা "প্রত্যাশা পাই, এই নিমিত্তে পূর্ব্বকালাবধি যে সকল "কথা লিখিত আছে, সে সকল আমাদের উপদেশের "নিমিত্তেই লিখিত আছে।" রোম ১৫ ; ৪।

"ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, এবং ঈশ্ব"রের সেবক যাহাতে সিদ্ধ হয় ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম "করিতে প্রস্তুত হয়, এমন উপদেশে ও অনুযোগে ও "শাসনে ও ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়।" ২ তীম ৩; ১৬, ১৭।

দশম অধ্যায়।

মনুষ্যজাতিকে ধর্ম্মপুস্তক দান করণে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের নির্ণয়।

ধর্ম্মপুস্তকের যে দুই বচন এই ক্ষণেই লিখিত হইল, তাহাদ্বারা তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ পায়. তদ্ভিন্ন সেই

অভিপ্রায় অন্য বচনেও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন ২ বচন নীচে লেখা যাইতেছে।

"পবিত্র শাস্ত্র খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যয়দ্বারা পরিত্রাণ-"জনক জ্ঞান দিতে সমর্থ আছে।" ২ তীম ৩; ১৫।

"যীশু ঈশ্বরের অভিষিক্ত পুত্র, ইহা যেন তোমরা "বিশ্বাস কর, এবং বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নামেতে "পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হও, এই নিমিত্তে এই সকল লেখা "গিয়াছে।" যোহন ২০; ৩১।

"ঈশ্বর যাকূবের কাছে আপন বাক্য, ও ইস্রায়েলের "কাছে আপন বিধি ও রাজ্যনীতি প্রকাশ করিয়াছেন।" গীত ১৪৭; ১৯।

এই ২ রূপ বচনদ্বারা ধর্ম্মপুস্তক দেওনে ঈশ্বরের যে অভিপ্রায় ছিল, তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারি।

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত বাক্য ঈশ্বরের বাক্য, কিম্বা ঈশ্বরের আদেশানুসারে আমাদের নিকটে জ্ঞাপিত বাক্য, ইহা নিশ্চয়।

ঈশ্বর আপনার বাক্যদ্বারা মনুষ্যকে কি২ জানান? ইহার উত্তর এই।

১, ঈশ্বরের স্বভাব ও কর্ম্ম ও আজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞা।

২, পাপদ্বারা ঈশ্বরকে ত্যাগ করণ ও দণ্ডের পাত্র হওন প্রযুক্ত মনুষ্যের ভয়ানক অবস্থা।

৩, যীশু খ্রীষ্টদ্বারা মনুষ্যজাতির পরিত্রাণ করণে ঈশ্বরের পরামর্শ।

৪, সেই পরিত্রাণপ্রাপ্তির নিমিত্তে এবং অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৫ পরকালসম্বন্ধীয় জ্ঞান, অর্থাৎ নরক ও স্বর্গ ও শরীরের পুনরুত্থান ও বিচারদিন বিষয়ক জ্ঞান।

এই ২ রূপ কথা ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা জানাইতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল, ইহাতে কোন ২ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

(১) আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং পরমার্থসম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যতিরেকে ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা এই সংসার বিষয়ক অন্য ২ প্রকার জ্ঞান দেওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল না, যেহেতুক যাহাহইতে কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্ম ইত্যাদির জ্ঞান এবং সাংসারিক নানা বিদ্যার লাভ হইতে পারে, এমন বুদ্ধি ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টিসময়ে দিয়াছিলেন, এবং এমত জ্ঞান মনুষ্যজাতির মধ্যে পুরুষপরম্পরাগত হইয়া স্বভাবতঃ বৃদ্ধি পাইতে পারে, অতএব ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা সাংসারিক জ্ঞানের কথা প্রকাশ করা ঈশ্বরের আবশ্যক ছিল না। তথাপি এই রূপ কিঞ্চিৎ জ্ঞান ধর্ম্মপুস্তকের নানা স্থানহইতে লাভ হইতে পারে।

(২) মনুষ্য আপন বুদ্ধির তেজে যাহা আপনি জানিতে পারে, তাহা প্রকাশ করা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল না, তবে যাহা আপনাহইতে জানিতে মনুষ্যের অসাধ্য এমত কথা প্রকাশ করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল। এবং পাপ প্রযুক্ত মনুষ্যের বুদ্ধি স্থূল হইয়াছে, এই নিমিত্তে যে ২ কথা আপনি স্পষ্ট হইয়াও পাপান্ধ মনুষ্যের চক্ষুর অদৃশ্য হয়, এমত অনেক কথাও ঈশ্বর জানাইয়াছেন। অতএব পরমার্থ বিষয়ক যে ২ কথা ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দুই প্রকার

প্রথম পাপী না হইলে মনুষ্য যাহা আপনি জানিতে পারিত, এমন কথা; দ্বিতীয়, যাহা জানিতে মনুষ্যের নিতান্ত অসাধ্য ছিল, এমন কথা। প্রথম প্রকার কথার উদাহরণ দেবপূজাজন্য দোষের কথা, ফলত দেবপূজা করা পাপ এবং দণ্ডের যোগ্য কর্ম্ম, ইহা পাপী মনুষ্য আপনি জানে না, কিন্তু তাহা জানিতে মনুষ্যের কিছু অসাধ্য নহে। দ্বিতীয়ের উদাহরণ প্রভু যীশুদ্বারা পরিত্রাণের কথা, ফলত ঈশ্বর যদি এই কথা প্রকাশ না করিতেন, তবে তাহা জানিতে মনুষ্যের নিতান্ত অসাধ্য হইত।

(৩) গুরু যাহা শিক্ষা করায়, তাহা যদি শিষ্য পূর্ব্বে জ্ঞাত আছে, তবে এমন গুরুতে তাহার কি প্রয়োজন? সুতরাং এমন গুরু নিষ্প্রয়োজনীয়। এবং ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা মনুষ্যজাতিকে যাহা জানান, তাহা যদি মনুষ্য ঈশ্বরীয় আদেশ বিনা আপনি জানে, তবে ধর্ম্মপুস্তকে তাহার কি প্রয়োজন? ধর্ম্মপুস্তক যদি ঈশ্বরদত্ত হয়, তবে যাহার জ্ঞান স্বভাবতো মনুষ্যের অপ্রাপ্য, এমন কথা ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যাইবে। আর এমন কথার মধ্যে কোন ২ কথা বুঝিতে যদি হঠাৎ কঠিন বোধ হয়, তবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বালকগণের শিক্ষার্থে যে ২ ব্যাকরণাদি গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা তাহারা একেবারে বুঝিতে পারে না, কিন্তু যত্ন করিলে ক্রমে ২ তাহার অর্থ তাহাদের বোধগম্য হয়। আর পারমার্থিক জ্ঞানে আমাদের ঐহিক জীবন বাল্যাবস্থা জানিবা; স্বর্গে না গেলে আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞানে তৎপর হইতে পারি না, এই জন্যে ব্যাকরণাদির কোন২

সূত্রের অর্থ যেমন দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বালকের সম্পূর্ণ-রূপে বোধগম্য না হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত কোনং বচনের অর্থ ইহকালে আমাদের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় না। কিন্তু ঐ সূত্র বাল্যকালে শিক্ষা করা এবং যথাশক্তি বিবেচনা করা যেমন বালকের উচিত, তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত দুরূহ বচন ইহকালে শিক্ষা করা এবং যথাশক্তি বিবেচনা করা আমাদেরও উচিত। আর তাহা করিলে আমাদের নানা প্রকার সুফল দর্শে। দেখ, সামান্য অঙ্কবিদ্যার যে সকল সূত্র, তাহার তত্ত্বের সূক্ষ্ম মীমাংসা করা বালকের নিতান্ত অসাধ্য হইলেও সেই সূত্র কণ্ঠস্থ করণদ্বারা যেমন গণনাদি কর্ম্ম করণে তাহার অনেক ফল দর্শে, তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকের দুরূহ বচনও আমাদের পক্ষে অতিশয় ফলজনক জানিবা।

(৪) ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তক লেখাইয়া দিয়াছেন, ইহার কারণ এই যে অলিখিত পুরুষপরম্পরাগত বাক্য অতি চঞ্চল, কিন্তু লিখিত কথা নিশ্চল। তাহাতে ঈশ্বর যদি লিখিত শাস্ত্র না দিতেন, তবে তাঁহার জ্ঞাপিত বাক্য অবগত হওয়া অতি অল্প লোকের সাধ্য হইত, অন্য সকল লোক তাহার নিশ্চিত জ্ঞান পাইতে পারিত না। ইহা সুস্পষ্ট, তথাপি ধর্ম্মপুস্তকহইতে তাহার কএকটি প্রমাণও দিব।

"এখন আপনাদের জন্যে এই গীত লিখিয়া তুমি
"ইস্রায়েল বংশকে তাহা শিক্ষা দেও ও তাহাদের
"মুখস্থ করাও, তাহাতে এই গীত ইস্রায়েল বং-
"শের প্রতিকূলে আমার সাক্ষিস্বরূপ হইবে। যখন তা-

"হাদের প্রতি নানা অমঙ্গল ও ক্লেশ ঘটিবে, তৎকালে
"এই গীত সাক্ষিস্বরূপ হইয়া আমার সম্মুখে তাহাদের
"প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিবে।" দ্বিতীয় বিব ৩১; ১৯-২১।

"পরে মূসা সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই সকল ব্যবস্থা পুস্তকে
"লিখিয়া পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকবাহক লেবীয়দিগকে
"এই আজ্ঞা করিল; এই ব্যবস্থাগ্রন্থ যেন সে স্থানে
"তোমাদের প্রতিকূলে সাক্ষী হয়, এই জন্যে তোমরা
"ইহা লইয়া পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকের পার্শ্বে রাখ।"
দ্বিতীয় বিব ৩১; ২৪-২৬। ঐ নিয়মসিন্দুকের মধ্যে ঈশ্বরের স্বহস্তলিখিত দশ আজ্ঞা ছিল, এবং তাহার পার্শ্বে মূসাদ্বারা লিখিত ব্যবস্থাগ্রন্থ ছিল; সেই দশ আজ্ঞা এবং সেই ব্যবস্থাগ্রন্থ পাপিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য অর্থাৎ প্রমান দিত, এই জন্যে সেই সিন্দুকের সাক্ষ্যসিন্দুক এই নাম হইল।

"ভাবিলোকদের নিমিত্তে ইহা লিখিত হইতেছে;
"যে লোকেরা সৃষ্ট হইবে, তাহারা পরমেশ্বরের গুণা-
"নুবাদ করিবে।" গীত ১০২; ১৮।

"পরমেশ্বরের পুস্তক পাঠ করিয়া বিচার কর, ইহার
"একেরও অভাব হইবে না, কেননা পরমেশ্বরের
"মুখ ইহা কহিয়াছেন।" যিশ ৩৪; ১৩।

"আমি আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বিবরণ তোমাকে লি-
"খিতে মনস্থ করিলাম, তাহাতে তুমি যে সকল কথা
"শিক্ষিত হইয়াছ, তাহার দৃঢ় প্রমাণ প্রাপ্ত হইবা।"
লূক ১; ৪।

"আমার পরলোকপ্রাপ্তির পরেও ইহা যেন সর্ব্বদা

"তোমাদের স্মরণে থাকে, এমন উপায় করিতে যত্ন
"করিতেছি।" ২ পিতর ১; ১৫।

" হে প্রিয়বর্গ, তোমরা যেন পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা
"পূর্ব্বোক্ত বাক্য, এবং ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর প্রেরিত যে
"আমরা, আমাদের আজ্ঞা স্মরণ কর, এই জন্যে আমি
"পত্রদ্বয়দ্বারা তাহা স্মরণ করাইয়া তোমাদের সরল
"মনকে প্রবৃত্তি দিতে তোমাদের প্রতি এই দ্বিতীয় পত্র
"লিখিলাম।" ২ পিতর ৩; ১।

" তোমরা যে সত্য ধর্ম্ম অজ্ঞাত আছ, এই জন্যে
"তোমাদিগকে লিখিলাম তাহা নয়, কিন্তু সত্য ধর্ম্ম জ্ঞাত
"আছ, এবং সত্য ধর্ম্মের মধ্যে কোন মিথ্যা নাই, এই
"জন্যে লিখিলাম। তোমরা প্রথমাবধি যে কথা শুনিয়াছ,
"তাহা তোমাদের অন্তরে থাকুক; সেই প্রথমাবধি শ্রুত
"বাক্য যদি তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে তোমরা পি-
"তাতে ও পুত্রেতে থাকিবা।" ১ যোহন ২; ২১, ২৪।

(৫) ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তক মূলভাষাতে লেখাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহার অনুলিপি যাহারা লিখিয়াছে, কিম্বা যন্ত্রদ্বারা ছাপাইয়াছে, তাহাদিগের বিশেষ উপকার করেন নাই, যেহেতুক তাহা অনাবশ্যক ছিল। এবং যাহারা ধর্ম্মপুস্তক মূলভাষাহইতে ভাষান্তর করিয়া দিয়াছে, তাহাদেরও বিশেষ উপকার করেন নাই। তিনি মনুষ্যজাতিকে যে দর্শন ও জ্ঞানশক্তি দিয়াছেন, তাহাই এই প্রকার কর্ম্ম করণার্থে প্রচুর। তদ্ভিন্ন যাহারা এমন কর্ম্ম করণের সময়ে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করে, তাহাদের প্রার্থনানুসারে তিনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ

করেন। অতএব মূলভাষাতে লিখিত ধর্ম্মপুস্তক সম্পূর্ণ-রূপে ঈশ্বরদত্ত বটে, কিন্তু তাহার নানা অনুলিপিতে ও তর্জ্জমাতে যে ২ ভ্রান্তি আছে, সেই সকল ভ্রান্তির দোষ ঈশ্বরেতে অর্পণ করা আমাদের অনুচিত, যেহেতুক তাহা মনুষ্যের অমনোযোগ ও অজ্ঞানতাহইতে জন্মিয়াছে। আর তাহার মধ্যে যে ভ্রান্তি ভারি তাহার শোধন করা দুষ্কর নহে; এবং যাহার শোধন করা দুষ্কর বোধ হয়, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। ইহার উদাহরণ। এই দেশীয় ভাষাতে কেরি সাহেবের এবং য়েতস সাহেবের যে দুই তর্জ্জমা আছে, তাহার মধ্যে যে সকল কথার ঐক্য আছে, সেই কথা গুরুতর; এবং যে কথার অনৈক্য আছে, সেই কথা লঘুতর। আর মূলভাষার নানা অনুলিপির যে অনৈক্য আছে সে কি প্রকার? না, এক রূপ পুস্তক দুই স্থানে ছাপাইলে সেই দুই পুস্তকের যে অমেল জন্মে তদ্রূপ; তাহাতে একের অশুদ্ধ কথা অন্যের পাঠদ্বারা শোধন করা কঠিন নহে। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাতন পুস্তকের নানা অনুলিপিতে যত অনৈক্য আছে, ধর্ম্মপুস্তকের মূলভাষাতে লিখিত নানা অনুলিপিতে তত অনৈক্য পাওয়া যায় না। এবং যে অনৈক্য আছে, তাহার দশ অংশের মধ্যে নয় অংশ এমন ক্ষুদ্র যে তর্জ্জমাতে প্রকাশ পাইতে পারে না। অন্য ২ পুরাতন পুস্তক সকল অপেক্ষা মূলভাষাতে লিখিত ধর্ম্মপুস্তক উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কারণ এই ২।

১। যিহূদি লোকেরা আদিভাগ ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান করিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছে, এবং তাহার অক্ষর পর্য্যন্ত গণনা করিয়া প্রতিপুস্তকের অক্ষরের সংখ্যা লিখিয়া দিয়াছে। ২, তাহাদের যত ভজনালয়, সেই সকল ভজনালয়ে প্রতিবিশ্রামবারে মূলভাষাতে লিখিত আদিভাগের দুই২ খণ্ড পাঠ হইত এবং অদ্যাপি পাঠ হইতেছে, তাহাতে শুদ্ধ অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া কিম্বা ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে প্রতিসভার চেষ্টা আছে। ৩, যদি কোন স্থানস্থ সভার লোক কোন ক্রমে অশুদ্ধ অনুলিপি ধরিয়া পাঠ করে, তবে অন্য ২ স্থানহইতে যিহূদি লোক সেই সভাতে আইলে ঐ অনুলিপির অশুদ্ধতা প্রকাশ করিয়া সেই সভার নিন্দা অবশ্য করিবে, ইহা জানিয়া প্রতিসভার লোক অতি পূর্ব্বকালাবধি এ বিষয়ে অতি সাবধান হইয়া আসিতেছে। ৪, তদ্রূপ অন্তভাগ যে গ্রীক ভাষাতে লিখিত হইয়াছিল, সেই ভাষাতে প্রত্যেক প্রভুর দিনে (অর্থাৎ রবিবারে) লক্ষ২ মণ্ডলীর মধ্যে অন্তভাগের কোন অংশ পাঠ হইত, যেহেতুক খ্রীষ্টের জন্মাবধি ছয় শত এবং ততোধিক বৎসর পর্য্যন্ত সেই গ্রীক ভাষা নানা দেশে চলিত ও সামান্য লোকদের বোধগম্য ছিল। ৫, যদি কোন মণ্ডলীর মধ্যে অশুদ্ধ অনুলিপি পাঠ হয়, তবে অন্য স্থানহইতে আগত খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা সেই অশুদ্ধতা প্রকাশ করিয়া ঐ মণ্ডলীর নিন্দা করিবে, এই ভয়ে সকল মণ্ডলী সাবধান থাকিত। ৬, অন্তভাগের দুই তিন অতিপুরাতন অনুলিপি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, সেই অনুলিপি মুদ্-

ষ্টের জন্মের দেড় শত কিম্বা দুই শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

অতএব ঈশ্বর যদ্যপি ধর্ম্মপুস্তকের অনুলিপি করণে লেখকদের বিশেষ সহায়তা করেন নাই, তথাপি সেই সকল অনুলিপি যাহাতে অতি অশুদ্ধ না হয়, এমন মনোযোগ তিনি করিয়াছেন। তাহাতে যাহা অশুদ্ধ তাহা কোন সন্দেহ জন্মাইতে পারে না।

একাদশ অধ্যায়।

১১। ধর্ম্মবিষয়ে গ্রাহ্যাগ্রাহ্য কথার পরীক্ষা কেবল ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা হয়।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহা ঈশ্বরের জ্ঞাপিত হওয়াতে সর্ব্বতোভাবে সত্য এবং মনুষ্যমাত্রের গ্রহণীয়, ইহা সুস্পষ্ট। এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল কথা ধর্ম্মপুস্তকের বিপরীত আছে, সেই কথা মিথ্যা এবং অগ্রাহ্য, ইহাও সুস্পষ্ট। এই দুই সূত্র সপ্রমাণ হইলেও এতদ্বিষয়ে অন্য ২ কোন কথাও কহিতে হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা দুই প্রকার হয়, প্রথম বিশ্বাসসম্বন্ধীয় কথা, অর্থাৎ যে সকল কথা সত্য জ্ঞান করিতে হয়; দ্বিতীয়, আচরণসম্বন্ধীয় কথা, অর্থাৎ যে সকল বিধি ও আজ্ঞা পালন করিতে হয়। এই দুই প্রকার কথাবিষয়ক ধর্ম্মজ্ঞানের আকর ধর্ম্মপুস্তক।

(১) ধর্ম্মপুস্তকহইতে সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়,

অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে যাহা জানিতে মনুষ্যের প্রয়োজন আছে, সেই সকলের জ্ঞান ঈশ্বর ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা যোগাইয়া দেন।

যাহা জানিতে মনুষ্যের কোন প্রয়োজন নাই, তাহা ঈশ্বর জানান নাই, ইহা আমরা স্বীকার করিতেছি; কিন্তু যাহা জানিতে মনুষ্যের প্রয়োজন আছে, সেই সকলের কথা তিনি ধর্ম্মপুস্তকে লিখিয়া দিয়াছেন, ইহা কহিতেছি। ইহার প্রমাণ এই ২। ঈশ্বর যাহা করেন, তাহাই ভালরূপে করেন; তাঁহার কর্ম্ম সকল উত্তম। তিনি মনুষ্যজাতিকে ধর্ম্মজ্ঞান দেওনার্থে যে ধর্ম্মপুস্তক দিয়াছেন, তাহা যদি অসম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ তাহাতে যদি প্রয়োজনীয় কথার অর্দ্ধেকমাত্র কিম্বা অধিকাংশমাত্র লিখিত থাকে, তবে ধর্ম্মপুস্তকের সেই ত্রুটিহইতে ঈশ্বরের অপমান জন্মে। তিনি যখন ধর্ম্মজ্ঞান যোগাইতে উদ্যত হইলেন, তখন আমাদের প্রয়োজনীয় যত জ্ঞান, সেই সকল যোগাইতে কি অপারক ছিলেন? তবে তাঁহার শক্তির ত্রুটি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিম্বা তিনি কি অনিচ্ছুক ছিলেন? তবে তাঁহার দয়ার ত্রুটি আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

ধর্ম্মপুস্তক যদি অসম্পূর্ণ হয়, তবে তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য হইয়া উঠে, যেহেতুক লিখিত আছে, "ঈশ্বরের "সেবক যাহাতে সিদ্ধ হয় ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম করিতে "প্রস্তুত হয়, ধর্ম্মপুস্তক এমন উপদেশে ও অনুযোগে ও "শাসনে ও ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়।" ২ তীম ৩; ১৬। এই কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে ধর্ম্মপুস্ত-

কের অন্য কোন কথা যে সত্য আছে, ইহার প্রমাণ কি ?

অধিকন্তু ধনি লোকের দৃষ্টান্তে লিখিত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই কথাও মনোযোগের যোগ্য, "তখন ধনী লোক ইব্রাহীমকে কহিল, হে পিতঃ, আমি বিনয় করিয়া বলি, আমার পিতৃগৃহে যে পাঁচ ভ্রাতা আছে, তাহারা যেন এই যন্ত্রণাস্থানে না আইসে, এই পরামর্শ দিবার জন্যে তাহাদের কাছে ইলিয়াসরকে পাঠাইয়া দেও। তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, মূসার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের পুস্তক তাহাদের নিকটে আছে, তাহারা ঐ বচন মানুক। তখন সে নিবেদন করিল, হে পিতঃ ইব্রাহীম, তাহা নহে, কিন্তু যদি মৃত লোকদের কোন জন তাহাদের নিকটে যায়, তবে তাহারা মন ফিরাইবে। তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, তাহারা যদি মূসার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বচন না মানে, তবে মৃত লোকদের কোন এক জন উঠিলেও তাহারা তাহার পরামর্শ মানিবে না।" লূক ১৬; ২৮-৩১।

ধর্ম্মপুস্তকহইতে ঈশ্বরীয় ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়, সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে কোন কথা ধর্ম্মপুস্তকের সহিত মিলে না, তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য; এবং যে কথা ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা সপ্রমাণ হয় না, তাহাও অগ্রাহ্য। ঈশ্বর যাহা আমাদিগকে জানাইয়াছেন, তাহাই গ্রাহ্য বটে, কিন্তু মনুষ্য যাহা বলে, তাহা কেন গ্রাহ্য হইবে? বিশ্বাসের কথা হউক, কিম্বা আচরণের কথা হউক, যে কথা কেবল মনুষ্যের স্থাপিত তাহা গ্রাহ্য নহে।

(২) ধর্ম্মবিষয়ক সত্য মিথ্যার পরীক্ষা কেবল ধর্ম্মপুস্তক-দ্বারা হইতে পারে, যেহেতুক ধর্ম্মপুস্তক বিনা সেই পরীক্ষা করণের অন্য উপায় নাই। ইহার প্রমাণ। ধর্ম্ম-পুস্তকহইতে যদি সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়, তবে অন্য উপায়েতে কোন প্রয়োজন নাই. এই কারণ বোধ হয় ঈশ্বর অন্য কোন বিশেষ উপায় যোগান নাই।

নানা মতাবলম্বি লোকেরা আর দুই উপায়ের কথা কহিয়া থাকে, প্রথম. পবিত্র আত্মার আদেশ বা আবিৰ্ভাব; দ্বিতীয়. প্রেরিতদের সময়াবধি পুরুষপরম্পরাগত কিম্বা সকলের স্বীকৃত বাক্য।

পবিত্র আত্মার আদেশ আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করি না, এবং তিনি বিশ্বাসি লোকদের অন্তরে বাস করেন, ইহাও আহ্লাদপূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্ম-পুস্তকের কথা ভিন্ন অন্য কোন নূতন কথা জানান, কিম্বা ধর্ম্মপুস্তকবিরুদ্ধ শিক্ষা দেন, এমন প্রমাণ নাই। তিনি মনুষ্যের অন্ধীভূত জ্ঞানচক্ষু প্রসন্ন করিয়া তাহাকে শাস্ত্রীয় কথা বুঝাইয়া দেন, এবং সেই কথা যেন তাহার মনে স্থান পায় এমন যত্ন করেন। তিনি যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ধর্ম্মপুস্তকের বিরুদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতুক ধর্ম্মপুস্তক তাঁহারই দত্ত, অতএব যাহা ধর্ম্মপুস্তকের বিরুদ্ধ তাহা পবিত্র আত্মারই বিরুদ্ধ। এবং তিনি যদি কোন নূতন কথা শিক্ষা দেন, তবে কাহার দ্বারা শিক্ষা দেন? না কোন স্বর্গদূতদ্বারা কিম্বা প্রেরিতদের ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের ন্যায় আশ্চর্য্য ক্রিয়া করণের শক্তিবিশিষ্ট কোন লোকদ্বারা শিক্ষা দিবেন। ভাল, এ বিষয়ে পৌল প্রেরিত ইহা লিখিয়াছেন, যথা,

"আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার
"করিয়াছি, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সুসমাচার যদি আমরা
"কিম্বা স্বর্গীয় দূত প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।
"পূর্ব্বে যেরূপ কহিয়াছিলাম, এখনও পুনর্ব্বার তদ্রূপ
"কহিতেছি, অর্থাৎ তোমরা যে সুসমাচার গ্রহণ করি-
"য়াছ, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সুসমাচার কেহ যদি তোমা-
"দের নিকটে প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।"
গালাতীয় ১; ৮, ৯।

পৌলের দ্বারা এবং খ্রীষ্টের অন্য২ প্রেরিতদ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন অন্য সুসমাচারের প্রচারক শাপগ্রস্ত। আর ঐ পুরাতন সুসমাচার সত্য, তাহা পৌল কহিয়াছেন, যথা,

"তুমি আমার নিকটে খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যয় ও প্রেম-যুক্ত যে২ কথা শুনিয়াছ, তাহাই হিতদায়ক বাক্যের নিদর্শনরূপে গ্রাহ্য কর।" ২ তীম ১; ১৩। এবং পিতরও তাহা কহিয়াছেন, যথা, "তোমরা যে অনুগ্রহ পাইয়া সুস্থির আছ, সেই ঈশ্বরের সত্য অনুগ্রহ, ইহাতে বিনয় পূর্ব্বক প্রমাণ দিয়া যে সীলকে বিশ্বাস্য ভ্রাতা (অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাসভূমি এমন ভ্রাতা) জ্ঞান করি, তাহার দ্বারা তোমাদিগকে সংক্ষেপে পত্র লিখিলাম।" ১ পিতর ৫; ১২।

পৌল ও পিতর প্রভৃতি প্রেরিতগণকর্ত্তৃক প্রচারিত যে সত্য সুসমাচার তাঁহাদের স্থাপিত মণ্ডলীগণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা অবগত হওনার্থে আমাদের উপায় কি? না, সেই মণ্ডলীগণের নিকটে পৌল ও পিতর প্রভৃতি

কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাদি পাঠ করা, এই উপায় আছে। অতএব যদি কেহ আপনাকে পবিত্র আত্মার শিষ্য বলিয়া কোন নূতন ধর্ম্মকথা প্রচার করে. তবে সেই ব্যক্তি শাপগ্রস্ত কি না, তাহা কিরূপে জানিতে পারা যাইবে? প্রেরিতদের লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থদ্বারা সেই নূতন শিক্ষার পরীক্ষা করিলে তাহা জানা যাইবে, অন্য কোন প্রকারে জানা যায় না। ইহার প্রমাণ যোহন দিয়াছেন, যথা,

"আমরা ঈশ্বরের লোক; যে কেহ ঈশ্বরকে জানে, "সেই আমাদের কথা মানে; কিন্তু যে কেহ ঈশ্বরের "লোক নয়, সে আমাদের কথা মানে না। এই রূপে "আমরা সত্য শিক্ষককে এবং ভ্রান্ত শিক্ষককে জা-"নিতে পারি।" ১ যোহন ৪; ৬।

সেই যোহন এই বিষয়ে অতি ভারি কথাও লিখিয়াছেন, যথা, "হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, এই জগতের মধ্যে "অনেক২ ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা আসিয়াছে; অতএব "তোমরা সমুদয় শিক্ষককে বিশ্বাস করিও না, কিন্তু তা-"হারা ঈশ্বরীয় লোক কি না, তদ্বিষয়ে শিক্ষকগণকে "পরীক্ষা কর।" ১ যোহন ৪; ১, (আরও দেখ, ২ পিতর ২; ১-৩)

অতএব যদি কেহ আপনাকে পবিত্র আত্মার শিষ্য বলিয়া নূতন শিক্ষা দেয়, তবে তাহার পরীক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য, এবং সেই পরীক্ষা কি প্রকারে হইবে? না, প্রেরিতদের দ্বারা পবিত্র আত্মা যে শিক্ষা দিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকে যাহা লিখিত আছে, তাহার

সহিত সেই নূতন শিক্ষা মিলে কি না, ইহা বিচার করিয়া দেখিতে হয়। সুতরাং পবিত্র আত্মার আদেশ কি আ-বির্ভাবহইতে কোন নূতন শিক্ষা উঠে, ইহা যদি কেহ বলে, তবে সেই শিক্ষার পরীক্ষা ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা করিতে হয়।

এবং পুরোহিতগণের সময়াবধি পুরুষপরম্পরাগত কিম্বা সকলের স্বীকৃত যে বাক্য, তাহার সত্য মিথ্যার পরীক্ষা ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা করিতে হয়, ইহাও সপ্রমাণ।

পুরুষপরম্পরাগত যে বাক্য ঈশ্বরের শিক্ষার ফল নহে, কেবল মনুষ্যের শিক্ষার ফল, তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য, যেহেতুক তদ্বিষয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিহূদীয় লোকদিগকে এই ভয়ানক কথা কহিয়াছিলেন, যথা,

"তোমরা আপনাদের পরম্পরাগত ব্যবহারের নিমিত্তে "ঈশ্বরের আজ্ঞা লোপ করিতেছ। অরে কপটি সকল, "যিশায়িয় তোমাদের বিষয়ে বিলক্ষণ ভবিষ্যদ্বাক্য কহি-"য়াছে, যথা, 'এই লোকেরা আপনাদের মুখেতে আমার "নিকটে আসিয়া থাকে, ও ওষ্ঠাধরেতে আমাকে সম্মান "করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ আমাহইতে "দূরে থাকে; এবং তাহারা বৃথা আমার সেবা করে, "যেহেতুক তাহারা মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্মবিধি বলি-"য়া শিক্ষা দেয়।' তখন শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে "কহিল, এই কথা শুনিয়া ফিরূশিরা বিঘ্ন পাইল, ইহা "কি আপনি জানেন? কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, আ-"মার স্বর্গস্থ পিতা যে সকল চারা রোপণ করেন নাই, "সে সকল উপড়ান যাইবে। তাহাদিগকে থাকিতে "দেও; তাহারা অন্ধ লোকদের অন্ধ পথদর্শক; যদি

"অন্ধ লোক অন্ধকে পথ দেখায়, তবে উভয়ে গর্ত্তে "পড়ে।" মথি ১৫; ৬-৯, ১২-১৪।

যিহূদি লোকদের পরম্পরাগত কথা যদি ঈশ্বরের নিকটে অগ্রাহ্য ছিল, তবে তিনি যে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের পরম্পরাগত বাক্যদ্বারা মনুষ্যজাতিকে ঈশ্বরীয় আদেশ জানাইবেন, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? যিহূদীয়েরা যাহা করিয়া অপরাধী হইয়াছিল, তাহা করিলে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা কি নিরপরাধ হইবে? খ্রীষ্টের মৃত্যুর পুর্ব্বে যাহা মন্দ ছিল, তাহা কি তাঁহার মৃত্যুর পরে ভাল হইবে? ঈশ্বর কি এমন চঞ্চল আছেন? তাহা দূরে থাকুক।

যে কথা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অলিখিত হইলেও পুরুষ পরম্পরাগত জনশ্রুতিদ্বারা রক্ষিত হয়, তাহা বিশ্বাসের যোগ্য নহে, ইহা কে না বুঝে? এবং যদি কেহ বলে, আমরা সকল প্রকার পুরুষপরম্পরাগত বাক্য গ্রাহ্য করি, তাহা নহে, সকলের সম্মতিদ্বারা স্থিরীকৃত যে পুরুষপরম্পরাগত কথা, কেবল তাহাই গ্রাহ্য করিতেছি, তবে তাহার উত্তর দেওয়াও দুষ্কর নহে, যেহেতুক সেই রূপ কথা প্রায় পাওয়া যায় না, এবং প্রাপ্ত হইলেও অগ্রাহ্য হয়। ইহার প্রমাণার্থে দুই উদাহরণ লিখিতেছি। প্রথম উদাহরণ এই, পুর্ব্বকালীয় যত মণ্ডলী ছিল, সেই সকল মণ্ডলী ঈষ্টর অর্থাৎ যীশুর মরণ ও পুনরুত্থান বিষয়ক উৎসব পালন করা কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিয়াছিল। কিন্তু উৎসব করিতে গেলে সেই উৎসবের বিশেষ দিন বা সময় নিশ্চয় করা অত্যাবশ্যক বুঝিয়া তাহারা পুরুষপরম্পরাগত বাক্যদ্বারা ঈষ্টর পর্ব্বের উপযুক্ত দিনকে নিরূ-

পণ করিতে উদ্যত হইল, তাহাতে প্রেরিতদের সময়ে সেই পর্ব্বের কোন্ দিন নিরূপিত ছিল, এই বিষয়ে মণ্ডলীগণের মধ্যে শত ২ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাদ হইল। সুতরাং পুরুষপরম্পরাগত বাক্যহইতে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিল না। দ্বিতীয় উদাহরণ, যোহন প্রেরিত নিজ মৃত্যুর বিষয়ে আপনি ইহা লিখিয়াছেন, যথা, "সে শিষ্য মরিবে "না, ইহা ভ্রাতৃগণের মধ্যে জনরব হইল; কিন্তু সে "মরিবে না, এমন কথা যীশু কহিলেন না; কেবল আমি "যদি আপন পুনরাগমন পর্য্যন্ত তাহার অবস্থিতি ইচ্ছা "করি, ইহাতে তোমার কি? ইহা কহিলেন।" যোহন ২১; ২৩। এই যে কথা যোহনের সুসমাচারে লিখিত আছে, তাহার বিপরীত পুরুষপরম্পরাগত বাক্য তদবধি পাঁচ কিম্বা ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় সকলের নিকটে সত্য বোধ হইল, এবং অদ্যাপি অনেক লোকের মধ্যে চলিত আছে। সেই পুরুষপরম্পরাগত কথা কি প্রকার, তাহা লিখিতেছি। যোহনের এক শত দশ বৎসর বয়স হইলে তিনি মরিলেন, তাহা নয়, কিন্তু মৃতবৎ হইয়া কবরে স্থাপিত হইলেন, এবং তদবধি নিদ্রাগত লোকের ন্যায় নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, তাহাতে ইফিষনগরস্থ তাঁহার কবরের ভূমি তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাসানুসারে উঠিতেছে ও নামিতেছে। যে বাক্য প্রেরিতদের সময়াবধি পুরুষপরম্পরাগত হইয়া প্রায় সকলের নিকটে গ্রাহ্য হইল, তাহা যদি এমন অসত্য হয়, তবে তাহাদ্বারা ঈশ্বর কি মনুষ্যজাতিকে ধর্ম্মজ্ঞান যোগান? ঈশ্বর কি এমন নির্ব্বোধ আছেন?

দিনে সূর্য্যের আলো থাকাতে যেমন প্রদীপ শোভা পায় না, কিন্তু নিস্তেজ ও ধূমেতে মলিন বোধ হয়, তদ্রূপ লিখিত শাস্ত্রের সহিত তুলনা দিলে মনুষ্যদের পরম্পরাগত বাক্য নিস্তেজ ও ভ্রান্তিজনক হইয়া উঠে। এবং অন্ধকারের নাশার্থে প্রদীপ জ্বালিয়া হস্তে লইয়া যে মনুষ্য রৌদ্রে বেড়ায় তাহাকে যেমন ক্ষিপ্ত বলে, তদ্রূপ সূর্য্যস্বরূপ লিখিত শাস্ত্র থাকিতে যে ব্যক্তি পুরুষপরম্পরাগত বাক্যরূপ দুর্গন্ধ প্রদীপ লইয়া ধর্ম্মজ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তাহাকেও ক্ষিপ্ত বলিতে হয়।

রোমানকাথলিক মতাবলম্বিরা বলে, ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্য যেরূপ মাননীয়, আমাদের মণ্ডলীর সাক্ষ্যও তদ্রূপ মাননীয়। এই দর্পযুক্ত কথার প্রমাণ দেওয়া তাহাদের অসাধ্য। যে প্রেরিতেরা ঈশ্বরীয় দর্শন ও পবিত্র আত্মার শিক্ষা প্রযুক্ত কোন ভ্রান্তিযুক্ত উপদেশ দেয় নাই, তাঁহাদের বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ লিখিত হওনের পূর্ব্বে মণ্ডলীগণের মধ্যে তাঁহাদের প্রমুখাৎ শ্রুত উপদেশ কতক বৎসর পর্য্যন্ত লোকদের স্মরণে থাকিল, ইহা সম্ভব হয়, তথাপি প্রেরিতেরা পরম্পরাগত বাক্য চঞ্চল জ্ঞান করাতে আপনাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যে সকল বাক্য অলিখিত রহিয়াছিল, তাহা যে তৎকালাবধি মণ্ডলীভুক্ত লোকদের পরম্পরাগত হইয়া এই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রোমানকাথলিক মতাবলম্বিদের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, ইহা তাহারা বলে বটে, কিন্তু বলিলে বিশ্বাসের যোগ্য হয় না। যদি তাহারা এক প্রকার কথা

রক্ষা করিতে পারিত, তবে অবশ্য অন্য সকল প্রকার কথাও রক্ষা করিতে পারিত, তাহাতে শাস্ত্রলেখক প্রেরিতেরা পণ্ডশ্রম করিয়াছেন, এবং শাস্ত্রদাতা ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা বলিতে হইত। যে প্রেরিতেরা পূর্ব্বকালীয় মণ্ডলীভুক্ত লোকদের কর্ণগোচরে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই লিখিত শাস্ত্র এখন আমাদের চক্ষুর্গোচর এবং হস্তস্থিত থাকাতে আমরাও তাঁহাদের শিক্ষা অবগত হইতে পারি; রোমানকাথলিকদের পরম্পরাগত শিক্ষাতে আমাদের কি প্রয়োজন?

আর রোমানকাথলিকেরা বলে, প্রেরিতদের সময়াবধি পরম্পরাগত না হইলেও যে কথা আমাদের মণ্ডলী গ্রাহ্য করে, তাহা শাস্ত্রীয় বচনের ন্যায় সপ্রমাণ। ইহা যদি ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত হইত তবে গ্রাহ্য হইত, কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত না হওয়াতে তাহা দর্পের কথামাত্র বলিতে হয়। রোমানকাথলিকেরা যে সত্য মণ্ডলী, ইহার প্রমাণ কি? তাহাদেরই বাক্য কি প্রমাণ? না ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্যরূপ প্রমাণ আবশ্যক আছে? ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্যদ্বারা যদি তাহা নিশ্চয় করিতে হয়, তবে ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্যই প্রধান হইয়া উঠে।

এবং যদি রোমানকাথলিকেরা সত্য মণ্ডলী হয়, তবে সেই সত্য মণ্ডলীর কথা যে ঈশ্বরীয় বচনের ন্যায় সপ্রমাণ, ইহা বলিলে কি গ্রাহ্য হইবে? তাহা ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্যদ্বারা নিশ্চয় করা কি আবশ্যক হয় না? তাহা নিশ্চয় করণার্থে যদি ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্য আবশ্যক

হয়, তবে কেবল ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা ধর্ম্মবিষয়ক সত্যমিথ্যার পরীক্ষা হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

এবং রোমানকাথলিকেরা বলে, ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরদত্ত, ইহা আমাদের মণ্ডলীর সাক্ষ্য বিনা অন্য কোন উপায়দ্বারা জানিতে পারা যায় না। এই কথা মিথ্যা, যে হেতুক সূর্য্য যেমন তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকও আপনার বিষয়ে আপনি প্রমাণ দেয়, ইহা আমরা দেখিয়াছি। ধর্ম্মপুস্তক যদি রোমানকাথলিক লোকদের সাক্ষ্য বিনা অন্য কোন উপায়দ্বারা বিশ্বাসের যোগ্য হয় না, তবে যে সকল লোক রোমানকাথলিক না হওয়াতে তাহাদের কথা গ্রাহ্য করে না, তাহাদিগকে বিশ্বাসের পথে আনয়ন করণের কি উপায় হইতে পারে?

আর তাহারা বলে, কোন্ ২ গ্রন্থ ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে গণনীয়, কোন্ ২ গ্রন্থ বা অগ্রাহ্য, তাহা আমাদের মণ্ডলীর সাক্ষ্য বিনা অন্য কোন উপায়দ্বারা জানা যায় না। ইহাও মিথ্যা। যাঁহারা ঈশ্বরীয় শিক্ষক ছিলেন, সেই প্রেরিতদের লিখিত গ্রন্থ শাস্ত্রের মধ্যে গণনীয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ হয়। এবং কোন্ পুস্তক মথির লিখিত, কোন্ পুস্তক বা যোহনের লিখিত, কোন্ পুস্তক বা পৌলের লিখিত, ইহা যদি কেবল রোমানকাথলিক লোকদের সাক্ষ্যদ্বারা জানা যাইতে পারে, তবে কোন্ গ্রন্থ বাল্মীকীর রচিত, কোন্ গ্রন্থ বা কালিদাসের রচিত, কোন গ্রন্থ বা অমরসিংহের রচিত, তাহা জ্ঞাত হওনের উপায় কি আছে? তাহাও কি কেবল রোমানকাথলিক লোকদের সাক্ষ্যদ্বারা জানা যায়?

এবং যে পুস্তক ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গণনীয় নহে, এমত অনেক পুস্তক অর্থাৎ টোবিয় নামক এক ব্যক্তির ও যূদীৎ নাম্নী এক স্ত্রীর ইতিহাস প্রভৃতি নানা অগ্রাহ্য পুস্তক রোমানকাথলিকেরা ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে গণনা করে। সেই পুস্তকের মধ্যে অনেক ভ্রান্তির কথা ও মিথ্যাকথা ও মন্দ কথা লিখিত আছে, তাহাতে রোমান-কাথলিক লোকদের সাক্ষ্য যে কিছুর মধ্যে গণ্য নহে, ইহা সুস্পষ্ট বটে। অতএব তাহারা যাহা কহুক, কিন্তু তাহাদের দর্পের কথা বিশ্বাসের যোগ্য নহে।

ধর্ম্মবিষয়ক সত্যমিথ্যা ধর্ম্মপুস্তক বিনা অন্য কোন উপায়দ্বারা জানা যায় না, ইহার দৃঢ় প্রমাণ এই যে মূসার পরে যত ঈশ্বরীয় শিক্ষক উঠিয়াছেন, তাঁহারা সকলে আপনাদের উপদেশ শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারাতেই দৃঢ় করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যত বার আপন কথার প্রমাণ দিতেন, তত বার ধর্ম্মপুস্তকের কোন গ্রন্থের সাক্ষ্যদ্বারা তাহার প্রমাণ দিতেন। এবং প্রেরিতেরাও সর্ব্বদা তাহাই করিতেন। যীশু ও তাঁহার প্রেরিতেরা যদি আপনাদের উপদেশের প্রামাণ্য ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্যদ্বারা দেখান, তবে আমরা কি তাহা করিব না? তাঁহাদের হইতে আমরা কি মহান্? যদি আমরা তাঁহাদিগকে ঈশ্বরীয় শিক্ষকরূপে স্বীকার করি, তবে কেবল শাস্ত্রীয় সাক্ষ্যদ্বারা ধর্ম্মের সত্য মিথ্যা জানা যায়, ইহা তাঁহাদের ন্যায় স্বীকার করা আমাদেরও কর্ত্তব্য। যেরূপ লিখিত আছে, যথা, "তাহারা শাস্ত্রের ও সাক্ষ্যকথার স্থানে অন্বেষণ করুক; যদি তদনু-

সারে না কহে, তবে তাহাদের দীপ্তি নাই।" যিশা-য়িয় ৮; ২০।

"পরমেশ্বর কহেন, গোমের নিকটে ভূষির মূল্য কি? পরমেশ্বর কহেন, আমার বাক্য কি অগ্নিস্বরূপ নয়? ও পাষাণ ভগ্নকারি হাতুড়ির তুল্য নয়?" যিরিমিয় ২৩; ২৯।

যাহারা ধর্ম্মবিষয়ক সত্য মিথ্যার পরীক্ষা করণার্থে ধর্ম্মপুস্তকের সাক্ষ্য বিনা অন্য কোন প্রকার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মপুস্তকের সমান বলে, তাহারা ধর্ম্মপুস্তকের বৃদ্ধি অবশ্য করে। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে অন্য কথা যোগ করা ভারি পাপ, ইহার প্রমাণ এই ২। "আমি তোমা-দিগকে যে আজ্ঞা করি, তাহার অধিক করিও না, এবং তাহার অল্প করিও না।" দ্বি বি ৪; ২। ১২; ৩২। "তাঁহার কথাতে কিছু যোগ করিও না, নতুবা তোমাকে অনুযোগ করিবেন, ও তুমি মিথ্যাবাদী হইবা।" হিত ৩৭; ৬।

"যদ্যপি কেহ অন্য বাক্যদ্বারা এই সমস্ত বচনের বৃদ্ধি করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে এই পুস্তকে লিখিত উৎপাত সকল বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। আর কেহ যদি এই ভবিষ্যৎ পুস্তকের কথা লোপ করে, তবে ঈশ্বর জীবনরূপ পুস্তক-হইতে ও ধর্ম্মনগরহইতে এবং এই পুস্তকে লিখিত কথাহইতে তাহার অংশ লোপ করিবেন।" প্রকাশ ২২; ১৮, ১৯।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তক স্পষ্ট আছে, ইহার মীমাংসা।

ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদানের অভিপ্রায়ে যে ধর্ম্মপুস্তক দিয়াছেন, তাহা যদি অস্পষ্ট হয়, তবে তাহাদ্বারা অজ্ঞানতার ও সন্দেহের নাশ হইতে পারে না, সুতরাং এমন ধর্ম্মপুস্তকের কোন ফল না হওয়াতে তাহাদ্বারা ঈশ্বরের অপমান হয়। অতএব ধর্ম্মপুস্তক স্পষ্ট আছে, ইহা আমরা কহিতেছি; কিন্তু সেই স্পষ্টতা কি প্রকার, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত রূপে জানাইতে আবশ্যক হয়।

১। ধর্ম্মপুস্তক স্পষ্ট আছে, ইহার দুই অর্থ। প্রথম এই যে ধর্ম্মপুস্তকহইতে সুনিশ্চিত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা ঠিক কিম্বা সূক্ষ্ম, এবং তাহাদ্বারা সন্দেহ ঘুচে। দ্বিতীয় এই যে ধর্ম্মপুস্তকের অর্থ সর্ব্বসাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হয়। যদি ধর্ম্মপুস্তকহইতে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না, তবে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল। এবং তাহার অর্থ যদি মনুষ্যদের দুর্গম অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য হয়, তবে তাহা জ্ঞানি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি অল্প লোকের পক্ষে ফলদায়ক হইলেও অধিকাংশ মনুষ্য তাহার অর্থ বুঝিতে না পারাতে তাহাহইতে বিস্তর ফল লাভ করিতে পারে না। নিশ্চিত যে জ্ঞান এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য যে জ্ঞান, এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ আছে। গ্রহগণের ও চন্দ্রের গতি বিষয়ক যে জ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যাহইতে লাভ হয়, তাহা নিশ্চিত

বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের অনায়াসে বোধগম্য নহে। ধর্ম্মপুস্তকহইতে যে ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, তাহা সুনিশ্চিতও আছে, এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যও আছে, ইহা আমরা কহিতেছি; তথাপি এই স্থলে তাহার বোধগম্যতার বিশেষ মীমাংসা করা যাইতেছে।

২। ধর্ম্মপুস্তকের সকল কথা যে সমানরূপে স্পষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য, তাহা আমরা বলি না। যাহার অর্থ দুষ্প্রাপ্য এমন অনেক কথা আছে। কিন্তু যে২ কথা অস্পষ্ট, সেই সকল কথার জ্ঞান যদ্যপি ফলদায়ক হয়, তথাপি পরিত্রাণপ্রাপ্তির নিমিত্তে এবং সদাচরণ করণের নিমিত্তে আবশ্যক নহে। সেই অস্পষ্ট কথা তিন প্রকার, প্রথম পূর্ব্বে স্পষ্ট হইলেও বর্ত্তমান সময়ে অস্পষ্ট বোধ হয়, এমন কথা; তাহার উদাহরণ, পূর্ব্বকালীয় নানা নগরাদি স্থানের বৃত্তান্ত। দ্বিতীয়, বর্ত্তমান সময়ে অস্পষ্ট হইয়াও ভাবিকালে স্পষ্ট হইবে, এমন কথা; তাহার উদাহরণ, প্রকাশিত বাক্যের অধিকাংশ। তৃতীয়, ইহকালে যাহার স্পষ্ট জ্ঞান আমাদের আবশ্যক নাই, এমন কথা; তাহার উদাহরণ, ঈশ্বরের নিগূঢ় পরামর্শের তত্ত্ব।

৩। যে সকল কথার জ্ঞান আমাদের পরিত্রাণপ্রাপ্তির ও সদাচারের নিমিত্তে আবশ্যক হয়, সেই সকল কথা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য, ইহার প্রমাণ। (১) ধর্ম্মপুস্তকের অধিকাংশ গ্রন্থ পণ্ডিত লোককর্তৃক রচিত হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সামান্য লোক কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। (২) সেই সকল গ্রন্থ পণ্ডিতগণের হিতার্থে

লিখিত হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু সামান্য লোকদের হিতার্থে লিখিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ তাহার মধ্যে যে সকল উপদেশকথা লিখিত আছে, সেই সকল উপদেশ প্রথমতঃ মূসা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার প্রেরিতগণকর্ত্তৃক সামান্য লোকদের কর্ণগোচরে প্রচারিত হইয়াছিল, এবং প্রেরিতগণের পত্র সকল সামান্য লোকদের প্রতি লিখিত ও পাঠান হইয়াছিল। (৩) সামান্য লোক যাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে সেই সারকথা তাহার মধ্যে বার২ প্রকাশিত হয়, কেবল তাহা নহে, নানাবিধ উপায়দ্বারা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ইতিহাসদ্বারা ও দৃষ্টান্তদ্বারা ও গীতদ্বারা ইত্যাদি। তাহাতে যে কথা প্রথম বার পাঠ করিলে হঠাৎ অস্পষ্ট বোধ হয়, তাহা দ্বিতীয় বার পাঠ করিলে বোধগম্য হয়। (৪) যাহারা অক্ষর জানে না, এমন অজ্ঞান লোকদের সাক্ষাতে যদি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা যায়, তবে তাহারাও তাহার সারকথা বুঝে, ইহার প্রমাণ প্রত্যহ পাওয়া যাইতেছে।

৪। ধর্ম্মপুস্তক যাহাদের ভাষাতে প্রথমে লিখিত হইয়াছিল, তাহাদের যেমন অনায়াসে বোধগম্য হইয়াছিল, ভিন্ন ভাষাবাদি লোকদের পক্ষেও তেমনি অনায়াসে বোধগম্য হয়, ইহা আমরা বলি না, যেহেতুক মূলভাষাতে যাহা স্পষ্ট ছিল, তাহা কি জানি তর্জ্জমার দোষে অস্পষ্ট হইতে পারে। তথাপি ধর্ম্মপুস্তক যে শত২ ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে, সেই সকল ভাষাবাদি লো-

কেরা তাহা পাঠ করিয়া কিম্বা শ্রবণ করিয়া তাহার সার-কথা বুঝিয়াছে এবং বুঝিতেছে, এমন প্রমাণ সকলের প্রত্যক্ষ আছে। দুই তিন ভাষা জানে এমন লোক প্রতি দেশে পাওয়া যায়, তাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের যে তর্জ্জমা অস্পষ্ট, তাহার অস্পষ্টতা যদি এমন লোক অন্য ভাষার তর্জ্জমা দেখিয়া প্রকাশ করে, তবে স্পষ্ট তর্জ্জমা করিতে অনেকে চেষ্টা করিবে, সুতরাং কালক্রমে স্পষ্ট করা যাইবে। কিন্তু মন্দ তর্জ্জমাদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা অস্পষ্ট করা কঠিন কর্ম্ম। অপব্যয়ি পুত্রের দৃষ্টান্ত ও হারাণ মেষের কিম্বা হারাণ টাকার দৃষ্টান্ত তর্জ্জমাদ্বারা অস্পষ্ট করা দুষ্কর। এই সকলের উদাহরণ এই দেশীয় ভাষাতে অনুবাদিত ধর্ম্মপুস্তক। কেরি সাহেবের হউক, কিম্বা এলটন সাহেবের হউক, কিম্বা য়েতস সাহেবের হউক, ইহাঁদের একের তর্জ্জমাদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা অস্পষ্ট হয়, এমন প্রমাণ কে দিতে পারে ?

৫। ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা স্বয়ং স্পষ্ট, কিন্তু পাপি মনুষ্যের জ্ঞানচক্ষু প্রসন্ন নহে, এই নিমিত্তে যদি সে ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা বুঝিতে চাহে, তবে যাহাতে তাহার চক্ষু প্রসন্ন হয়, এমন চেষ্টা করা তাহার কর্ত্তব্য। আর ইহার যে উপায় আছে, তাহা বলি। (১) মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা কিম্বা শ্রবণ করা। (২) বার ২ পাঠ করা। (৩) প্রথমে সহজ গ্রন্থ, শেষে কঠিন গ্রন্থ পাঠ করা। (৪) যিনি পারমার্থিক অর্থ বুঝাইয়া দেন, সেই ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা। (৫) সরল ও নম্র-ভাবে পাঠ করা। (৬) যাহারা অর্থ বুঝাওনেতে আমা-

দের উপকার করিতে পারে, এমন বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করা। এই যে ছয় উপায় জানাইলাম, তাহা অন্য কোন প্রকার পুস্তকের অর্থ বুঝিবার উপায় আছে। যথা যে কেহ অঙ্কবিদ্যা শিখিতে চাহে, সেও ঐ ছয় উপায়দ্বারা উপকার পাইতে চেষ্টা করিবে। তাহাতে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করণের যে কথা কহিলাম, কেবল তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি ধর্ম্মপুস্তকের পারমার্থিক অর্থ বুঝাইয়া দিবেন, কিন্তু যে কেহ প্রার্থনা না করে, সে তাহার অর্থ ভালরূপে বুঝিবে না, ইহাই ধর্ম্মপুস্তকের লেখক আপনি পাঠককে জানান। গ্রন্থলেখকের এমত পরামর্শ অগ্রাহ্য করা মূর্খ পাঠকের কর্ম্ম।

৬। প্রথমে যাহা অস্পষ্ট বোধ হয়, তাহা পরে স্পষ্ট হইয়া উঠে, এমন সহস্র২ কথা ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায়; তন্নিমিত্তে যাহারা ধর্ম্মপুস্তক ভাল বাসে, তাহারা তাহা বার২ পাঠ করিতে কখনো ক্লান্ত হয় না, যেহেতুক যত বার পাঠ করে, তত বার তাহা আরও অধিক বোধগম্য ও মনোরম্য হইয়া উঠে। ধর্ম্মপুস্তকের এই এক বিশেষ অলঙ্কার। ফলতঃ সূর্য্যোদয় সময়ে সূর্য্যের অতি ক্ষুদ্র যে ভাগ প্রথমে দৃশ্য হয়, তাহাদ্বারা অন্ধকার নষ্ট হয়, পরে নিখিল সূর্য্য উদিত হইতে২ আলো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ সেই সূর্য্যোদয়ের সদৃশ জানিবা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে সকলের অধিকার আছে, ইহার প্রমাণ।

ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে যে ধর্ম্মপুস্তক দিয়াছেন, তাহা পাঠ করণে মনুষ্যমাত্রের অধিকার আছে, ইহা আমরা বলি, কিন্তু রোমানকাথলিকেরা তাহা অস্বীকার করে।

সকল মনুষ্য পাঠ করিতে জানে না ইহা সত্য বটে, কিন্তু অন্য কোন লোক যদি অজ্ঞানের কর্ণগোচরে পুস্তক পাঠ করে, তবে সেই অজ্ঞান ঐ পুস্তকের কথা জ্ঞাত হইতে পারে।

ধর্ম্মপুস্তকের সারকথা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য, এই জন্যে তাহা পাঠ করা যে নিষ্ফল কর্ম্ম, ইহা কেহ বলিতে পারে না।

অনেকে ধর্ম্মপুস্তকের বিপরীত ব্যবহার করিয়াছে এবং করিতেছে, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু তন্নিমিত্তে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা যে মন্দ কিম্বা নিষিদ্ধ, ইহার প্রমাণ কে দিতে পারে? কোন২ লোক জিহ্বাতে মন্দ কথা কহে, তন্নিমিত্তে কি সকলের জিহ্বাকে কাটিয়া ফেলিতে হয়? এবং অনেকে মন্দ কর্ম্ম করণার্থে আলোর বিপরীত ব্যবহার করে, তন্নিমিত্তে আলো কি মন্দ হইয়া উঠে? অগ্নিদ্বারা অনেকের ক্ষতি জন্মে, তন্নিমিত্তে অগ্নিকে কি মন্দ বলিতে হয়?

আর যাহারা ধর্ম্মপুস্তকের বিপরীত ব্যবহার করে, তাহারা সকলে সামান্য ও অজ্ঞান লোক তাহা

নহে. বরং তাহাদের অধিকাংশ আত্মাভিমানি বিদ্যা-বিশিষ্ট লোক।

পরিত্রাণে মনুষ্যমাত্রের প্রয়োজন, এবং সদাচরণ করা মনুষ্যমাত্রের উচিত, অতএব পরিত্রাণের উপায় ও সদাচরণ বিষয়ক আদেশ জ্ঞাত হওয়া সকলের আবশ্যক, এই নিমিত্তে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে সকলের অধিকার আছে।

কোন দেশের রাজা সর্ব্বসাধারণের প্রতিপালনীয় যে সকল আজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাহা পাঠ করণে কিম্বা জ্ঞাত হওনে সকল প্রজাদের অধিকার আছে। অতএব মনুষ্যজাতির রাজা যে ঈশ্বর, তাঁহার সমস্ত আজ্ঞা পাঠ করণেও মনুষ্য সকলের অধিকার আছে।

কোন পিতা যদি দূরদেশহইতে আপন সন্তানদিগের নিকটে পত্র পাঠান, তবে সেই পত্র পাঠ করণে তাঁহার সকল সন্তানের অধিকার আছে। তদ্রূপ আমাদের স্বর্গস্থ পিতা পৃথিবীনিবাসিদের নিকটে যে গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাও সকলে পাঠ করিতে পারে।

প্রজা জমীদারের নিকটে যে ভূমি লয়, তাহার পাট্টা পাঠ করণে প্রজার অধিকার অবশ্য আছে। ঈশ্বর জমীদারস্বরূপ, পরিত্রাণ ও স্বর্গীয় সুখ ভূমিস্বরূপ, ধর্ম্ম-পুস্তক পাট্টাস্বরূপ, পাপি মনুষ্য প্রজাস্বরূপ, সুতরাং ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে তাহার অধিকার আছে।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ও তাঁহার প্রেরিতগণের যে সকল উপদেশ শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা অবগত হওনে পূর্ব্বে সকলের অধিকার ছিল, সেই উপদেশ সকল দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা

অবগত হওনে অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকে তাহা পাঠ করণে এইক্ষণে সকলের অধিকার নহে, ইহার প্রমাণ কি ?

ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করণার্থে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে যদি সকলের অধিকার না হয়, তবে দর্শনার্থে সূর্য্যের আলোতে সকলের অধিকার কেন হয় ? যদি কেহ বলে, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা অনেকের অহিতজনক হইয়া উঠে, তবে সূর্য্যের তেজ ও তাপহইতেও অনেকের ক্লেশ জন্মে, ইহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই ক্লেশ নিবারণার্থে কি সকল মনুষ্যদিগকে অন্ধকারময় গৃহমধ্যে রুদ্ধ করা যাইবে ?

যোশিয় রাজার সময়ে "মহান ও ক্ষুদ্র সকল লোক "পরমেশ্বরের মন্দিরে গেল, তাহাতে সে তাহাদের "কর্ণগোচরে পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রাপ্ত নিয়মপুস্তকের "সমস্ত কথা পাঠ করাইল।" ২ বং ৩৪ ; ৩০।

নিহিমিয়ের সময়ে "ইষ্রা যাজক মণ্ডলীর সম্মুখে "অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষাদি যত লোক শুনিয়া বুঝিতে পারে, "তাহাদের নিকটে সেই পুস্তক আনিল, এবং জল-"দ্বারের সম্মুখস্থ চতুষ্কোণ স্থানে স্ত্রী পুরুষাদি যত লোক "শুনিয়া বুঝিতে পারে, তাহাদের নিকটে প্রাতঃকালা-"বধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করিল, তাহাতে "সমস্ত লোক পুস্তকশ্রবণে কর্ণ নিবিষ্ট করিল।" নিহি ৮; ২, ৩।

কূশদেশীয় নপুংসক যাত্রা করণের সময়ে যিশারিয় নামে ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ পাঠ করিল। প্রেরিত ৮ ; ২৮।

আর "থিষলনীকীয় লোক অপেক্ষা বিরয়া নগরের

"লোকেরা মহাত্মা ছিল; কেননা তাহারা স্বচ্ছন্দে
"কথা গ্রহণ করিয়া এমত হয় কি না তাহা জানিবার
"নিমিত্তে প্রতিদিন ধর্ম্মপুস্তকের আলোচনা করিতে লা-
"গিল।" প্রেরিত ১৭; ১১।

তীমথিয় বাল্যকালাবধি পবিত্র শাস্ত্র জ্ঞাত ছিলেন। ২ তীম ৩; ১৫।

দায়ূদাদির গীতসমূহের মধ্যে কএক গীত বালকদের মুখস্থ করণার্থে লিখিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে ৭৮ গীতে ইহা লিখিত আছে, যথা।

"আমরা যাহা২ শ্রবণ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি ও আমাদের পিতৃলোক আমাদের কাছে যাহা২ বর্ণনা করিয়াছে, তাহা আমরা তাহাদের সন্তানদের নিকটে গোপন করিব না; বরং শেষপুরুষ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের প্রশংসা ও পরাক্রম ও তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বর্ণনা করিব। তিনি যাকূব বংশের মধ্যে যে বিধি ও ইস্রায়েল বংশের মধ্যে যে ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, শেষপুরুষ পর্য্যন্ত ভাবিবংশে যেন তাহা জ্ঞাত হয়, ও উঠিয়া আপন২ সন্তানদিগের কাছে তাহার বর্ণনা করে, এবং তাহারা যেন ঈশ্বরেতে প্রত্যাশা রাখে, ও ঈশ্বরের কর্ম্ম বিস্মৃত না হয়, কিন্তু তাহার আজ্ঞা পালন করে, এই নিমিত্তে তিনি আপন২ সন্তানদিগকে এই কথা জানাইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে আজ্ঞা দিলেন।" ৩-৮।

সুলেমানের হিতোপদেশ এবং উপদেশক যুবলোকদের হিতার্থে লিখিত হইয়াছিল, ইহার সন্দেহমাত্র হইতে পারে না।

যিশায়িয়ের গ্রন্থের আরম্ভ এই. যথা, "হে আকাশ-মণ্ডল, শুন ; হে পৃথিবি, শ্রবণ কর, পরমেশ্বর কহিতেছেন।" অতএব পরমেশ্বর যখন বক্তা হন, তখন সৃষ্টি-মাত্রের অর্থাৎ জ্ঞানবিশিষ্ট সমস্ত প্রাণির মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বদেশীয় সকল মনুষ্যদের নিকটে সুসমাচার প্রকাশ করা যীশুর প্রেরিতদের উচিত ছিল; তবে লিখিত শাস্ত্রদ্বারা সেই সুসমাচার সকল মনুষ্যদিগকে জানাইতে তাঁহাদিগকে বারণ করণে কাহার ক্ষমতা আছে ?

সেই প্রেরিতেরা যাহাদের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারা প্রায় সকলে ধর্ম্মপুস্তকের কথা অবগত ছিল, ইহার প্রমাণ এই যে সেই সকল পত্রমধ্যে শত ২ শাস্ত্রীয় বচনের উল্লেখ করা যায়।

প্রেরিতদের যত পত্র আছে, সেই সকল পত্র (দুই তিন পত্র ছাড়া) কোন ২ মণ্ডলীর সমস্ত লোকের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। এবং সেই পত্র যেন মণ্ডলীর সমস্ত লোক পাঠ করে কিম্বা শ্রবণ করে, এমন যত্ন প্রেরিতেরা করিতেন। তাহার প্রমাণ পৌলের নিম্ন-লিখিত কথা।

"তোমরা এই পত্র তাবৎ পবিত্র ভ্রাতাকে পাঠ করা-"ইবা, প্রভুর নামে তোমাদিগকে এই দিব্য দিতেছি।" ১ থিষল ৫ ; ২৭।

ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থবিষয়ে পিতর প্রেরিত নানা মণ্ডলীর লোকদিগকে ইহা লিখিয়াছেন, "অরুণোদয় পর্য্যন্ত "কোন অন্ধকারময় স্থানে যে প্রজ্বলিত দীপ্তি থাকে, ঐ

"ভবিষ্যদ্বাক্য তাহার তুল্য জ্ঞান করিয়া যে পর্য্যন্ত "তোমাদের অন্তঃকরণে প্রভাতি নক্ষত্রের উদয় না "হয়," (অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তোমাদের মন স্বর্গে প্রবেশ না করে) "তাবৎ তাহার প্রতি মনোযোগ করা তোমা- "দের মঙ্গল।" ২ পিতর ১; ১৯।

নরকে পতিত ধনি লোককে ইব্রাহীম তাহার পাঁচ জীবৎ ভ্রাতার বিষয়ে এই কথা কহিলেন, "মূসার ও "ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের পুস্তক তাহাদের নিকটে আছে, তা- "হারা ঐ বচন মানুক।" লূক ১৬; ২৯।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিহূদি লোকদিগকে কহিলেন, "ধর্ম্ম- "পুস্তকের কথা আলোচনা কর।" যোহন ৫; ৩৯।

এবং প্রথম গীতে লিখিত আছে, যথা, "যে জন "পরমেশ্বরের শাস্ত্রেতেই আমোদ করে, এবং দিবা- "রাত্রি তাঁহার শাস্ত্র ধ্যান করে, সেই ধন্য। সে "জলস্রোতের নিকটে রোপিত ও সময়ে ফলবান ও "অম্লান পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষের সদৃশ; তাঁহার তাবৎ কর্ম্ম "সফল হয়।"